দক্ষিণা

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

"বীণাপাণি নাট্য-সমাজ" কর্ত্তৃক অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩৫ সাল।

উৎসর্গ।



যিনি নাটক রচনায় আমার হাতে খড়ি দিয়াছেন,

যাহার বাগ্‌বেত্রে আমার আলস্য দূর হইয়াছে,

আমার সেই গুরু—

যাঁহার পৃষ্ঠপোষকতাই আমার পরিচয়,

আমার সেই পিতৃব্য—

যিনি আপামর সাধারণের মনোহারী,

সেই তন্ত্রশাস্ত্রী—তন্ত্রীকুশল—সুবক্তা

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জমীদার মহাশয়ের শ্রীপাদ-পদ্মে

"দক্ষিণা"

অর্পিত হইল।

সাং রাজাইপুর, পোঃ সোমড়া,
হুগলি।
৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল।

চিরানুগত সেবক—
শ্রীমন্মথনাথ দেবশর্ম্মা।

নিবেদন

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব বীণাপাণি-নাট্য-সমাজের প্রতিষ্ঠার কথা বঙ্গে কাহারও অবিদিত নাই। ইহার দিগন্তব্যাপী যশঃ-সৌরভে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মাতোয়ারা। এই দলের এতাদৃশ অনন্যসাধারণ অভ্যুদয়ের সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি এই "দক্ষিণা" নাটক। দক্ষিণাই এই দলের কার্য্যকুশলতার কৌশল স্বরূপ—দক্ষিণাই ইহার সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে—দক্ষিণাই ইহার দিগ্বিজয়ের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। এই নাটকের অভিনয় দর্শনে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছেন ও নাট্যকারের ভূয়োসী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একাধিক উপাধিদানে বিভূষিত করিয়াছেন। পরম ভক্তিভাজন নসীপুরের মোহান্ত মহারাজ এই নাটকের অভিনয় উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি শ্রবণ ও দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। অভিনেতৃগণের কথা দূরে থাকুক্, এই নাটকের গানগুলি সামান্য রাখাল কৃষকের কণ্ঠেও বিরাজ করিতেছে। এমন কি ভাবে ও ভাষায় মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার লব্ধ প্রতিষ্ঠ গায়িকা শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দাসী ও শ্রীমতী সত্যবালা দাসী এই নাটকের কয়েকখানি গান গ্রামোফোন-রেকর্ডে সংবদ্ধ করিয়া গানগুলিকে অমরত্ব দান করিয়াছেন।

বলা আবশ্যক যে, দলটী ছত্রভঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকের পাণ্ডুলিপি খানি গ্রন্থকারের অনবধানে হস্তান্তরিত হওয়ায় ছিন্ন-ভিন্ন ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, আমি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া অনেক অনুসন্ধানে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। উপযুক্ত সুযোগ অভাবে যাঁহারা অভিনয় দেখেন নাই, অথচ দেখিতে উৎসুক ছিলেন, তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমার এত আন্তরিক প্রচেষ্টা। এক্ষণে পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন হইলেই আমার শ্রম সার্থক।

পরিশেষে গ্রাহকবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা পূর্ব্বাপর যেমন আমাকে নূতন নূতন নাটক প্রকাশে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন, আশা করি ভবিষ্যতেও সেইরূপ উৎসাহ ও অনুকম্পা হইতে বঞ্চিত হইব না।

বিনীত—

প্রকাশক।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

আনন্দ	...	...	ছদ্মবেশী বিষ্ণু।
দ্রুপদ	...	...	পাঞ্চালের রাজা।
শিখণ্ডি	...	...	ঐ পুত্র।
সদানন্দ	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
শঙ্কর সিংহ	...	.	রাজ-শ্যালক।
দশার্ণরাজ	.	.	দশার্ণ-অধিপতি।
শম্বলী	...	.	দশার্ণের সেনাপতি।
বাণবিৎ	...	.	দ্রুপদের সেনাপতি, পরে দশার্ণের সহকারী।
শুদ্ধানন্দ	...	...	তত্ত্ববিদ্ ধর্ম্মসেবক।
একলব্য	...	...	ব্যাধপুত্র।
সুবল	...	...	ঐ বাল্যবন্ধু।
আরণ	...	...	ব্যাধ-সর্দ্দার।
ভীলুক	.	.	ময়নার উপপতি।
সন্ন্যাসী	...	...	রাজধাত্রীর স্বামী, পলাতক।

ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, পাণ্ডব ও কৌরবগণ, ব্যাধগণ, মুক্তপুরুষগণ, বন্দীগণ, বিদূষক ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লীলা	...	...	ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মী।
জয়ন্তী	...	...	একলব্যের মাতা।
বাসন্তী	...	...	দশার্ণের কন্যা, শিখণ্ডির স্ত্রী।
ময়না	...	...	বেশ্যা।
মুক্তা	...	..	ঐ কন্যা।
সুধর্ম্মা	. .	...	সদানন্দের স্ত্রী।
সারী	...	...	ব্যাধপালিতা আর্য্যকন্যা।
হেম	...	...	সন্ন্যাসীর কন্যা।

নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধাগণ, সখীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।



বন্দীগণ।

গীত।

ওগো, নাচ্‌তে আমরা নেমেছি।
মনের মতন, হবে কি তেমন,
মোরা নূতন ঘোমটা খুলেছি॥
মোরা, নেমেছি রঙ্গে জানি না কেমন
রঙ্গের রস-রঙ্গ,
প্রেমিকা প্রেমিকে কেমন সঙ্গ
প্রণয়ের কি প্রসঙ্গ ;—
মোরা, অভাবনীয় ভাব-তরঙ্গে,
অভাবে ভাসিয়া চলেছি।
কাহ, কি কথা ছন্দে কর্ণরন্ধ্রে,
করে করে তারা বন্দী,
মোরা, জানি না কেমন, বিরহ মিলন,
যানাসন—সন্ধি ,—
মোরা নহি গো কাহারো দ্বন্দী,
হ'য়ো না প্রতিদ্বন্দী,
মোরা, সাদরে সবার চরণ বন্দি
রূপরসে শুধু মজেছি॥



দক্ষিণা।



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

চনুর্ব্বাণহস্তে একলব্যের প্রবেশ।

একলব্য। আজ আর একটা পাখী না মেরে কিছুতেই ঘরে ফির্‌বো না। রোজ রোজ রাতদিন লোকের গঞ্জনা আর সইতে পারি না। বড় জ্বালা! বড় যন্ত্রণা! ঐ—ঐ যে একটা পাখী ব'সে আছে নয়! হয়েছে—হয়েছে; দাঁড়া—দাঁড়া রে হতভাগা পাখী! তোর প্রাণে জ্বালা দিতে না পার্‌লে আমার জ্বালা জুড়াবার উপায় নেই।

[শরত্যাগে উদ্যত]

আকাশপথে মুক্ত পুরুষ ও নিত্যসিদ্ধাগণ গাহিতেছিলেন।

মুক্ত পুরুষ ও নিত্যসিদ্ধাগণ।—

গীত।

যদি জুড়াবে জনম-জ্বালা, জ্বালো রে আলোক-মালা,
জগদীশে কর জ্বালাতন।
ঘুমায়ে আছেন সুখে, চমকি আলোক দেখে,
তোমা পানে মিলিবে নয়ন॥

ধনুকে জুড়িয়া গুণ, কি তব বাড়িবে গুণ,
বধিয়া ছুটো নির্জীব জীবের প্রাণ ?
নির্গুণ ভগবান, ভবের তরণীখান,
গুণে বাঁধি টান অবিরাম;—
যত কিছু ভারি বোঝা, চাপায়ে সে তরী সাজা,
সোজা পথ ধ'রে চল নিকেতন ॥

একলব্য। [বিমুগ্ধ হইয়া] কি মিষ্টি গান ! তাই তো, কে গায় ! এ গান এ বনে কখন তো শুনি নি। [হাত হইতে ধনুর্ব্বাণ খসিয়া পড়িল]

মুক্ত পুরুষ ও সিদ্ধাগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

হ'য়ো না হ'য়ো না ওরে করম-বিশ্রান্ত,
দিও না দিও না তাঁরে হইবারে ক্ষান্ত,
তাঁহারি করম, সাধন ধরম,
কর যদি তাতে প্রাণান্ত,—
কাজের চূড়ান্ত, লাভের নাই অন্ত,
সেবানন্দ অমিত বেতন ॥

[অন্তর্দ্ধান।

সুবলের প্রবেশ।

সুবল। আরে—ছ্যাঃ ছ্যাঃ একলব্য ! তুমি একেবারে অপদার্থ।

একলব্য। আবার তোমাকে বারণ করছি সুবল ! বার বার আমাকে অপদার্থ ব'লো না। তুমি বল্‌লে শুনে শুনে সবাই বল্‌বে ; তখন আমি নিজেই হয় তো ভাব্‌বো, সত্যই আমি অপদার্থ।

সুবল। আবার ভাব্‌বে কি, তুমি তো সত্যই তাই।

একলব্য। কেন, কিসে আমি অপদার্থ ?

সুবল। এত বড় জোয়ান, একটা শিকার কর্‌বার শক্তি নেই, কেবল পরের অন্নে দেহ মোটা কর্‌ছো,—আবার বল্‌লে রাগ কর। আরে ছ্যাঃ—ছ্যাঃ।

একলব্য। দেখ সুবল! তা হ'লে তুমিও আমার মত অপদার্থ।

সুবল। কাজে কাজেই; আমি যদি তোমাকে শালা বলি, তুমি আমাকে না বল্‌বে কেন ?

একলব্য। শুধু সে জন্য নয়; আমি যেমন জ্যান্ত পাখী মার্‌তে পারি না ব'লে তোমার কাছে অপদার্থ, তেমনি তুমিও জ্যান্ত পাখী ধর্‌তে পার না ব'লে তুমিও অপদার্থ।

সুবল। তুমিই কি তাই পার না কি ?

একলব্য। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারি।

সুবল। আচ্ছা, ঐ গাছটার কোটরে একটা পাখী রয়েছে নয় ? দেখ—দেখ্‌তে পাচ্ছ কি ?

একলব্য। [নিরীক্ষণ করতঃ] হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওটা লক্ষ্মীপেঁচা।

সুবল। আচ্ছা! তুমি ঐটাকে ধ'রে নিয়ে আসতে পার ?

একলব্য। নিশ্চয় পারি। তুমি দাঁড়াও; আমি এখনই নিয়ে আস্‌ছি। [স্বগত] ঈশ্বর! বড় ভরসা ক'রে তর্কের মুখে কথাটা ব'লে ফেলেছি; পাখিটা যেন আমাকে ধরা দেয়।

[প্রস্থান।

সুবল। হয় তো ঠিক ধর্‌বে! সে দিন এই রকম একটা পাখী ধ'রে নিয়ে গিয়ে সারীকে দিয়েছিল; চূলোমুখী ছুঁড়ি তাই পেয়ে সেই থেকে ওকেই ভালবাসে। আমি কিন্তু ঝুড়ি ঝুড়ি মরা পাখী দিয়েও তার মন পাইনে। [সচকিতে] এঁ্যা—ও কি! সত্যিই যে

ধ'রে ফেল্লে! ছোঁড়া যা বল্লে, তাই কর্লে! কি আশ্চর্য্য! লক্ষ্মী পেঁচা লক্ষ্মীর মত মানুষের হাতে ধরা দিলে, একটু নড়্লোও না!

পক্ষীহস্তে হাসিতে হাসিতে একলব্যের পুনঃপ্রবেশ।

একলব্য। এই দেখ সুবল! ধর্‌তে পেরেছি কি না? এখন হার মান; বল, আর আমাকে অপদার্থ বল্‌বে না তো?

সুবল। না—না; দেখি—দেখি, কেমন পাখিটা?

একলব্য। নাও; কিন্তু ভাই সাবধান, যেন উড়ে না পালায়; পাখীটা নিয়ে গিয়ে সারীকে দিতে হবে।

সুবল। দেখ—দেখ, ওদিকে আর একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে। কি পাখী বল দেখি?

একলব্য। তাই তো বটে! ওটাও বোধ হয় এই পাখী। বোধ হয় এইটেরই যোড়া। একে বাসায় দেখ্‌তে না পেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আহা! ওর প্রাণে কতই না কষ্ট হ'চ্ছে! কাজ নেই ভাই! দাও, একেও ছেড়ে দিই!

[সুবল সহসা পাখীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিল]

একলব্য। আহা-হা! কর্‌লে কি—কর্‌লে কি সুবল! এমন সুন্দর পাখীটার ঘাড় মট্‌কে দিলে! নিষ্ঠুর! কর্‌লে কি?

সুবল। ভালই তো করেছি; মার্‌তেই তো হ'তো! তা না হয় এখনই মার্‌লুম। কে আর এত সতর্ক থাকে বল? হঠাৎ যদি উড়ে যেতো?

একলব্য। যেতো, যেতোই; আমি তো উড়িয়ে দিতেই চাইছিলুম।

সুবল। উড়িয়ে দিয়ে কি লাভ?

একলব্য। লাভ কি ক্ষতি তোমার দেখ্‌বার তো দরকার নেই। তুমি কেন মেরে ফেল্‌লে, তাই বল?

সুবল। কেন, শোন। তুমি সেদিন সারীকে একটা জ্যান্ত পাখী ধ'রে দিয়ে তাকে এমন আস্কারা দিয়েছ যে, সেই থেকে সে আর মরা পাখী ছুঁতে চায় না; সেটা বড় দোষের কথা, আমাদের ঘরে পোষায় না। আর মেয়ে মানুষের এত স্পর্দ্ধা কেন? আমাদের পশার গেল যে।

একলব্য। তোমার পসার থাকে না ব'লে যে একটা প্রাণ নষ্ট কর্‌তে হবে, এ একটা কথাই হ'তে পারে না। আর তাই যদি হয়, তুমি কেন নিজে হাতে ক'রে নিয়ে গিয়ে তাকে দিলে না? তা হ'লে তো তোমার পশার যেতো না! দেখ্‌ছি, তোমার মৎলব ভাল নয়; তুমি সব কর্‌তে পার। একটা মেয়ে মানুষের মন রাখ্‌বার জন্য যদি আমার অমতে এমন সুন্দর পাখীটার ঘাড় ভাঙ্গতে পার, তবে দরকার 'হলে হয় তো কোন দিন চুপি চুপি এসে আমারই ছুঁটি টিপে ধর্‌বে। তুমি যাও, আর আমার কাছে এসো না, আমিও আর তোমার সঙ্গে শিকারে আস্‌বো না।

সুবল। চোখ রাঙ্গাচ্ছ কি একোল। তুমি জেনে রেখো, তোমার মত অপদার্থকে আমি একটা পিঁপড়ে মনে করি।

[সক্রোধে প্রস্থান।

একলব্য। আর তুমিও জেনে রেখো সুবল! পাখী মার্‌বার সময় আমার ধনুক থেকে তীর খ'সে পড়ে বটে, কিন্তু তোমার মত মেয়েমুখো পাথমারাকে শেখাবার দরকার হ'লে আমার হাত একটুও কাঁপ্‌বে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ময়নার বহির্বাটী।

একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া শঙ্কর সিংহ মদ্যপান করিতেছিলেন : সদানন্দ প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কর। কিহে বাবাজী! না—না, খুড়ি। কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি। কি হে ভায়া! কতদূর কি ক'রে এলে?

সদানন্দ। দেখ্‌ছি শঙ্কর, তুমি আমায় অপদস্থ না ক'রে ছাড়্‌বে না। তার সাক্ষাতে যদি এই রকম সম্বোধনে ভুল কর, তা হ'লে সে তো এক তিলার্দ্ধ এখানে বস্‌বে না, উপরন্তু গোপনে ডেকে আমার গায়ে থুঁথু দেবে।

শঙ্কর। আরে নাও—নাও; একান্তই যদি মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তখন আমি শাস্তর আউরে শুধ্‌রে নেবো। কি জান—

মামার শালা, মাসীর ভাসুর, বাপের বোনাইয়ের ভাই।

এদের সঙ্গে কারো কিছু খাঁটী সুবাদ নাই॥

তা—তুমি হ'চ্ছো আমার বোনাইয়ের ভাইপো; ভাই হ'লেও বা কথা থাক্‌তো। সুতরাং বাবা বল্‌লে খাটে, শালা বল্‌লেও গায়ে ফোসকা পড়ে না। যাক্—কথা হ'চ্ছে যে, তাকে আসতে বিশেষ ক'রে ব'লে এসেছ তো? ঠিক আসবে তো?

সদানন্দ। তা তো আসবে; কিন্তু তুমি ক্রমাগত এ রকম সুরাপান কর্‌লে তো চল্‌বে না।

শঙ্কর। কি বল্‌লে? মদ খাওয়া চল্‌বে না? এখানে যদি না চলে,

কোথায় চল্‌বে ? হরিদাস বাবাজীর সংকীর্ত্তনের আকৃড়ায়, না বারোয়ারীতলায় ভাগবতের বেদীতে ?

সদানন্দ। তা তো বুঝি : কিন্তু গন্ধে যে ঘরখানা ভরপুর হ'য়ে উঠেছে। একেই সে মদের গন্ধ মোটেই সইতে পারে না।

শঙ্কর। না সইলে চল্‌বে কেন ? ভট্‌চার্য্যি যদি ধুনোর গন্ধ সইতে না পারে, তা হ'লে তাকে কি কেউ পূজো কর্‌তে ডাকে ?

সদানন্দ। বটে। কিন্তু সে যে সে পশার চায় না ; কারণ তার এ সব ভাল লাগে না।

শঙ্কর। বিচিত্র বাবা ! গান শোন্‌বার ষোল আনা সখ আছে, অথচ রাগিনীর ভাঁজ বা তব্‌লার চাঁটি ভাল লাগে না, এ কথা বল্‌লে লোকে কি পাগল বল্‌বে না ?

সদানন্দ। ঠিক্ তা নয় ; তবে কি জান, সে মাতালকে বড ভয় করে।

শঙ্কর। আরো অদ্ভুত। বেশ্যা হ'য়ে মাতালকে ভয় ? শ্মশানে বাস ক'রে মরা দেখে ডর ? হাঃ-হাঃ হাঃ ! হাসালে সদানন্দ।

সদানন্দ। তা তুমি যতই হাস বা যা ইচ্ছে বল্‌তে পার, সে কিন্তু মদকে বড়ই ঘৃণা করে।

শঙ্কর। চলে না—চলে না। ব'লো তুমি তাকে, রোগীর মল-মূত্রকে ঘৃণা কর্‌লে চিকিৎসকের চিকিৎসা করাই চলে না।

সদানন্দ। আমি অনেক বলেছি। এ সব যুক্তি তার যুক্তির কাছে মোটেই টেঁকে না ; তাই আমি বাধ্য হ'য়ে হার মেনে মদ খাওয়া ছেড়েছি। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তার আচরণ বেশ্যার মত একটুও নয়।

শঙ্কর। শাপভ্রষ্ট সাবিত্রী না কি ? হ'য়ে মা সাবিত্রী, কি পাপে

তোমার বেশ্যাবাড়ী বনবাস হ'লো। যাক্, তবে এ সব কথা পূর্ব্বে বল্‌নি কেন? এত সব বিধি-নিষেধ আছে জান্‌লে আমি আস্‌তুম না। মরুক্ গে, তোমার প্রেমময়ীর রূপ দেখে আমি কি চরিতার্থ হবো? এ যে বাবা, খেদাইনে উঠোন ঝাঁটাই। এখন বল্‌ছ মদ খাওয়া চলবে না, আবার একটু পরে হয় তো বল্‌বে, হাসি-ঠাট্টা চল্‌বে না—পরক্ষণে বলবে, হাঁচা বা হাই তোলা চল্‌বে না—তারপর বল্‌বে, তাকানো চল্‌বে না। তা হ'লে আমি কি ক'রে কাটাই? একটু স্ফূর্ত্তি কর্‌তেই যদি না পেলুম, তবে এখানে থেকে আমার লাভ কি? আমি কি গোঁসাই-বাড়ী মন্ত্র নিতে এসেছি? আর এখন করিই বা কি? জিনিষটা এনে ফেলেছি, এখানে রাখি কোথা? তা যাক্, তোমার কথাও থাক্, আমার কথাও থাক্, এক কাজ কর। তুমিও দু'এক পাত্র টান, আমিও টানি। দু'জনে মিলে তাড়াতাড়ি পেটের মধ্যে পূরে লুকিয়ে ফেলি; নাও—ধর।

সদানন্দ। না শঙ্কর, যেতে হয় তুমিই খাও,—আমাকে আর অনুরোধ ক'রো না।

শঙ্কর। কেন, ভয় হ'চ্ছে না কি? গন্ধে টের পাবে ব'লে? আরে নাও—নাও, আমি প্রমাণ ক'রে দেবো যে মদ অতি পবিত্র জিনিষ। এমন কি মদ আর মাংস একত্র ক'রে হবিষ্যান্নের মত বিষ্ণুকে ভোগ দেওয়া চলে। যেহেতু মদের যা দোষ, মাংসে নষ্ট করে, আর মাংসের দোষ মদের দ্বারা শোধিত হয়। দুটোয় মিলে এক অতি পবিত্র দেব-ভোগ্য অমৃতের সৃষ্টি হয়। নাও ধর।

সদানন্দ। না—না, তুমিই খাও; আমাকে মার্জ্জনা কর।

শঙ্কর। এঃ—নিতান্তই দুর্ব্বল তুমি। আচ্ছা, তবে আমিই মরি; তবে কিন্তু যাবার সময় আমাকে কাঁধে ক'রে তীরস্থ ক'রো।

[মদ্যপান]

শুদ্ধানন্দের প্রবেশ।

শুদ্ধা। জয় হোক্ বাবা!

শঙ্কর। আঃ, এ আপদ আবার কোথা থেকে এলো? আরে, যাও—যাও; শুভ-দৃষ্টি হবে, এখন তোমার কটা চোখ নিয়ে পালাও।

শুদ্ধা। ভিক্ষুক ব'লে ঘৃণা ক'রো না বাবা! ভেবে দেখ, ভিখারী কে নয়? তোমরা না হয় রাজার ছেলে, কিন্তু রাজারই কি অভাব নেই, না অভাবে পড়্‌লে প্রজার কাছে রাজাকেও প্রার্থী হ'তে হয় না? তবে আমাদের যেটা অভাব, রাজার সেটা প্রয়োজন। আমরা যেটা ভিক্ষা ব'লে যাচ্ঞা করি, রাজা সেটা প্রাপ্য ব'লে আদায় করেন।

শঙ্কর। ভিক্ষা নিতে হয়, অন্য বাড়ীতে দেখ,—এখানে কেন?

শুদ্ধা। কেন বাবা, এটা কি গৃহস্থের বাড়ী নয়? তবে তোমরা আছ কেন?

সদানন্দ। আমরা প্রেমের ভিখারী, আপনিও কি তাই?

শুদ্ধা। আহা, সাধু—সাধু! বাবা! প্রেম পেলে আর কিছুই চাই না; প্রেমের জন্যই দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সদানন্দ। [জনান্তিকে] লোকটা বলে কি হে?

শঙ্কর। [জনান্তিকে] দেখ্‌ছ না, বেটা আসল ভণ্ড! ঐ যে মালা আর ঝোলা, ওর মধ্যে হরিনাম জপ্‌ছে না; জপ্‌ছে—কি হরি, কাকে হরি, কার হরি?

সদানন্দ। [প্রকাশ্যে] তোমার যে বয়স, বেশভূষার যে রকম পারিপাট্য, দেখলে প্রেম দেওয়া তো দূরের কথা, বরং গায়ে থুথু দেবে।

শুদ্ধা। বাবা! প্রেমের যাচ্ঞা কর্‌তে সজ্জার আবশ্যক হয় না; বরং উলঙ্গ হ'লেই ভাল হয়। হরি! হরি! [মালাজপ]

শঙ্কর। কি বললে, উলঙ্গ? বটে—বটে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[উভয়ের উচ্চহাস্য]

সখীগণ সহ দূরে মুক্তার প্রবেশ।

শঙ্কর। [মুক্তাকে দেখিয়া উল্লাসে] এই যে ফটিক জল! স্বাগত—স্বাগত! [সুরে] এস এস বধু এস, নধর অধরে হাস, নয়ন ভরিয়া করি দৃষ্টি।

কলুর যেমন বলদে দৃষ্টি, ময়ুর পাখীর জলদে দৃষ্টি,
শনির যেমন গলদে দৃষ্টি, তেমনি করিব দৃষ্টি।

মুক্তা। [স্বগত] এ আবার কি? মদের সঙ্গে হরিনাম? বৈরাগ্যের সঙ্গে ব্যভিচার। ভিক্ষুকের সহচর রাজপুত্র?

জনৈক সখী। [জনান্তিকে] চল না, থমকে দাঁড়ালে কেন?

মুক্তা। [জনান্তিকে] কোথায় যাবো সখি? দেখ্‌ছো না, স্বর্গ নরক এক স্থানে! মর্ত্ত্য মাঝখানে প'ড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমার মনও স্থির নয়, যদি মর্ত্ত্যের ঝোঁকে নরকেই প'ড়ে যাই? কাজ নেই, এখন ফিরে যাই চল।

[সখীগণ সহ প্রস্থান।

শঙ্কর। এ্যাঁ—একি ছলনা বাবা! এ কি বিদ্যুৎ না কি? একবার একটী চমকে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে, বুকের মাঝে কড়্‌কড়ে বাজ হেনে অমনি অন্তর্দ্ধান কর্‌লে! এ্যাঁ—একে কোন্‌দেশী ভদ্রতা বলে? হ্যাঁ হে বাপু! ভদ্রলোকের আহ্বান জানে না, সম্মান কর্‌তে জানে না, এমনধারা লোকের সঙ্গে তুমি পিরীত কর? আবার বেশ্যার মত না ব'লে গর্ব্ব কর্‌ছিলে? এর চেয়ে বেশ্যাও যে ঢের ভাল!

সদানন্দ। কি জানি, ভাল মন্দ কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

শুদ্ধা। এ যে তোমাদের অন্যায় অনুযোগ হ'চ্ছে বাবা! যেচে মান, কেঁদে সোহাগ, আর জোর ক'রে প্রণয় করা, এও কি সম্ভব ?

সদানন্দ। তুমি চুপ কর ভণ্ড! তুমিই তো এ অনর্থের মূল। তোমার মত হরিভক্তকে দেখেই তো তার প্রেমের হরিভক্তি উড়ে গেল।

শঙ্কর। ওর তো কোন দোষ নেই, দোষ তোমার। তুমিই তাকে ইসারায় আস্‌তে নিষেধ করেছ; সেও তোমাকে ইসারায় কি যেন ব'লে গেল!

গীতকণ্ঠে সখীগণের পুনঃ প্রবেশ।

সখীগণ।—

দেখা হবে ছান্‌লাতলায়, ব'লে গেল ইসারায়।
ঘটা ক'রে বর এসেছে চুপিসাবে দেখে পালায়॥
ব'সে বর সভার মাঝে, হেথা আসা তার কি সাজে,
লোকের কাছে পাছে লাজে যৌবনভরে প'ড়ে যায়।
ছিঃ ছিঃ কি আদিখ্যেতা, বোঝে না মরমের ব্যথা,
না খেলে লাজের মাথা, মনযোগান হবে দায়॥

শঙ্কর। সদানন্দ! তোমার মনে এত কুটিলতা? আমাকে ডেকে এনে অপমান কর্‌লে? আচ্ছা!

সদানন্দ। রাগ ক'রো না শঙ্কর! অপমান তোমার নয়, এ অপমান আমার; আমি এর প্রতিশোধ নেবো।

শঙ্কর। কি আর বল্‌বো তোমায়, ঘটনাটা প্রকাশ কর্‌বার নয়, নইলে—কিন্তু মনে রেখো, তুমি সারস হ'য়ে শৃগালকে ঠকিয়ে বড় সুবুদ্ধির কাজ কর্‌লে না।

[সক্রোধে প্রস্থান।

সদানন্দ। সুবুদ্ধি কি দুর্ব্বুদ্ধি, সেটা তত চিন্তনীয় নয়, চিন্তার বিষয় হ'চ্ছে এই অপমানের প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

১ম সখী। [শুদ্ধানন্দের প্রতি] নাও গয়ার পাপ! এখন বিদেয় হও।

২য়া সখী। মর্ বুড়ো ড্যাক্‌রা! তুই তো যত নষ্টের গোড়া।

শুদ্ধা। বটেই তো। ঝগড়া বাধাবে তোমরা, আর দোষী হবে নারদ ঠাকুর।

৩য়া সখী। মিছে কি বাপু! তুমি যদি না আসতে, তা হ'লে সখী কি আমাদের চ'লে যেতো, না এঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হ'তো?

১ম সখী। চ' লো চ'। যে অনামুখো অযাত্রার মুখ দেখেছি, আজ আর বরাতে জুট্‌লে বাঁচি।

[সখীগণের প্রস্থান।

শুদ্ধা। রহস্য বড় মন্দ নয়! কিন্তু এর সমাধান পর্য্যন্ত না দেখ্‌লে তো কৌতূহল নিবৃত্ত হবে না। আচ্ছা দেখি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ময়নার অন্তঃপুর।

ময়নার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শঙ্করের প্রবেশ।

ময়না। আপনি আমার মেয়েকে দেখেছেন ?

শঙ্কর। হ্যাঁ দেখেছি, পছন্দও হয়েছে।

ময়না। বেশ, তা হ'লে আপনি আস্‌বেন।

শঙ্কর। আস্‌বো তো—কিন্তু তুমি একটা চুক্তি ঠিক কর।

ময়না। চুক্তি কিসের ? আপনারা রাজা লোক। দেওয়া থোয়ার সম্বন্ধে আপনাদের কি কিছু বল্‌তে আছে ? দানে ফতুর হ'য়েই অপনাদের বশ।

শঙ্কর। উত্তম। তা হ'লে অর্থ, অলঙ্কার, মনি-মাণিক্য যখন যা চাইবে, তাই পাবে; আমার কাছে কোন বিষয়ে কার্পণ্য বা কপটতা নেই। এখন তবে আসি। [প্রস্থানোদ্যত]

ময়না। ও সব কেন বল্‌ছেন ? আপনারা মনে রাখ্‌লেই যথেষ্ট !

শঙ্কর। [পুনরায় ফিরিয়া] কখন আস্‌বো ?

ময়না। যখন ইচ্ছে।

শঙ্কর। যেন মনে থাকে।

[প্রস্থান।

ময়না। [স্বগত] মেয়েটাকে আজকে গ'ড়ে পিটে ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হবে। লোকটা মাতাল হোক্, নজর খুব উঁচু। দিতে থুতে জানে, এই রকম লোকই আমি চাই। মেয়েটা যে নেহাৎ ন্যাকা, হতভাগা! নইলে রূপ আছে, গুণ আছে, লোককে যত্ন করতেও

জানে, দোষের মধ্যে আদায় করতে জানে না; নইলে এতদিন রাজার ছেলের নজরে পড়েছে, এখনো রাজ্যটা আমার হাতে এলো না!

মুক্তার প্রবেশ।

মুক্তা। মা!

ময়না। এই যে এসেছিস্! একি, মুখখানা অমন ভার-ভার কেন রে? সদানন্দ কি আসেনি?

মুক্তা। হ্যাঁ—এসেছিলেন?

ময়না। আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেল না যে? বুঝেছি, বকেয়া দেওয়ার ভয়ে গাঢাকা দিতে সুরু করেছে। তোকে ব'লে রাখ্‌ছি, এবার এলে আর তাকে বস্‌তে যায়গা দিস্‌নে।

মুক্তা। যদি বস্‌তে চায়?

ময়না। দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিবি।

মুক্তা। তাও কি পারা যায় মা? সে যে বড় ভালবাসে।

ময়না। বাসে বাসুক,—ভালবাসায় তো পেট ভরে না।

মুক্তা। কেন মা, তোমার অভাব কিসের? তিনি কিছু না দিলেও কি তোমাব চল্‌ছে না?

ময়না। এখন না হয় চল্‌ছে, চিরকাল কি চল্‌বে? রূপ-যৌবন কি চিরকাল থাক্‌বে? আমারও এক কালে ছিল। তখন বুঝিনি, পিরীতে প'ড়ে পুঁজির দিকে নজর করিনি,—নইলে এখন তোর রোজগার পানে চেয়ে থাক্‌তে হবে কেন?

মুক্তা। এক রূপ-যৌবন বিক্রয় করা ব্যতীত নারীর জীবিকা-নির্ব্বাহের কি অন্য কোন পথ নেই?

ময়না। না—নেই, বিশেষতঃ আমাদের।

মুক্তা। কেন, আমরা কি?

ময়না। ওরে হাবা মেয়ে! এই পথে দাঁড়িয়েই যে আমাদের

মুক্তা। জন্ম তো দৈবের অধীন মা, কর্ম্ম তো তোমার আমার। এ জন্মে যদি এ ছাড়া পথ নেই, তবে আবার পরজন্মটা পরের হাতে তুলে দিয়ে পথ হারাই কেন?

ময়না। কেন, জানিনে? ও সব পণ্ডিতি রেখে দিয়ে আমি যা বল্‌ছি, তাই কর্‌তে হবে। সদানন্দকে আর ভালবাস্‌তে পাবে না।

মুক্তা। কাকে বাস্‌বো?

ময়না। আমি যাকে বল্‌বো।

মুক্তা। তা হয় না মা! আমার প্রাণ, আমার প্রেম, অথচ তোমার খেয়ালমত যাকে তাকে দিতে হবে! তা আমি পার্‌বো না। প্রেম কি বেচ্‌বার জিনিষ?

ময়না। না বেচ, প'চে যাবে—রাস্তায় পড়ে থাক্‌বে—লোকে নাকে কাপড় দিয়ে দশ হাত তফাৎ দিয়ে স'রে যাবে। এখনো বেশ ক'রে বুঝে দেখ, তোমার ভালর জন্যেই আমার মাথাব্যথা।

[প্রস্থান।

মুক্তা। আমার ভালর জন্য তুমি যদি একবার একটুও ভাব্‌তে, তা হ'লে আমার ভালবাসা নিয়ে বাণিজ্য কর্‌বার জন্য এত ব্যস্ত হ'তে না।

শুদ্ধানন্দের প্রবেশ।

শুদ্ধা। ভিক্ষা পাবো কি বাছা? [মুক্তা ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিল] বাবা! যত ঘোম্‌টা এই ভিখারীকে দেখে, পাছে কিছু দিতে হয়।

বাগাবার বেলা তো দিব্যি ঘোম্‌টা খুলে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার ?

মুক্তা। কেন মহাশয় ? জাতি-কুল নেই ব'লে কি স্বাভাবিক লজ্জাসরম তাও আমাদের থাক্‌তে নেই ? তবে বল্‌তে পারেন, আমরা স্বভাবের বাহিরে ; কিন্তু স্বভাব কি শোধরান যায় না ?

শুদ্ধা। শাস্ত্রে বলে—সলজ্জা গণিকা নষ্টা। শোধন ক'রে তোমার লাভ কি ? বরং তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতি।

মুক্তা। যাক্‌, আপনার সঙ্গে লাভ ক্ষতির হিসাব ক'রে আমার কোন ফল নেই। এখন ফিরে এলেন কেন, তাই বলুন।

শুদ্ধা। তুমিই বা তখন ফিরে গেলে কেন ?

মুক্তা। একা আমি, একটা আমার প্রাণ, একটা আমার মন। একসঙ্গে পাঁচজনের কথায় মন দিতে পার্‌বো না, তাই।

শুদ্ধা। আমি ভিখারী, ভিক্ষা না পেলে কাজেই ফিরে আস্‌তে হয়।

মুক্তা। ভিক্ষা নেবেন, গৃহিনীর কাছে যান,—আমি কে ? আমার কি আছে ?

শুদ্ধা। আমি তোমার দর্শন ভিক্ষা করি।

মুক্তা। উপহাস কর্‌বেন না ঠাকুর ! ওতে আমার অপরাধ হয়। আমি পাপিনী, আপনার মত পুণ্যবান্‌ মহাপুরুষের কি দর্শনযোগ্য ?

শুদ্ধা। দৃষ্টিপথে দাঁড়িয়ে থাকাই যাদের ব্যবসায়, তাদের কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে যে লোকের তীব্র দৃষ্টির আঘাতের ভয়ে অন্তরাল ভালবাসে, সে একটা দেখ্‌বার জিনিষ বটে !

মুক্তা। বেশ, দেখা হয়েছে তো ? তা হ'লে দর্শনী দিয়ে যান।

শুদ্ধা। আমি যে ভিখারী, ঝুলি মাত্র সম্বল ; কি তোমায় দেবো ?

মুক্তা। কেন, আপনার অমূল্য জ্ঞান-রত্ন।

শুদ্ধা। যে জ্ঞানের জ্যোতিঃ তোমার শ্রীমুখে প্রতিভাত, তার চেয়ে বেশী জ্ঞান দেওয়াব মত আমার নাই। যা পেয়েছ, তাই যথেষ্ট। তাতেই তোমার জন্মগত জমাট অন্ধকার দূর হবে। মনে রেখো; এক আত্মা এক মাত্র ঈশ্বরকেই ভজনা কর্‌তে সমর্থ। একমাত্র ভাস্কর একমাত্র শশধরকেই ভালবাসেন—তাকেই সমস্ত প্রেম, সমস্ত কিরণ দান করেন। বুঝ্‌লে তো?

মুক্তা। বোঝ্‌বার মত শক্তি দিন প্রভু! [প্রণাম করিল] আমি আপনার মন্ত্রে দীক্ষিতা হ'লেম।

শুদ্ধা। যদি দীক্ষাই নিলে, দক্ষিণা দাও।

মুক্তা। আদেশ করুন, কি দেবো?

শুদ্ধা। দক্ষিণা দাও তোমার স্বার্থ, তোমার লালসা, তোমার ভোগ-বাসনা। যার প্রেম লাভ ক'রে তুমি কৃতার্থ, সে প্রেম তোমার নয়। সে প্রেমের জন্য আর একজন বাজকুল-ললনা নীরবে অশ্রুমোচন কর্‌ছে। তার প্রাপ্য তাকেই ফিরিয়ে দাও, তা হ'লেই আমার দক্ষিণা দেওয়া হবে।

মুক্তা। তার পর আমার উপায়?

শুদ্ধা। যার প্রেম আকর্ষণ কর্‌লে জগতে কারো কোন স্বার্থের হানি হয় না, তাঁরি প্রেমের অন্বেষণ কর।

মুক্তা। যথা আজ্ঞা দেব! তাই কর্‌বো। [প্রণাম করণ]

শুদ্ধা। আশীর্ব্বাদ করি, কৃতকার্য্য হও।

[প্রস্থান।

মুক্তা। [স্বগত] পরধন লয়েছি কাড়িয়া,
ফিরে দিতে হবে।

কিন্তু কি উপায়ে ?
অনাদরে ? নিষ্ঠুর ব্যভারে ?
তবু যদি যেতে নাহি চায় ?
লুকাবো কোথায় ?
সেথা যদি সে পায় সন্ধান ?
করে কর করিয়া ধারণ,
বাষ্পকণ্ঠে কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া
করে যদি অনুরোধ,
বার বার "রাখ—রাখ" বলি,—
কি দিব উত্তর ?
না—না, গুরু-আজ্ঞা !
না দিলে দক্ষিণা,
ব্যর্থ হবে দীক্ষা-মন্ত্র—
ব্যর্থ হবে প্রেমের সাধনা।
ভাসি যদি অকূল পাথারে,
ক্লান্তি আসে শোক-সন্তরণে
ডুবে যাই হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে,
তথাপি—তথাপি নিশ্চয়,
যাহার জীবন-তরী করেছি আশ্রয়,
তারে পুনঃ করিব অর্পণ।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। কারে পুনঃ করিবে অর্পণ ?
কোন্ বস্তু, পাবো কি শুনিতে ?

মুক্তা ।　　[সচকিতে] কে ? প্রিয়তম !
　　অর্পিব তোমারে প্রাণ মম ।
সদানন্দ ।　　মিথ্যা কথা !
　　পুনঃ যদি করিবে অর্পণ,
　　কেন তবে করিলে হরণ ?
মুক্তা ।　　[অশ্রুনয়নে] বুঝি নাই—করিয়াছি ভ্রম,
　　প্রিয়তম ! ক্ষম মোরে । [পদধারণ]
সদানন্দ ।　　[স্বগত] মুখে মধু অন্তরে গরল.
　　অতি ছল, অতি অসরল,
　　অপরূপ বেশ্যার চরিত্র ।
　　একজনে মজাইয়া দক্ষিণ নয়নে,
　　অন্য জনে বাম আঁখি ঠারে,
　　তৃতীয়েরে ইঙ্গিতে নাচায়,—
　　বোঝা নাহি যায়,
　　কারে চায়, কারে বা নঃ চায় ।
মুক্তা ।　　কি হেতু বিমর্ষ সখা !
　　চিন্তারেখা কেন হেরি ললাটে তোমার ?
সদানন্দ　　ভাবিতেছি—
　　প্রশংসা কি ঘৃণা করি তোরে ।
মুক্তা　　এই কথা ? ভাবনা কি তার ?
　　ঘৃণা কর—ঘৃণা কর মোরে ।
　　গুণহীনা আমি যে গণিকা,
　　ঘৃণ্যা সমাজের,—
　　আমার কি আছে প্রশংসার ?

জন্ম মোর ব্যভিচার-কুলে,
শিখি নাই সদাচার কভু,—
শুধু এক আচরণ
শিখায়েছ শ্রীচরণসেবা ;
তাহে প্রতিদিন কত ত্রুটী।
আমার কি আছে প্রশংসাব ?
তব গুণে গুণবতী আমি।
কর যদি প্রশংসা আমার,
হবে তাহা আত্ম-শ্লাঘা,
দূষনীয় আপন প্রশংসা।
তাই বলি সখা !
ঘৃণা কর মোরে,
শুধু দাসী ব'লে দয়া রেখো মনে।

সদানন্দ। দয়া কোথা পাবো আমি ?
দয়া তো তোমারি।
মাগি দরশন—দাও দয়া ক'রে,
মন রাখ—তাও তব দয়া,
কর অপমান দয়ার অভাবে,
চাহ দয়া—সেও শুধু দয়া দেখাইতে।

মুক্তা। না জানি প্রাণেশ !
আজি কোন্ গুরু অপরাধে,
দাও এ গঞ্জনা—

সদানন্দ। না—না, নাহি জান নিজ অপরাধ,
জান শুধু অপরাধী করিতে অপরে।

জড়ায়ে রূপের ফাঁদে আনি পদতলে,
জান শুধু পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপিতে !
প্রণয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া,
জান শুধু প্রবঞ্চনায় মর্ম্ম বিদারিতে।
আপন কুলের কালি দিয়ে পর-কুলে,
আপন চিন্তার ভার চাপায়ে অপরে,
জান শুধু চিতায় দহিতে।
শৈথিল্যে শক্তি সঞ্চারিতে,
চেতনের চেতনা হরিতে,
গুণী জ্ঞানী ধন্য ধনবানের
গুণ-গর্ব্ব গৌরব নাশিতে,
জন্মান্ধের নয়ন ফুটাতে,
স্বর্গরাজ্য উপড়িয়া নরকে স্থাপিতে,
যেন তোরা দ্বিতীয় বিধাতা।
শেষ কথা, চলিলাম আমি।

মুক্তা। যাবে কোথা? দিব না যাইতে।
আমার যে কোন কথা শুনাইনি তোমায়।

সদানন্দ শুনিব কি আর?
বাকি মাত্র আছে তিরস্কার,
কটু কথা পাপ মুখে তোর।

মুক্তা। শুনিবে না কি কহিল সাধু?

সদানন্দ। একবার ভেবেছিনু শুনিব বলিয়া,
আর নাহি সাধ—বুঝিয়াছি বেশ!

[গমনোদ্যত]

মুক্তা। পায়ে ধরি, তবু শুনে যাও।

[পদধারণ]

গীতকণ্ঠে শুদ্ধানন্দের প্রবেশ।

শুদ্ধানন্দ।—

প্রেমের কথা পরের কাছে কহিতে মানা।
সে যে দিব্যি দেওয়া দীক্ষা মন্ত্র কারো কাণে তুল্‌বে না॥
ক'য়ে গেছে কাণে কাণে, জপ তুমি মনে মনে,
আপনি ভজ আপনি মজ, মন মজাতে ম'জো না।
মন তো সবার নহে শুচী, ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি,
তোমার যাতে অভিরুচি, তার মুখে তা তো রোচে না॥
পদ্মফুলে বস্‌লে অলি, ভেকের রাজা শুধায় তায়,
বল না হে আমের ডালে ব'সে কোকিল কি গান গায়,
সে কি তখন গাহেরে গুণ, ভ্রমর বড় ভাবে নিপুণ,
ভাবে জানায় ভোঁ—ভোঁ রবে, কোকিল বড় তাল কাণা,—
অরসিকে রসিক লোকে রসের কথা শুনায় না॥

[প্রস্থান।

মুক্তা। থাক্ যত বাধা,
না মানিব তাহা,—
শোন তুমি, বলি সব কথা।

সদানন্দ। [সক্রোধে]
আমি তোর কোন কথা চাহিনা শুনিতে।
ছেড়ে দে পাপিনি!

[বেগে প্রস্থান।

মুক্তা। বুঝ্‌লে না—বোঝাতে পার্‌লেম না। ঘৃণায় ত্যাগ ক রে

চ'লে গেল। আমার তো ত্যাগ করা হ'লো না। আমাকে ছেড়ে আবার যদি অন্যের প্রতি আসক্ত হয়, তা হ'লে কলঙ্ক তো আমারই থেকে গেল। পরের ধন হরণ ক'রে নিয়ে শেষে নিজের বুদ্ধির দোষে অযত্নে হারিয়ে ফেল্লেম্? কি কর্‌লেম্! ছিঃ—ছিঃ! না—না, আবার ফিরিয়ে এনে যার ধন তার হাতে তুলে দেবো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ বৃক্ষতল।

কন্যা হেমের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

হেম। তারপর কি হ'লো বাবা?

সন্ন্যাসী। তারপর সেই রাজা কিছু দিন পরে ধাত্রীকে গোপনে ডেকে বল্‌লে, তুমি যত অর্থ চাও দিচ্ছি, কিন্তু সাবধান, এ কথা কাকেও ব'লো না।

হেম। ধাত্রী কি বল্‌লে?

সন্ন্যাসী। ধাত্রী বল্‌লে, মহারাজ! আমায় অর্থের লোভ দেখাবেন না। একে তো সত্য গোপন করা পাপ, তার উপর দশ জনে না জানুক, ধর্ম্ম জান্‌বে যে আমি অর্থ নিয়ে মিথ্যে বল্‌ছি; তাতে আরও পাপ হবে। তবে আপনি যখন নিষেধ কর্‌ছেন, তখন এ কথা আমি কারো কাছে বল্‌তে যাবো না যে রাজার পুত্র নয়, একটা ক্লীব জন্মেছে।

হেম। তখন রাজা কি বল্‌লেন?

সন্ন্যাসী : কিছুই বল্লেন না, তবে বোধ হয় ভাব্লেন যে, এ আর মন্দ কি? কিন্তু রাণী তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, ব্যাপারটা তবু আল্‌গা থেকে গেল। যত দিন ধাত্রী জীবিতা থাক্‌বে, তত দিন তাঁদের আতঙ্ক যাবে না, উৎকণ্ঠায় আহার-নিদ্রার ব্যাঘাত হবে। তার চেয়ে এ সন্দেহ না রাখাই ভাল।

হেম। সর্ব্বনাশ! তারপর?

সন্ন্যাসী। তারপর—[দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] বল্‌ছি, দাঁড়াও। গলাট্টা বড় শুকিয়ে গেছে, কথাগুলো আট্‌কে যাচ্ছে। এসো, এই-খানে একটু বসি। [উভয়ের উপবেশন]

হেম। জল খাবে বাবা, জল দেবো?

সন্ন্যাসী। একটু দাও। [জলপানান্তে] হ্যাঁ—তারপর এক দিন অন্তঃপুরে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাজা ও রাণী দুজনে মিলে সেই অভাগী ধাত্রীর শিরচ্ছেদ কর্‌লে!

হেম। এ্যাঁ! বল কি বাবা! কি নিষ্ঠুর তারা! শুনে যে আমার গা শিউরে উঠ্‌ছে। হ্যাঁ বাবা! ধাত্রী যে মা! যাকে কেটে ফেল্‌লে, তাতে তাদের সন্তানের অমঙ্গল হ'লো না?

সন্ন্যাসী। না মা, একালে তা হয় না। অমঙ্গল হওয়া তো দূরের কথা, সেই ক্লীব পুত্রের এখন পূর্ণ যৌবন। তার বিবাহ হয়েছে; পাত্রীটীও পথের ভিখারিণী নয়—দশার্ণ দেশের রাজকন্যা পরমা সুন্দরী —পরমা বিদুষী।

হেম। বল কি বাবা? তা হ'লে মিথ্যার অসাধ্য তো কিছুই নেই! প্রত্যক্ষ সত্য জন্মটাকেও উল্টে দিতে পারে! বাবা! আমার যে বড় ভয় হ'চ্ছে। মানুষকে ঠকাবার জন্য মানুষের গলা কাট্‌তে একটুও দ্বিধা ক'রে না, তারা কি রকম মানুষ বাবা?

সন্ন্যাসী। তাই বটে মা! তারা এরকম মানুষ যে, রাক্ষসও তাদের তুলনায় দেবতা, দস্যুও দয়ালু।

হেম। বাবা! তুমি আমায় একলা রেখে একবারও কোথাও যেও না।

সন্ন্যাসী। যেতে তো ইচ্ছে হয় না মা! তবে কি জান, আচ্ছা—থাক্ সে কথা। শোন, গল্পটা এখনো শেষ হয়নি। রাণীর মন্ত্রণায় রাজা তখন আরও ভাব্‌লেন যে, সেই ধাত্রীর স্বামী নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনেছে; ভবিষ্যতে সেও তো রটাতে পারে! তাই তাকে ধ'রে আন্‌তে লোক পাঠালেন। কিন্তু সে ব্যক্তি কোন রকমে রাজার মতলব জান্‌তে পেরে, তার শিশু মেয়েটীকে নিয়ে দেশত্যাগ কর্‌লে। রাজার লোকেরা অনেক চেষ্টা ক'রেও তাকে আর খুঁজে পেলে না।

হেম। আচ্ছা বাবা, তোমার কি রকম মনে হয়? তারা এখন কি অবস্থায় আছে? বেঁচে আছে কি?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, বেঁচে আছে। তবে—তুমি আমি যে অবস্থায় আছি, তারাও বোধ হয় সেই অবস্থায় আছে। [হেমের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন]

হেম। না বাবা! তুমি শুয়ো না, তা হ'লে ঘুমিয়ে পড়্‌বে, আর আমি বড় ভয় পাবো।

সন্ন্যাসী। ভয় কি মা! এখনও সূর্য্যাস্ত হয়নি। একটু বিশ্রাম ক'রে একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো।

হেম। বড় বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে! বাবা! তুমি ঘুমিও না।

সন্ন্যাসী। বলেছি তো মা, ঐ বিদ্যুৎই তোমার স্বামীর হাসি। তুমি তাঁকে ডাক না ব'লেই তো তিনি তোমাকে ঐরূপ বিদ্রূপ কর্‌ছেন।

হেম। আচ্ছা, আমি ডাকৃছি ; তুমি কিন্তু ঘুমিও না।

গীত।

কেন কালো। মেঘের আড়ে চুপ্‌টী ক'রে মুখটী ঢেকে ?
নেমে এস সাজিয়ে তোমায় রাখ্‌বো সদা বুকে বুকে ॥
লজ্জা কি হে কালো ব'লে, কালোয় কালোয় ভাল মেলে,
তুমিও কালো আমিও কালো, আছি ধূলো-কালি গায়ে মেখে।
আমার আত্মবন্ধু নাইকো হেথা, এস—করবে না কেউ রসিকতা,
তুমি কাণে কাণে কইলে কথা শুন্‌বে না কেউ আড়াল থেকে ॥

তাই তো, বাবা যে ঘুমিয়ে পড়্‌লো! থাক্, এখন জাগাবো না—একটু ঘুমুক্। আহা, সারাদিন পথ চ'লে বড়ই কষ্ট হয়েছে।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমার সাধ হয় হে জাগ্‌বো বাসর,
তোমায় আমায় কাজ কি দোসর,
দোষের মধ্যে ঘুমিয়ে যাবো সন্ধ্যা হ'লে আঁধার দেখে।

অনুচরদ্বয়সহ আরণ সর্দ্দারের প্রবেশ।

আরণ। আরে ছুঁড়ি! উঠ্,—হামাদের সাথ্ চল্।

হেম। [সভয়ে] কেন? কে তোমরা? তোমাদের সঙ্গে কোথায় যাবো ?

আরণ। এতো খবর হামি বোল্‌বে না ; তু যাবে কি না বোল ?

হেম। না—আমি যাবো না। কেন যাবো ?

আরণ। বাত্‌সে না যাবে তো জোর করিয়ে লিয়ে যাবে। উঠ্, চল্—[সজোরে হস্তধারণ]

হেম। ছাড়—ছাড়, গোল ক'রো না, আমার বাবার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের কি হবে?

আরণ। রোজগার হোবে,—তুকে বিক্‌রি কর্‌লে বহুৎ রোজগার হোবে। তু যদি না যাবে, হাম্‌রা তুহার বাপ্‌কে খুন কর্‌বে—খুন কর্‌বে।

হেম। মার্‌বে? না—না মেরো না। চল, আমি যাচ্ছি। বাবা! আমি চল্লুম। তোমায় জাগাবো না; কেন না, তুমি এখনই আমায় বল্‌ছিলে যে, আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌লে তুমি লোকালয়ে যেতে পার্‌বে না,—বনে থাক্‌লেও এই রকম বিপদ তোমার মাথার চারি দিকে ঘুরে বেড়াবে। বাবা! আমি তোমায় ব'লে যেতে পার্‌লেম না—তুমি আমার অপরাধ নিও না!

[হেমকে লইয়া ব্যাধগণের প্রস্থানোদ্যোগ]

সন্ন্যাসী। [সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া] মা! মা! দেখ্‌ তো, আমার মাথায় কি কাম্‌ড়ালো! [এদিক ওদিক চাহিয়া] কৈ—কোথায় তুই? হেম! হেম! [ব্যাধগণকে দেখিয়া] একি! কে তোরা আমার কন্যাকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যাচ্ছিস্‌? ছেড়ে দে—

আরণ। আরে থাম্‌ রে বুঢ্‌ঢা! জাস্তি বাৎ-চিৎ কর্‌বি তো দেখ্‌ হাতিয়ার, তুহার ছাতিমে বিধ্‌বে!

সন্ন্যাসী। কি! আমি সহজ দেহে দেখ্‌বো, আর তোরা আমার প্রাণপাখীকে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবি? এত আশা! আয়—সাধ্য থাকে, আমাকে হত্যা ক'রে সে আশা পূর্ণ কর্‌। [অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন।]

আরণ। [বাধা দিয়া] তব্‌ তেরা দানা পিনা ফুরিয়েছে।

[সন্ন্যাসীকে আক্রমণ]

হেম। [দূর হইতে আর্ত্তস্বরে] বাবা! বাবা! বিপদ ক'রো না। তুমি এদের সঙ্গে পার্‌বে না, আমাকে নিয়ে যেতে দাও; ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় যেখানে ইচ্ছে নিয়ে চল, আমার বাবাকে ছেড়ে দাও। বাবা! বাবা! ক্ষান্ত হও, আমি চোখের সাম্‌নে তোমায় মর্‌তে দেখ্‌তে পার্‌বো না।

সন্ন্যাসী। [যুদ্ধ করিতে করিতে] আমিও যে আমার চোখ থাক্‌তে, প্রাণ থাক্‌তে, দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাক্‌তে, তোকে নিয়ে যেতে দেখ্‌তে পারিনে মা!

হেম। দস্যু! দস্যু! তবে তোমরা একটু দয়া কর; আমাকে এখান থেকে দূরে নিয়ে চল।

[সন্ন্যাসী ভূপতিত হইলেন]

আরণ। বাস্—যানে দেও,—জান মাৎ লেও।

[হেমকে লইয়া দস্যুগণের প্রস্থান।

সন্ন্যাসী। [বেদনাপ্লুতস্বরে] পার্‌লেম না মা! তোকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌লেম না। তোর স্বামীকে ডাক্—কেঁদে কেঁদে প্রাণপণে ডাক্! জগদীশ! বালিকাকে দেখো---

একলব্যের প্রবেশ।

একলব্য। [স্বগত] কে যেন কাঁদ্‌ছে নয়? কৈ—কাকেও তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে? এই যে! এখানে কে একটা প'ড়ে রয়েছে! একি! এর সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষত-বিক্ষত! স্থানে স্থানে এখনো রক্ত ঝর্‌ছে! আহা—হা! কে এর এমন দুর্দ্দশা কর্‌লে? প্রাণ আছে তো? দেখি—দেখি! [নিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া] আছে—আছে! জল! জল চাই যে! [সহসা সন্ন্যাসী আনীত জলপাত্র দেখিয়া]

একি! কে আন্‌লে? ঈশ্বর! ঈশ্বর! তবে নিশ্চয়ই বাঁচ্‌বে! [সন্ন্যাসীর মুখে ও মস্তকে জলসিঞ্চন] এইবার তাকিয়েছে—আর ভয় নেই। [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ গা! জল খাবে?

সন্ন্যাসী। না।

একলব্য। আচ্ছা, তুমি কি একটু ভাল হয়েছ?

সন্ন্যাসী। [মৃদুকণ্ঠে] না হওয়াই ভাল ছিল।

একলব্য। আমি যদি তোমায় ধ'রে তুলি, তা হ'লে কি তোমার কষ্ট হবে?

সন্ন্যাসী। কেন, তোল্‌বার দরকার?

একলব্য। তা হ'লে আমি তোমাকে ঘরে নিয়ে যাই।

সন্ন্যাসী। আমি যাবো না। কে তুমি?

একলব্য। যেই হই, ভয় নেই। রাত হ'য়ে আস্‌ছে, তুমি আমাদের ঘরে চল।

সন্ন্যাসী। আমি কোথাও যাবো না।

একলব্য। যাবে না? তবে বাঘ ভালুকে খেয়ে ফেল্‌বে যে!

সন্ন্যাসী। সে ভাবনা তোমার নেই। আমি বেশ জানি, আজ রাত্রে তাদের ক্ষুধা হবে না।

একলব্য। কি রকম লোক হে? আমি তোমায় জল দিয়ে বাঁচালেম, আর তুমি আমার একটা কথা রাখ্‌লে না।

সন্ন্যাসী। আমাকে কৃতঘ্ন বল্‌তে চাও? কে তুমি? একটু কাছে এসো তো, ভাল ক'রে দেখি। [একলব্যকে নিরীক্ষণ]

একলব্য। কি রকম দেখ্‌লে?

সন্ন্যাসী। দেখ্‌লেম, তুমি তাদেরই মত একজন, যারা আমার এই আসন্ন দশা করেছে।

একলব্য। তারা কি আমারই মত?

সন্ন্যাসী। প্রায় তাই বটে! তবে তাদের দীর্ঘ শ্মশ্রু আছে, তোমার নেই; তারা বিভীষণ, তুমি প্রিয়দর্শন। তাদের ভাষায় গর্জ্জন আছে, তোমার শুধু তা নেই, বরং গুঞ্জন আছে।

একলব্য। তাতে তোমার সন্দেহ হয়?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, একটু হয় বৈ কি।

একলব্য। কারণ?

সন্ন্যাসী। তোমার জাতীয় স্বভাব।

একলব্য। স্বীকার করি, আমার জাতীয় স্বভাব খলতা; কিন্তু মহাশয়! তোমারও তো একটা জাতি আছে; তার মধ্যে কি এক-জনও খল নেই?

সন্ন্যাসী। আছে; একজন কেন, এমন অনেক জন আছে।

একলব্য। তা হ'লে তুমিও স্বীকার কর, যে তুমিও খল—তুমিও শঠ—তুমিও হিংসুক।

সন্ন্যাসী। চিনতে পারিনি যুবক! তুমি আমায় ক্ষমা কর—আমি পরাস্ত।

একলব্য। অমন কথা ব'লো না; তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়।

সন্ন্যাসী। আমি প্রস্তুত; চল, কোথায় নিয়ে যাবে। এবার বেশ বুঝতে পেরেছি যে, বনের মধ্যেও মানুষ থাকে, আবার লোকা-লয়েও অনেক পশু থাকে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্রোণাচার্য্যের কুটীর।

গোপী ও কৃপী।

গোপী। না, বামুন ঠাক্‌রুণ! আজ দাম দিতেই হবে।

কৃপী। তোমায় মিনতি কর্‌ছি ভাই, আজকের মত ফেরো।

গোপী। তা, আজ আর ফির্‌তে পার্‌বো না; আজ আমার খরচের বড় টানাটানি।

কৃপী। থাক্‌লে তোমায় ভাঁড়াতুম না। সেদিন ছিল, আমরা নিজে না খেয়েও আতপ চাল কটী তোমায় দিয়েছিলুম—তাও জান তো? আজ আর তাও নেই।

গোপী। রোজই তো নেই নেই ব'লে ফিরিয়ে দিচ্ছ; কবে যে তোমার থাকে, তা জানিনে।

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্বত্থামা। মা! মা! ক্ষিদে পেয়েছে।

কৃপী। ক্ষিদে পেয়েছে—আমার খা, সকল আপদ চুকে যাক্! রাতদিন ক্ষিদে আর ক্ষিদে! এমন রাক্ষুসে খিদে তো কোথাও দেখিনি। এই এখুনি যে খেয়ে গেলি!

অশ্বত্থামা। সে তো অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল। শিগ্‌গির দাও, আমার পেট জ্ব'লে গেল।

কৃপী: [অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] ঐখানে ফল রয়েছে, খাও।

অশ্বত্থামা। ফলই যদি খাবো, তবে তোমার কাছে আস্‌বো কেন?

তা হ'লে তো গাছ থেকে অনেক পেড়ে নিয়ে খেতে পারতুম ; কেন, দুধ নেই ?

কৃপী। না বাবা, দুধ নেই ; এখনকার মত ফল খেয়ে থাকো।

অশ্বত্থামা। হ্যাঁ—বেশ ! এখন আমার দুধ খেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে, ফল খাবো কি রকম ? সবাই দুধ খাচ্ছে, আর আমি ফল খাবো বৈ কি ! এঁ্যা ! [ক্রন্দনের উপক্রম]

কৃপী। তবে কাল্‌কের বাসি দুধ আছে, খাবি কি ?

অশ্বত্থামা। দাও, তাই খাবো। [কৃপী কর্ত্তৃক পিষ্টোদক দান] এই দেখ মাসি ! সেদিন বল্‌ছিলে না আমি পিঠুলিগোলা খাই,— এই দেখ দুধ।

[গোপীকে দেখাইয়া দ্রুত প্রস্থান।

কৃপী। [উচ্চৈঃস্বরে] এইখানে ব'সে খেয়ে যা।

গোপী। দাও না ঠাক্‌রুণ ! বড় দেরী হ'চ্ছে ! আমার বেলা যায় যে !

কৃপী। কি কর্‌বো দিদি ! তুমি যদি ইচ্ছে ক'রে দেরী কর।

গোপী। দেরী আমি কচ্চি না তুমি করাচ্ছ ? আমার পাওনা ফেলে দিলেই তো চ'লে যাই।

কৃপী। আর কতবার বল্‌বো ? আজ আমার নেই।

গোপী। তবে তুমি দেবে না ? আমি বামুণঠাকুরকে বলিগে।

কৃপী। না লক্ষ্মী ! ঠাকুরকে এ কথা ব'লো না। আমি তো তোমায় দেবো না বল্‌ছিনে।

দ্রোণের প্রবেশ।

দ্রোণ। কিসের কথা কৃপী ! দুগ্ধব্যবসায়িনী গোপাঙ্গনার সহিত

দরিদ্র ব্রাহ্মণপত্নীর কিসের কথা? আর সে কথা এমন কি গোপনীয় যে, আমার কাছে তা প্রকাশ কর্‌বে না।

গোপী। কথা আবার কি ঠাকুর! তোমার ছেলে দুধ খেয়েছে, দাম দাও।

দ্রোণ। আমার ছেলে তোমার দুধ খেয়েছে? কৈ, আমি তো কিছুই জানি না।

গোপী। জান না? না জান, ঐ তোমার সাম্‌নেই বাম্‌নী দাঁড়িয়ে আছে, জিগ্‌গেস্ কর না—দিইছি কি না!

দ্রোণ। আমি অবিশ্বাস বা অস্বীকার কর্‌ছি না। তবে জান্‌তে চাই যে, তুমি আমাব এমন কি সঙ্গতি দেখ্‌লে যে, আমায় না জানিয়ে আমার পুত্রকে দুগ্ধ দিয়ে তার প্রাপ্য মূল্য রেখে গেলে?

গোপী। চার চাল বেঁধে ঘরকন্না ক'চ্ছো, তোমার যে এক কড়া পুঁজি নেই, এ তো আমার বুদ্ধিতে যোগায়নি বাপু! দুটো নয়, পাঁচটা নয়, একটা ছেলে; তাকে যদি এক ফোঁটা দুধ কিনে খাওয়াবার ক্ষ্যামতা নেই, তবে বিয়ে করেছিলে কেন ঠাকুর?

দ্রোণ। ভুল করেছি গোপী, ভুল করেছি। জন্মে একবার এই একটা এমন ভুল করেছি, যার ফলে অহোরহঃ যন্ত্রণা ও অনুতাপ ভোগ কর্‌ছি।

গোপী। নিজে ভুগ্‌ছো ভোগো, আমাকে আর ভোগাও কেন?

দ্রোণ। তোমায় তো পূর্ব্বেই বলেছি—ধর্ম্ম যার বৃত্তি, ভিক্ষা যার উপজীবিকা, কুটীর যার আশ্রয়, পত্র যার পান-পাত্র, তার এমন কি সম্বল আছে, যা দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পারে? ব্রাহ্মণের সম্বল একমাত্র আশীর্ব্বাদ; তাই যদি তুমি মূল্য ব'লে গ্রহণ কর, তবে আমি বল্‌ছি—তুমি আমার পুত্রকে দুগ্ধ দান ক'রে তার জননীর

কার্য্য করেছ। তোমার ঋণ অপরিশোধনীয়, অতএব আমি তোমাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমার সর্ব্বদা কল্যাণ হবে।

গোপী। রেখে দাও তোমার আশীর্ব্বাদ; কেবল কতকগুলো আড়ম্বোরি কথা! শুধু কথায় তো পেট ভরে না ঠাকুর!

দ্রোণ। তাই বটে! এক দিন ব্রাহ্মণের যে আশীর্ব্বাদ দেবতার বরের মত দুর্লভ ছিল, আজ তাহা অর্থহীন বিকারীর প্রমত্ত প্রলাপ। ঐহিকের সুখলিপ্সু মনুষ্যসমাজ সদা রত অর্থের চিন্তায়। ভাবে মনে—জগতের যত কিছু শুভাশুভ সুখ-দুঃখ আছে, সমুদায় অর্থের আয়ত্ব। চেয়ে দেখ, চারিদিকে কি ক্ষত্র, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেই সমান চেষ্টায় শুধু অর্থ অর্থ—স্বার্থ স্বার্থ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্রাহ্মণও আজ সেই পথাবলম্বী। ব্রাহ্মণও অর্থের প্রয়াসী। অর্থ-লালসায় ব্রাহ্মণ শূদ্রের দাসত্ব কর্‌ছে—অর্থ-লালসায় ব্রাহ্মণ প্রতিবাক্যে সত্যের অপলাপ কর্‌ছে। যার বাক্যের বর্ণে বর্ণে মিথ্যা, তার আশীর্ব্বাদ সত্য হবে কেন? আর সে আশীর্ব্বাদ লোকেই বা মাথায় নেবে কেন?

গোপী। তবে তোমরা নেহাতই আমার পাওনা কড়ি দেবে না। কিন্তু ব'লে যাচ্ছি ঠাকুর! তখন দোষ দিলে চল্‌বে না। এ আমার নেয্য পাওনা—এর জন্যে আমি রাজার কাছে নালিশ কর্‌বো।

[রাগতভাবে প্রস্থান।

দ্রোণ। ভিখারীর গৃহে যখন অকারণে অপ্রত্যাশিত ঋণ প্রবেশ করেছে, তখন যে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হ'য়ে দণ্ড ভোগ কর্‌তে হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? শোন কৃপি! অদ্যাবধি আর আমি তোমাকে "দেবী" বলে সম্বোধন কর্‌বো না। কেন না, যে গুণের পরিচয় পেয়ে, আর্য্য ঋষিগণ তোমাদিগকে সহধর্ম্মিণী আখ্যায় অলঙ্কৃত ক'রে দেবী

ব'লে সমাদর কর্তেন, সে গুণ তোমরা হারিয়েছ; সুতরাং সে সম্ভাষণেও আর তোমাদের অধিকার নাই।

কৃপী। তুমি শুধু আমারই অন্যায় দেখ, আমারই দোষ দাও; কিন্তু তোমার ছেলের যে কি গুণ, তা দেখেও দেখ না।

দ্রোণ। এ কথায় পক্ষান্তরে আমাকেও দোষভাগী কর্তে চাও। উত্তম; স্বীকার করি, পুত্রের দোষে পিতাও অভিযুক্ত হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে দোষ আমার নয়, দোষ তোমার। বলেছিলাম না তোমায়—অশ্বত্থামার অসম্ভব লোভের আশ্রয় দিও না? তুমি কি সে কথায় কর্ণপাত করেছিলে? বরং আমার সে উপদেশকে উপেক্ষা ক'রে, নিজে মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, আমার অজ্ঞাতসারে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের বিনিময়ে দুগ্ধ ক্রয় ক'রে সন্তানকে সমাদরে পান করিয়েছ। শেষে নিরুপায় হ'য়ে গোপনে ঋণ গ্রহণ কর্তেও কুণ্ঠাবোধ কর নাই। প্রত্যক্ষ কর্‌লে তো? তার ফলে আজ আমাকে ব্রাহ্মণ হ'য়ে শূদ্রাণীর কাছে হীনতা স্বীকার কর্তে হ'লো; আরও যে কত লাঞ্ছনা ভোগ কর্তে হবে, তা ভাব্‌তে পারা যায় না।

কৃপী। বেশ তো, আজ খাবার সময় তুমি তাকে খাইয়ো দেখি; দুধ না পেলে কেমন খায়, তা দেখ্‌বো।

দ্রোণ। এখন আর খাবে না তো! ব্যাঘ্রশাবক যত দিন মাতৃস্তন্য পান করে, তত দিন সে অন্য কিছু চায় না; কিন্তু একবার রক্তের আস্বাদন পেলে আর তার মুখে কিছুই রোচে না!

অশ্বত্থামার পুনঃ প্রবেশ।

অশ্বত্থামা। মা! মা! এ তুমি আমায় কি খেতে দিয়েছ?

এ বুঝি দুধ ? এ তো পিঠুলিগোলা ! এ আমি খাবো না,—দুধ দাও ।
[ভূমিতে পাত্র নিক্ষেপ]

কৃপী । হতভাগা ছেলে ! তবুও দুধ ! [প্রহার করিতে লাগিলেন]

দ্রোণ । ক্ষান্ত হও ; এখন আর প্রহার কর্‌লে কি হবে ? মূল নষ্ট ক'রে পল্লবে জলসিঞ্চন কর্‌লে কি হবে ?

কৃপী । দৌরাত্ম্য যদি সইতে হ'তো, দায়িত্ব যদি নিতে হ'তো, তা হ'লে বুঝ্‌তে, কেন এমন হয় ।

দ্রোণ । এখনি এত অসহ্য ? এখনও যে অনেক বাকী । সবে এই তো দারিদ্র্য-অগ্নির একটা মাত্র স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়েছে ; এতেই যদি যন্ত্রণায় এত অধীর হ'য়ে পড়, তবে যখন রাশি রাশি অগ্নিকণা এসে তোমার প্রতি লোমকূপে প্রবেশ কর্‌বে, তখন কি কর্‌বে ?

কৃপী । হোক্‌,—দুঃখ-দৈন্য অনেকেরই আছে, তা ব'লে মা হ'য়ে ছেলেকে এমন ক'রে ঠকাতে কেউ পারে না । দুধের ছেলের মুখে দুধ বলে পিঠুলিগোলা তুলে দেওয়ার আগে মায়ের আত্মহত্যা করাই উচিত । [প্রস্থানোদ্যোগ]

দ্রোণ । যেও না—যাও কোথা ? দাও—অজিন দাও । আমি চল্‌লাম ; উপজীবিকা সংগ্রহ না ক'রে আর গৃহে ফির্‌বো না । দাও, ভিক্ষাপাত্র দাও ।

কৃপী । ঐখানে আছে, নিতে হয় নাও ; আমি কেন দিতে যাবো ? গৃহীর হাতে ভিক্ষাপাত্র দেওয়া গৃহস্থালী নয় যে, আমাকে তাই কর্‌তে হবে ।

দ্রোণ । না, তা হবে কেন ? কেবল স্থালীর কার্য্যটাই গৃহস্থালী —কি বল ?

কৃপী । মিছে কি ! তোমার যে অন্যায় ব্যবস্থা । গৃহিণী নিয়ত

কায়মনে লক্ষ্মীর কামনা কর্‌বে, অথচ প্রতিদিন গৃহীর হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দেবে!

দ্রোণ। গৃহিণী বল্‌তে গৃহলক্ষ্মী বুঝায়। তুমি তো সেরূপ গৃহিণী নও, তুমি যদি আমার গৃহলক্ষ্মীই হবে, আমি তবে ভিক্ষুক কেন? ভিক্ষুকের গৃহে লক্ষ্মী সে, যে ভিক্ষাপাত্রকে তুচ্ছ ব'লে অবহেলা ক'রে আদর করতে জানে। ছিন্ন কন্থাকে ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ কর্‌লে, দরিদ্রের তুলা-শয্যার আয়োজন হয় না, বরং কন্থার অভাবে দ্বিগুণ কষ্টেই কাল কাটাতে হয়।

কৃপী। তা যাই হোক্, সে রকম গিন্নীপনা ক'রে আমি অলক্ষণকে ডেকে আন্‌তে পার্‌বো না।

[প্রস্থান।

দ্রোণ। তা আমি জানি। যেটা জগতের আদর্শ মঙ্গল, সেটা তোমার চক্ষে অমঙ্গল,—যাতে শান্তি, তাতেই তোমার অসন্তোষ; এ বৈলক্ষণ্য শুধু সময়ের বৈগুণ্যে। সেদিন চ'লে গেছে, যেদিন পতি-পত্নী একাসনে একমনে কেবল ধর্ম্মসেবাই কর্‌তো—পুত্র পিতারই অনুবর্ত্তী হ'তো—ধনী দরিদ্রপালনেই সুখানুভব কর্‌তো। এখন এমন দিন এসেছে, যে দিনে অবস্থাহীন হ'লে, স্ত্রী স্বামীর গৃহকে কারাগৃহ মনে করে—পুত্র পিতাকে পিতা বল্‌তে ঘৃণাবোধ করে—অর্থবান্ প্রার্থীকে দেখ্‌লে মুখ বক্র করে—হস্ত সঙ্কুচিত করে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজসভা।

মহারাজ দ্রুপদ ও মন্ত্রী সমাসীন : একলব্য প্রভৃতি ব্যাধগণ, সদানন্দ, শঙ্করসিংহ, বয়স্য প্রভৃতি সকলে দণ্ডায়মান।

স্তুতিগায়কগণ।—

গীত।

হে পাঞ্চাল-পালক, পাতকী শাসক,
দুঃখিত তারক দুরিত পাথারে।
হে মহানুভব, হে মহিমার্ণব,
তোমারি গৌরব উদিত শিখরে॥
পরহিতপর প্রবল পরতাপ,
পুলকে নরকাশি নাশ, হে পর-তাপ,
হে পরন্তপ, প্রবর পৃথীপ,
পূজ্য-পূজনীয় রাজন্য মাঝারে।
ধন্য ধন্য হে আমরা প্রজা তব,
ধন্য বহি বায় তোমারি সৌরভ,
তোমারি প্রভাবে অভাবের অভাব
জয়তু জীবতু হে দীর্ঘকাল তরে॥

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী! কৈ সেই দুর্বিনীত ব্যাধ-বালক?

মন্ত্রী। এই যে মহারাজ' আপনার সম্মুখেই উপস্থিত। একলব্য! মহারাজ কি আদেশ করেন—শোন।

একলব্য। [রাজাকে অভিবাদন করিল]

রাজা। তোমারই নাম একলব্য?

একলব্য। হ্যাঁ রাজা!

রাজা। তোমাকে বার বার সভায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল, আসনি কেন?

একলব্য। আমার বাবা তো কখনও তোমার সভায় আসেনি রাজা!

শঙ্কর। রাজার আহ্বান, রাজদর্শন—এ সৌভাগ্য যদি তোমার বাবার না হ'য়ে থাকে, তাই ব'লে তুমি সে সৌভাগ্য তুচ্ছ ক'রে রাজসভার অমর্য্যাদা করলে কেন?

সদানন্দ। হ'তে পারে শঙ্কর! এ সৌভাগ্য তোমার আমার পক্ষে; কিন্তু যে আজন্ম বনচারী, তার কাছে এই আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভা কতকটা কারাগৃহের মত আশঙ্কার স্থল।

মন্ত্রী। তোমার পিতা চিরদিনই রাজার বাধ্য ছিলেন; সর্ব্বদাই রাজাজ্ঞা মেনে চল্‌তেন, তাই তার এখানে আসার প্রয়োজন হয়নি।

একলব্য। আমিই বা কবে আর কিসে রাজার অবাধ্য হয়েছি?

মন্ত্রী। তুমি কি কোন সন্ন্যাসীকে আশ্রয় দিয়েছ?

একলব্য। হ্যাঁ দিইচি।

মন্ত্রী। সে পলায়িত রাজদ্রোহী; তাকে আশ্রয় দিয়ে তুমি বিদ্রোহের প্রশ্রয় দিয়েছ,—সুতরাং তুমিও এখন রাজার চক্ষে শত্রু।

একলব্য। প্রজাকে রক্ষা করাই রাজার কাজ, আমি তো এই জানি; তাই তাঁর রাজ্যে তাঁরই একজন প্রজা দস্যুর আঘাতে মরতে

যাচ্ছিল, আমি তাকে বাঁচিয়েছি। এতে যে রাজার শত্রুতা করা হয়, তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি মন্ত্রী মশায় !

শঙ্কর। প্রজা হ'লেও সে বিদ্রোহী।

একলব্য। সেটা আমার জানা ছিল না।

বয়স্য। কেন বাপু! যখন ঢ্যাঁড়রা দেওয়া হয়েছিল, তখন কি কাণে তালা লাগিয়ে ছিলে ? চাবি খুঁজে পাওনি ? বাকি মাথাটা পেটের ভিতর গুটিয়ে কচ্ছপ হয়েছিলে ?

একলব্য। বেশ, সে যদি রাজার শত্রুই হয়, তবে সে ম'রে গেলে রাজা তাকে কি সাজা দিতেন ?

মন্ত্রী। সে কথা স্বতন্ত্র। এখন তুমি তাকে রাজদ্বারে সমর্পণ কর।

একলব্য। তা আমি পারবো না।

রাজা। পারবে না ?

একলব্য। না রাজা! এতদিন যাকে ঘরে পুষে রেখেছি, তাকে বলি দেবার জন্য আমি তোমার খর্পরে পৌঁছে দিতে পারবো না। তবে সে যখন নিজের ইচ্ছায় আমার ঘর ছেড়ে চ'লে যাবে, তখন তুমি তাকে ধ'রে এনে যা ইচ্ছে হয় ক'রো।

রাজা। আমার ইচ্ছা, আমি তাকে আজই পশুর মত বলি দেবো তুমি নিয়ে আস্‌বে কি না ?

একলব্য। না।

রাজা। শঙ্কর! এই উন্মাদটাকে বন্ধন কর।

জনৈক ব্যাধ। রেজা! রেজা! উয়ার কসুর মাপ্ কর্। তু উকে বাঁধিস্ না; উ তো ছেলিয়া মানুষ—একটুকু গোঁয়ার আছে। বোরঞ্চ উয়ার যো মা, সে বড় বেচারি আছে। উ তো তুয়ার বাড়ী

কুচ্ছুতে আস্‌বেক্ না ; উয়ার মা ভুঁইয়ে ভুঁইয়ে বোল্‌কে গালি দেকে হামাদের সাথ পাঠিয়েছে। গোঁসা করিস্‌নে রেজা! উহার বাপ নেই—তু উয়ার বাপ।

রাজা। একলব্য! বৃদ্ধের অনুরোধে এবার তোমাকে ক্ষমা করা গেল; কিন্তু আজ হ'তে আমি তোমায় বনরাজ্যের অধিকারচ্যুত কর্‌লাম। সেখানকার শাসনভার আমার যাকে ইচ্ছা হয় প্রদান কর্‌বো।

একলব্য। সে ভার বোধ হয় এক আরণ ভিন্ন অন্য কেউ নিতে স্বীকার করবে না। তা হ'লে রাজাকে একটা কথা ব'লে যাই যে, আরণকে রাজা কর্‌বার শক্তি রাজার নেই।

রাজা। কি মত্ত পশু! এত সাহস? রাজশক্তিকে ভয় দেখাস্!

সদানন্দ। ভয়প্রদর্শন নয় মহারাজ! বরং কথাটা একটু ভাব্‌বার বটে।

শঙ্কর। কাজে কাজেই। নিজের চোখে নীলবর্ণ কাচ দিয়ে রেখেছ, তাই সকলকেই নীলবর্ণ দেখ্‌ছ। তোমার প্রাণে অহোরহঃ ভাবের ঢেউ উঠ্‌ছে ব'লে একটা বন্য ব্যাধের ভাষাতেও ভাবমাখান? আহা, কি ভাবুক!

সদানন্দ। স্থির হও, তোমাকে কোন কথা বলা হয়নি।

রাজা। বিবাদের প্রয়োজন কি সদানন্দ! তুমিই না হয় বুঝিয়ে বল।

সদানন্দ। যার রাজা হবার যোগ্যতা নেই, তাকে আপনি রাজা কর্‌বেন কিরূপে মহারাজ?

রাজা। তার যোগ্যতা থাক্ বা না থাক্, আমি আরণকে শাসনভার দিলাম।

ব্যাধ। মাপ্ কর্ রেজা! আরণ সর্দ্দারের হুকুম হামরা মান্‌বে না। তু যদি উয়াকে সর্‌দাবি দিবি, তব তুয়ার রাজ্যিতে হামরা বাসা কর্‌বে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! আরণ যে অভিযুক্ত; আরণই তো সেই ধাতৃকন্যাকে গোপনে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে।

জনৈক ব্যাধ। হাঁ—হাঁ! বঠে—বঠে! হাম্‌রা সব দেখিয়েছে। সর্‌দার একঠো লেড়কীকো ঘরমে আটক রেখিয়েছে। উয়ারে বিক্‌রি কর্‌নেকো মোৎলোব আছে।

আরণ। না—না রেজা! হামি কেনে আটক রাখ্‌বে? বহুত রোজ আগারি তুয়ার [সদানন্দকে দেখাইয়া] এই রেজা বেটা শিকার ঢুঁড়্‌তে গিয়ে ছুঁড়িটাকে লিয়ে গেল যে!

ব্যাধগণ। ঝুট্—ঝুট্! বিলকুল ঝুট্!

আরণ। দোহাই ধরম—দোহাই রেজা! তু বিচার কর্। হামি একলা নেই—সুবোল দেখিয়েছে। বোল্ তো সুবোল, রেজাকো জল্‌দি বোল্।

সুবল। হাঁ রাজা! ইনিই বটে। আমি আর আরণ কত নিষেধ কর্‌লুম, কত আপত্তি কর্‌লুম—ইনি কিছুতেই শুন্‌লেন না; বল্‌লেন—আমি রাজার ভাইপো; রাজার হুকুম আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

রাজা। সদানন্দ! এ সব কি শুন্‌ছি? এ কথা কি সত্য?

সদানন্দ। সত্য কোথায় মহারাজ! সত্য যে এ রাজ্য হ'তে বহু পূর্ব্বে বিতাড়িত হয়েছে। যে মিথ্যাকে গোপন কর্‌বার জন্য সত্যাশ্রিতের শিরশ্ছেদের আয়োজন, সেই মিথ্যাই তাকে কৌশলে গোপন ক'রে রেখেছে।

রাজা। থাক্—বুঝেছি; তুমি নিস্তব্ধ হও।

মন্ত্রী। মহারাজ! সুবল উৎকোচ গ্রহণ ক'রে বা অন্য কোন প্রলোভনের বশে মিথ্যা বল্‌তেও পারে তো?

রাজা। তুমি জান না মন্ত্রী! এ সব প্রজারা কখন মিথ্যা বল্‌তে জানে না। সদানন্দ! দোষ থাকে ক্ষমা চাও,'আমি তোমাকে সরলচিত্তে ক্ষমা কর্‌বো। বল, সেই অপরাধীর কন্যাকে কোথায় কি ভাবে রেখেছ?

দ্রুতপদে মুক্তার প্রবেশ।

মুক্তা। অন্য কোথাও নয় মহারাজ! নগরমধ্যস্থ বেশ্যাপল্লীতে ময়নার বাড়ীতে। উনি না বলুন, আমি বল্‌ছি,—যদি কোন হত-ভাগিনীকে উনি আশ্রয় দিয়ে থাকেন, তবে আর কাকেও নয়—আমাকে।

ব্যাধগণ। নেই—নেই রেজা! এ কোন্ ছুঁড়ি আছে?

মুক্তা। মহারাজ! পিতা আপনি। আমি সত্য বল্‌ছি, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের একমাত্র আশ্রিতা আমি।

বেগে ময়নার প্রবেশ।

ময়না। না—না, মহারাজ! এ মেয়ে আমার পালিতা। [মুক্তার প্রতি] মর্ পোড়ারমুখী! এত বড় একটা রাজার ছেলে, তার একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছিস্? চ' তুই বাড়ি, আজ তোর সঙ্গে আমার বোঝা-পাড়া। মহারাজ! আপনি ওর কথা শুন্‌বেন না; রাজপুত্র নিষ্কলঙ্ক। চোক্‌খাগী হয় তো কোন দিন ওঁকে কোথাও দেখে মজাতে না পেরে, প্রতিশোধ নেবার জন্যে এ ফাঁদ পেতেছে।

রাজা। সদানন্দ! এ আবার কি শুন্‌ছি?

সদানন্দ। চক্রান্তের ফেরে রাত্রিকে দিবামান ব'লে যে স্বীকার ক'রে নিয়েছে মহারাজ, সে একটা সামান্য কুজ্ঝটিকা দেখে সূর্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করবে কেন?

রাজা। হতভাগ্য! কুলাঙ্গার! করেছিস্ কি? আমার মাথাটা একেবারে নীচু ক'রে দিয়েছিস্? আর আমার তেমন স্বর্গ-প্রতিমা কুললক্ষ্মীকে আমার অজ্ঞাতসারে অশ্রুর অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়েছিস্? নিজের সুনাম সুখ্যাতি চিরদিনের মত কলঙ্ক-সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিস? বর্ব্বর! তুই কি করেছিস্? আচ্ছা, তোর উচিত মত শাস্তি বিধান কচ্ছি। কারাধ্যক্ষ!

কারাধ্যক্ষ্যের প্রবেশ।

রাজা। অপরাধীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে কারাগারে ল'য়ে যাও। সদানন্দ! তোমার নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আপাততঃ এই ব্যবস্থা।

[কারারক্ষী সদানন্দকে বন্ধন করিল]

সদানন্দ। রাজ্যেশ্বরের মঙ্গল হোক্।

[কারারক্ষী সহ প্রস্থান।

মুক্তা। মহারাজ! তবে ঐ সঙ্গে আমারও কারাবাসের আদেশ দিন।

শঙ্কর। বলি, কারাগার তো তোমার কৌতুক-কক্ষ নয়—সেখানে আমোদ-প্রমোদের কোন বন্দোবস্তও নেই; সুতরাং সেখানে গিয়ে কোন সুবিধা করতে পারবে না।

বয়স্য। ওঁদের পদধূলি পড়লে, কারাগার কেন গভীর অরণ্যও কুঞ্জ-কানন হয়।

মুক্তা। মহারাজ !

রাজা। তুমি তো গণিকা,--তোমার কি দোষ ?

মুক্তা। গণিকা বটে ; কিন্তু এত দিন ছিলাম না ; আজ তা হয়েছি,—কারণ প্রকাশ্য রাজসভায় দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মত কথা কয়েছি।

বয়স্য। শোন হে !

চড়ায় প'ড়ে মালিনী আমার হ'লেন গঙ্গাবাসী।
আজন্ম ছেলে খেয়ে পুৎনা রাঁড়ী মাসী॥

শঙ্কর। তোমরা যে স্বেচ্ছাচারিণী গো ! তোমাদের সাত খুণ মাফ !

মুক্তা। স্বেচ্ছাচার কি অপরাধ নয় মহারাজ ? যার স্বেচ্ছাচারে সধবা স্বামীসুখে বঞ্চিতা হয়, কুবের তুল্য ধনী পথের ভিখারী হয়, সোনার সংসার ছারখার হ'য়ে যায়, সমাজভিত্তি শিথিল হ'য়ে পড়ে, তার স্বেচ্ছাচার কি রাজার দণ্ডাধীন নয় ? একটা তস্কর সারা রাত্রি পরিশ্রম ক'রে যে পরিমাণ অর্থ অপহরণ কর্‌তে না পারে, আমি এক লহমায় তার দ্বিগুণ আত্মসাৎ কর্‌তে পারি। একজন বিদ্রোহীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে যতখানি অশ্রুপাত হয়, আমি বিনা রক্তপাতে ততোধিক অশ্রুতে ধরাতল সিক্ত কর্‌তে পারি। অপরাধ আমার না থাকে, অপরাধী আমার নয়ন, মন, রূপ-যৌবন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব। এরা যতদিন স্বাধীন অসংযত থাক্‌বে, ততদিন আপনার কোন প্রজাই নিরাপদ নয়। তাই বল্‌ছি মহারাজ ! আমাকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করুন—আমাকে শাস্তি দিয়ে প্রজার সুখ-শান্তি রক্ষা করুন।

ময়না। মহারাজ ! আপনার অনুমতি হ'লে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে ঘরে যাই।

মুক্তা। দয়া হ'লো না মহারাজ! এত দুর্ব্বল আপনি! প্রকৃত অপরাধ জেনেও আমায় দণ্ড দিচ্ছেন না! তবে প্রত্যক্ষ করুন, এই লম্পট-শিরোমণি শঙ্করসিংহের জিহ্বাটা কর্ত্তন ক'রে সকলকে দেখাই—তাতে কতখানি তীব্র বিষ আছে। [ছুরিকা বাহির করিয়া কাটিতে উদ্যোগ]

শঙ্কর। সাবধান পাপিনি! [অসি নিষ্কাসন]

রাজা। ওরে, কে আছিস্! শীঘ্র এই ব্যাপিকা বেশ্যাটাকে কারাগারে নিক্ষেপ কর্।

দ্রুতপদে রক্ষীর প্রবেশ ও মুক্তাকে বন্ধন।

মুক্তা। মহারাজের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়া হোক্।

[রক্ষীসহ প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী! শিখণ্ডীকে সংবাদ দেওয়া হোক্, সেই সদানন্দের স্থান পূর্ণ করবে। আর সেই সন্ন্যাসীকে তার কন্যাসহ ধৃত কর্বার জন্য নূতন উদ্যমে বিশিষ্ট বিশিষ্ট চর নিযুক্ত করা হোক্।

[সকলের জয়ধ্বনি ও প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজপথ।

ভীলুক ও ময়না।

গীত।

ভীলুক। ছলে ভরা নয়না দুটো কেন ময়না ছল্-ছল্?

ওগো আজ আবার কি হল?

ময়না। হরিষে বিষাদ আমার প্রাণ বড় চঞ্চল,

আমার মন বড় চঞ্চল॥

ভীলুক। তোমার প্রাণ কোন্ কালে অচল?

সে যে, রামার পানে, শ্যামার পানে সদাই চলাচল;—

ময়না। আঁচলভরা মুক্তো আমার হারিয়ে গেল,

হয় কি বল?

ভীলুক। তবে আর যেন না ঘটে গেরো,

ভাল ক'রে বাঁধ গেরো,

গাঁটছড়াটা তোমায় আমায়—

আমায় নিয়ে ঘরে চল্॥

[উভয়ের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য।

আরণের কুটীর।

হেম গাহিতেছিল।

গীত।

সাজাতে আর চাই না কালো! থাক তুমি কালো হ'য়ে।
এমনি ধারা কালিমাখা, চিরকাল কলঙ্ক নিয়ে॥
পার যদি এসো কালো, কালের মত হ'য়ে কালো,
সকল সকাল আমার আলোটা দাও নিভাইয়ে॥

সারীর প্রবেশ।

সারী। ফের যদি কাঁদুনী গা'বি, কি ঘরের বাইরে যাবি, আমি তোর গালে লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দেবো।

হেম। দিদি! মনের দুঃখে যদি একটু কাঁদ্‌তেও না দাও, দিনরাত ঘরের ভিতর আটকে রেখে যদি একটীবার আলোর মুখ দেখ্‌তে না দাও, তবে আমি কেমন ক'রে বাঁচি। দেখ, তোমার মুখ চেয়ে আমি বেঁচে আছি। এখানকার কারো কথা আমি ভাল বুঝ্‌তে পারিনে, মনের বেদনা তোমাকেই জানিয়ে দু' দণ্ড সুখ পাই, তবে তুমিই আমায় গঞ্জনা দিচ্ছ কেন দিদি?

সারী। তোকে বারণ করেছি, তবু জয়ন্তীরাণীর কাছে কেন গিয়েছিলি?

হেম। কি করবো দিদি! আমায় যে তিনি আদর ক'রে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেলেন।

সারী। হ্যাঁ, আর সেদিন একলব্যের পানে বেহায়ার মত অবাক্ হ'য়ে চেয়েছিলি কেন? মেয়ে মানুষ, পুরুষের পানে অমন উঁচু-নজর কেন না? আর যদি কোন দিন এ রকম বেয়াদপি দেখ্‌তে কি শুন্‌তে পাই, আমি নিশ্চয় তোকে ঘরের মধ্যে পচিয়ে মার্‌বো। যা—পুকুর থেকে একটু জল এনে দে।

[নতমুখে হেমের প্রস্থান।

আরণের প্রবেশ।

আরণ। এমোন করিয়ে তু' উয়াকে শাসাস্ কেন রে সারি? তু' জানিয়ে রাখিস, হামার কাছে তুও যেমন আছে, সেও তেমনি আছে।

সারী। শাসন কর্‌তে তুই তো আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিস্।

আরণ। হামি তো মারিয়ে ফেল্‌তে বোলেক নি। তু যদি উয়াকে হামাস। খিট্-খিট্ কর্‌বে, কি টিক্-টিক্ কর্‌বে, কি ফরমাজ খাটাবে, হামি তুয়াকে ভূঁইয়ে পুঁতিয়ে ফেল্‌বে।

বজ্রমুষ্টিতে সুবলের হাত ধরিয়া ও দক্ষিণ হস্তে প্রজ্বলিত অগ্নিশলাকা লইয়া একলব্যের প্রবেশ।

একলব্য। [নেপথ্য হইতে]

হোক্ পাপ যত উচ্চশির
অভ্রভেদী অচলের মত
পাতালের তলস্পর্শী তাহার শিকড়,
সীমাহীন সংখ্যাহীন হোক্ বজ্রদৃঢ়,
তথাপি সুবল!

করুণার প্রবাহের পথে
বালুকার স্তূপ মত ভেঙ্গে ভেসে যায়।

[প্রবেশান্তে সক্রোধে] আরণ সর্দ্দার! ওকি! চম্‌কে উঠ্‌লে যে? তুমি এখনও মরনি, না তোমায় দানা পেয়েছে?

চেয়ে দেখ প্রদীপ্ত এ অনল-শলাকা,
আর এই ঘরবাড়ী সব কাষ্ঠবেড়া,
নিকটেই ঐ দেখ বিস্তীর্ণ শ্মশান—
পুত্রসম আত্মীয় দু'জন
সুবল আর অমি আছি বিদ্যমান,
সারীও নিকটে, সব সমাবেশ।

চিতা প্রস্তুত, শয়ন কর—শয়ন কর সর্দ্দার! আমি যে তোমায় দাহ কর্‌তে এসেছি।

আরণ। [সভয়ে] ওলুক্ষণ ডাকিয়ে আনিস্ কেন রে বেটা! এ তু' কি বোল্‌ছিস্ একোল্? তু' যে হামার জান, হামার যাদু। হামি যে তুকে বুকে করিয়ে মানুষ করিয়েছে।

একলব্য। সেই জন্যই তো আমার বড় সাধ, স্বহস্তে তোমায় দাহ ক'রে জন্মার্জ্জিত সে ঋণ পরিশোধ কর্‌বো।

আরণ। সুবোল! তু' কি খাড়া হোকে তামাসা দেখ্‌ছিস্? বোল্‌না রে, কি হয়েছে।

একলব্য। কি হয়েছে, তাও আবার বল্‌তে হবে? আরণ! সুবলের মুখ দেখে তোমার মনে হ'লো না কি হয়েছে? ছিঃ ছিঃ, বুকে হাত দিয়ে দেখ দেখি—মন তোমার সেখানে সজোরে আঘাত কর্‌ছে কি না? স্থির হ'য়ে অনুভব কর দেখি, মন তোমার চোখ মুখের রক্ত শুষে নিচ্ছে কি না। তবু শুন্‌তে চাও—কি হয়েছে? আমায়

ভূতে ধরেছে! সে ভূত আর কেউ নয়; তুমি যাকে গুপ্তভাবে হত্যা করতে সুবলকে পাঠিয়েছিলে, সেই সন্ন্যাসী ম'রে ভূত হ'য়ে আমার ঘাড়ে চেপেছে—তাই আমি তোমার ঘাড় ভাঙ্গতে এসেছি।

আরণ। সুবোল! বেইমান! [ছুরিকাঘাতে উদ্যত]

একলব্য। [বাধা দিয়া] সাবধান! তার আগে তোমায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবো। ধরা পড়েছে ব'লে সুবোল বেইমান আর তুমি মহাসাধু, নয়?

আরণ। সারি—সারি!

সারী। [উচ্চৈস্বরে] ওগো, তোরা কে কোথায় আছিস গো!

বেগে জয়ন্তীর প্রবেশ ও অগ্নিশলাকা
কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ।

একলব্য। কে—মা? স'রে যাও, স'রে যাও! প্রভুহত্যার প্রতিশোধ নেবো।

জয়ন্তী। পিছে শুধিস্; আগাড়ি উয়ার ধার সব শুধিয়ে দে।

একলব্য। কার ধার, আরণের? কিসের মা?

জয়ন্তী। এতো দিন কার খাইযে মানুষ হোলি? সেটা কি ধার বিনি? ভুলিয়ে গেলি বুঝি?

একলব্য। কি বলছো মা! আমি আরণের খেয়ে মানুষ, না আরণ আমাদের খেয়ে মানুষ? ভুল ক'রো না মা! অন্নটা কার?

জয়ন্তী। তুয়ার বাপের। তবুও সেরদার কেতো কষ্ট করিয়ে নিয়ে দেছে। হামি শুধু ঘরে বৈঠে তুহার মুখে তুলিয়ে দিয়েছে।

একলব্য। খাইয়ে ভাল করনি মা! পাপের দেওয়া কদর্য্য

অন্ন খেয়ে আমার দেহের পবিত্র রক্তটা প'চে পাঁকের মত হ'য়ে গেছে। ইচ্ছে হ'চ্ছে, কেটে বার ক'রে ফেলি।

জয়ন্তী। বাপজান! তু কি খেপা হইয়ে গেলি?

একলব্য। আমি ক্ষেপিনি মা! আরণ আমায় ক্ষেপিয়ে তুলেছে। যাকে দশ ক্রোশ দূর থেকে কত কষ্টে বুকে ক'রে ঘরে এনেছিলেম, যাকে বাঁচাবার জন্য তুমি দিনে আহার করনি, রাত্রে নিদ্রা যাওনি, যার জন্য ঔষধ প্রস্তুত করতে তোমার হাত ক্ষ'য়ে অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে, সেই সাধু বন্ধুকে—[কাঁদিয়া ফেলিল]

আরণ। শুন্ রাণি! তেনাকে মারবার লাগিয়ে হামি না কি সুবোলকে ফুস্‌লিয়ে পাঠিয়েছেল! রাণি! তু' বোল্ তো—বিচার কোর্‌তো, এমন হারামি কাম হামি কোর্‌বে?

জয়ন্তী। না বাপিয়া! সুবোল্ তোকে ঝুটা বোলেছে। সুবোলকে হাহি খুব জানে। উ ছোঁড়াই তো তুয়ার মাথাটী বিগাড়ে দিয়েছে হামি মানা কোর্‌ছি—তু যদি উয়ার সাথ্ মিশ্‌বে, খেল্ কোর্‌বে, কি উয়ার বুলি বোল্‌বে, তব্ তু হামার মাথাটী চিবায়ে খাবে তু হোলি কি বোল্ তো? হামরা যে তুয়ার বুলি আর সমুজ্‌তে পারে না। তু' উয়ার বুলি ছোড়িয়ে দে।

হেমের প্রবেশ।

হেম। দিদি! জল এনেছি।

সারী। [ব্যঙ্গস্বরে] কেতাথ করেছ। এনেছিস্—ঐখানে ঢেলে ফেলে দে। মর্ পোড়ামুখি! জল আন্‌তে গেছেন এ যুগ আর সে যুগ!

একলব্য। এ মেয়েটী কে সারী?

সারী। কে জানে ভাই কোথাকার পাপ। জিগ্যেস্ কর সর্দ্দারকে, কোত্থেকে ধ'রে এনেছে।

জয়ন্তী। হামি জানে। আরণ এই মেইয়াটাকে শিকারসে কুড়ায়ে আন্‌ছে। বোড়ো বেচারি আছে—ঠিক যেন লছ্‌মিটী।

একলব্য। বুঝ্‌তে পেরেছ মা! এ মেয়ে নিশ্চয় সেই সন্নাসীর। [হেমকে] হাঁগা লক্ষ্মী! তোমার পিতা কি সন্ন্যাসী ?

সারী। শোন কথা! এত বড় সোমোত্তো মাগী, তোমার সঙ্গে বেহায়ার মত কথা ক'বে না কি? খবরদার! [হেমের পানে অন্যের অলক্ষে ভ্রূকুটী করিল]

আরণ। আরে বেটা! কোহি যদি রহবে তো, উ পথে বৈঠ্‌কে কওবে কেন?

হেম। হে বারপুরুষ। আপনার অনুমানই সত্য। আমিই সেই সন্ন্যাসীর কন্যা; এরা আমাকে জোর ক'রে বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। আমি আপনার পায়ে ধরি, দয়া ক'রে আমাকে আমার বাবার কাছে পৌঁছে দিন।

একলব্য। আর বাধা দিও না মা! আমায় শাসন কর্‌তে দাও—শোধ নিতে দাও। দেখ্‌তে না পার, ফিরে দাঁড়াও,—চীৎকার শুন্‌তে না পার, কাণে আঙুল দাও,—থাক্‌তে না পার, ঘরের ভিতর যাও; আমি আরণকে হত্যা কর্‌বো। এ শাস্তি যদি নির্দ্দোষিতার হয়—হোক্, মাথায় বাজ পড়ে—পড়ুক, নরকে যেতে হয়—হাস্‌তে হাস্‌তে যাবো, তবু প্রতিহিংসার দংশন সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। আরণ! সয়তান! [বধোদ্যত]

জয়ন্তী। [বাধা দিয়া] ভাগ্ তু, হামার ঘর্‌সে চলিয়ে যা। বেইমান! দুষমণ! তু' হামার বেটা নোস্—শত্তুর আছিস্।

একলব্য। অন্ধকার! একবার একটু স'রে যাও; আমার মা সত্যের মুখখানা ভাল ক'রে দেখুন! [জয়ন্তীর পদতলে পড়িয়া] তবে, আসি মা! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সত্যের প্রকাশ শীঘ্রই যেন তোমার চক্ষে উজ্জ্বল মহিমায় বিচিত্র অথচ মাধুর্য্যময় হয়। এস লক্ষ্মী! তুমি আমার সঙ্গে এস।

জয়ন্তী। যাবেক বৈ কি? যাক্ দেখি! সুবোল! তু' ছুঁড়ি-টাকে ধরিয়ে রাখ।

সুবল। [অগ্রসর হইল]

একলব্য। সাবধান সুবল! নরাধম! মিত্রদ্রোহি! লজ্জা হয় না আমার সম্মুখে আসতে?

[হেমের সহিত প্রস্থান।

জয়ন্তী। যাক্—উ হামার বেটা নয়, বালাই আছে। দেখ্ সর্দার! বেদিয়ারা সব বেইমানি ক'রে উয়াকে বোলিয়েছে; তু' সভ্কো শাসন কর্।

আরণ। হামি সভ্ বুঝেছে। সভ্কো ঠিক করিয়ে দিবে। তু' হামার গড় লে রাণি! সারি! তু' ঘর যা।

[জয়ন্তীর প্রস্থান।

সারী। [স্বগত] যা ভয় করলুম, তাই হ'লো! সত্যিই তো আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল! এ আবার কোন্‌দেশী পিরীত বাবা! যেমন চোখোচোখি, অমনি মাথামাথি, অমনি একবারে পিট্‌টান! আচ্ছা, আমিও দেখ্‌বো! [প্রস্থান।

আরণ। [সুবলকে] ভাবিস কেনো রে বেটা! ছুঁড়িটাকে হামি জরুর ধরিয়ে আন্‌বে। তুয়ার সাথ সাদি দিবে, তব্ হামার নাম আরণ সর্দার!

সুবল। আর তোমার সর্দ্দারি ফলাতে হবে না। এবার আমার পথ আমি নিজে ক'রে নেবো। তুমিই কি বিশ্বাসঘাতক কম? আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে ব'লে লোভ দেখিয়ে সন্ন্যাসীকে মারতে পাঠালে, আবার গোপনে ময়নার সঙ্গে চুক্তি ক'রে এসেছ—মেয়েটাকে তাকে বিক্রি করবে। কিন্তু আরণ! মনে রেখো, এর প্রতিশোধ আমি একদিন নেবই নেবো।

[প্রস্থান।

আরণ। হামিও তোকে কাজ হাঁসিল করিয়ে হামাসা ফাঁকি দিবে—ফাঁকে ফেল্‌বে—ফাঁক কোর্‌বে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাঞ্চাল-রাজসভা।

রাজা, মন্ত্রী, শঙ্করসিংহ, বয়স্য প্রভৃতি
সকলে আসীন।

রাজা। যতই কেন বিতর্ক কর না মন্ত্রি! অধিক দিন শ্বশুর-গৃহে বাস প্রাজ্ঞের পরামর্শ নয়। কারণ, তা হ'লে তত্রত্য আবাল-বৃদ্ধবনিতা জামাতার রূপগুণের সমালোচনার অবসর পায়।

মন্ত্রী। তাতে ক্ষতি কি মহারাজ! কুমার শিখণ্ডি তো কুৎসিৎ নয়; কুমার বাস্তবিক সুকুমার কুমার তুল্য।

বয়স্য। তা' আর একবার ক'রে বল্‌তে! আহা হা! গায়ে যেন ননী টস্‌-টস্‌ ক'রে পড়্‌ছে—সাক্ষাৎ ময়ূর যেন চর্‌ছে।

রাজা। তথাপি তারা যে ছিদ্রান্বেষী। তাদের স্বভাবই, সোজাকে বাঁকা বলা।

বয়স্য। মহারাজ ঠিক বলেছেন। শ্বশুরবাড়ীর মাগীগুলো যেন এক একটা দুষ্টা সরস্বতী! রস কত? রৌদ্র রস, আগুন-রস, কান্নারস, তালরস—ইত্যাদি—ইত্যাদি। তা ছাড়া আদি রসে একে-বারে পক্কান্ন। যদি আপনার নাকটা হয় টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত, বল্‌বে হাড়গিলার গলার মত। যদি চোখ দুটো হয় পটোলচেরা, বল্‌বে পেঁচার পিস্‌তুত ভাই। যদি রংটী হয় দুধে

আল্‌তা, তবু বল্‌বে—ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা কালা, কালো হইবে মম অঙ্গ।

রাজা। বিশেষতঃ শিখণ্ডি আমার তত চতুর নয়, বড় সরল—বড় নিরীহ।

বয়স্য। আহা, শিব—শিব! স্বয়ং ভোলানাথ দিগম্বর!

শঙ্কর। সেই জন্যই তো মহারাজের চিন্তা, পাছে রাজকুমার রসিকাদের উৎপীড়নে দিগম্বর হ'য়ে পড়েন।

বয়স্য। তা এত চিন্তার প্রয়োজন কি? রীতিমত একখানা নরম গরম জরুরী পত্র লিখে বৈবাহিকের কাছে পাঠিয়ে দিন। কেন তিনি এতদিন মা বাপের আদুরে ছেলেকে আট্‌কে রাখেন। দেখ্‌বেন, বাপের সুপুত্র হ'য়ে পাঠিয়ে দিতে পথ পাবেন না। আর এখনকার মত, চিন্তার ধন চিন্তাহারিণী রসিকাদের এখানে ডাকি, তারা একটু নৃত্যগীতে আমোদ-প্রমোদ করুক।

মন্ত্রী। মহারাজ! রাজকার্য্য আছে।

শঙ্কর। থামুন না মশায়! পরে হবে। [নেপথে গমন করিয়া] এসগো আহ্লাদীরা! মহারাজের চিন্তা দূর কর্‌বে এস।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

চুপি চুপি চুপি, ধীরি ধীরি ধীরি, পা টিপে টিপে আয়।
আবেশে অবশ হিয়া যেন না টলে হাওয়ায়॥
মনচুরি করি চোর লুকায় অভিসারে,
চুপে চুপে চেপে ধর, বাঁধ বাহু-ডোরে,

আঁখি-শরে দিয়ে সাজা, স'রে যা স'রে যা সখী,
ধরা নাহি দিয়ে তায়।
গরজ দেখাস্ না ওলো, গুমোর সরিয়া যাবে,
গুমরি মরিবি তুই সে তোরে লো তেয়াগিবে,
সে যে, পায়ে চেপে পায়ে ধরে, আদরে অধো অধরে,
ধরে শুধু আপন জ্বালায়॥

প্রতিহারীর প্রবেশ।

শঙ্কর। এই নাও, আকড়াই দিতে না দিতেই হনুমানের প্রবেশ। বাবা! এই বামুনের মত রসভঙ্গকারী জীব জগতে আর দুটী নাই। এদের কাজ-কর্ম্ম তো নেই, তা ছাড়া নাওয়া খাওয়াও নেই। রাত দিন দর্শনের চর্চ্চা আর রাজদর্শন। ওহে বলগে যে, আজ এখন হবে না,—একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অথবা রবিবার দিন যেন আসেন।

মন্ত্রী। সেকি! ব্রাহ্মণ ভগ্নাশ হবেন? রাজ্যের তাতে অমঙ্গল।

রাজা। না—না, নিয়ে এস। নইলে ধর্ম্মের নামে একটা আন্দোলন ক'রে প্রজাগুলোকে বিদ্রোহী ক'রে তুল্‌বে।

বয়স্য। এখন কাব্যের টিপ্পনী রেখে দর্শনের গোলকধাঁধায় পড়। বড় আশায় ছাই প'ড়ে গেল। কি কর্‌বে বল? তোমরা এখন স্বস্থানে প্রস্থান কর।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

নেপথ্যে দ্রোণের প্রবেশ।

দ্রোণ। [স্বগত] রাজ্যেশ্বর বিলাসে মগন।
একি রাজসভা,

না, নটিকার লীলা-নিকেতন ?
হয় তো বা বিলাসের উদ্বেগ-তরঙ্গে
দরিদ্রের বেদনা-উচ্ছ্বাস
বিচূর্ণিত হবে প্রতিঘাতে।
[প্রকাশ্যে] মহারাজ!
আশীর্ব্বাদ করি।

দ্রুপদ। শিরোধার্য্য। দক্ষিণা কত দিতে হবে ?

দ্রোণ। মহারাজ! দক্ষিণা ব্যতীত সৎকর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের দক্ষিণা, অর্থ নয়—প্রণিপাত।

দ্রুপদ। বর্ষীয়ান্ যিনি, তিনিই প্রণম্য। তোমার বয়স কত ?

দ্রোণ। সমবয়স্ক হ'লেও আভিজাত্যে আমি তোমা অপেক্ষা উচ্চতর। কারণ ব্রাহ্মণ বর্ণগুরু—অতএব তোমার প্রণম্য।

দ্রুপদ। তোমরা আপনারাই আপনাকে বড় ব'লে ঘোষণা কর। আচ্ছা, এই তো একজন ব্রাহ্মণ আছেন—জিজ্ঞাসা কর দেখি! বয়স্য! বল তো, বড় কে ?

বয়স্য। আজ্ঞে মহারাজ! সব চেয়ে বড় পেট। এই পেটই একটা বিরাট ব্রহ্মাণ্ড। এর মধ্যে কৃষ্ণ বিষ্ণু তো আছেনই, তা ছাড়া কৃমি-কীটেরও অভাব নেই, আবার মনুষ্যও থাকে। এই পেট-রূপ ব্রহ্মাণ্ড এত বড় যে, তাকে জয় করা আমার মত ক্ষুদ্র পেটুকের কর্ম্ম নয়। আপনারা কিন্তু অনায়াসে জয় ক'রে সেখানে শান্তি স্থাপন করেছেন; যেখানকার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই নেই—সুতরাং সব চেয়ে বড় আপনি।

দ্রুপদ। আচ্ছা মানী কে ?—শুনে যাও ব্রাহ্মণ!

বয়স্য। আজ্ঞে, মানী ব'লে যদি মানি, তবে মেয়ে মানুষকে। কেন

না, এই মুল্লুক যুড়ে যত মদ্দা মানুষ আছে, সবাই "আমি মানী, আমি মানী" ব'লে হৈ চৈ ক'রে মারামারি করে, কিন্তু তারা অপমানী শুধু মানিনীর কাছে। মেয়ে মানুষ এমনি মানী যে, একটা ইসারা ক'ল্লে মুনি ঋষি পর্য্যন্ত শ্রীমতীর শ্রীপদমূলে মূচ্ছিত—মুমূর্ষু। কিন্তু এরূপ মাননীয়া মানুষী যাঁর মন্দিরে মুহুর্মুহু গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাকেই মহামানী ব'লে মানি। অতএব মহারাজই মানী।

দ্রুপদ। তা হ'লে ব্রাহ্মণ নয় ?

বয়স্য। নিশ্চয়ই নয়, নিতান্তই নয়। বামুন তো সদাই রাজার দ্বারস্থ; তাকে রাজা কর্‌লেও ভিক্ষা কর্‌তে ছাড়্‌বে না। ভিখারীর আবার মান-মর্য্যাদা কি ?

দ্রুপদ। শোন ব্রাহ্মণ! তোমার স্বজাতির মুখেই প্রকাশ যে, তোমরাই আত্মশ্লাঘা ক'রে, আপনারাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় হ'তে চাও, অথচ প্রকৃতপক্ষে রাজার আসন তোমাদের চেয়ে অনেক উচ্চে।

দ্রোণ। দ্রুপদ! বৃত্তিভোগী বাচালের ব্যঙ্গোক্তিতে—

দ্রুপদ। [সক্রোধে] ব্যাপক ব্রাহ্মণ! সংযতভাবে বাক্য ব্যবহার কর।

শঙ্কর। [জনান্তিক] এ্যাঁ! তাই তো! রাজার নাম ধ'রে ডাকা! স্পর্দ্ধা তো কম নয়!

দ্রুপদ। কাকে তুমি কি ব'লে সম্ভাষণ কর্‌ছো ? জান, আমি কে ?

দ্রোণ। তুমিও বোধ হয় জান্‌তে পারনি দ্রুপদ! আমি তোমার কে ?

দ্রুপদ। বিলক্ষণ জানি; তুমি একজন জটা-চীরধারী যাচক মাত্র।

দ্রোণ। শুধু তা নয়; আমি তোমার বাল্যবন্ধু—দ্রোণ। দ্রুপদ! ভাই! আজ বহু দিন পরে পরস্পরে মিলিত হয়েছি,—এস, ভাই! একবার আলিঙ্গন দাও। [তথাকরণে উদ্যত]

দ্রুপদ। তিষ্ঠ; এ রাজসভা, উন্মাদনার স্থান নয়. তুমি আমার বন্ধু?

দ্রোণ। হাঁ, আমি—এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্রোণ। তোমার বন্ধু, সুহৃৎ, শুভানুধ্যায়ী, সখা। একবার সেই অতীত দিনগুলির কথা মনে ক'রে ভাব দেখি ভাই, কেমন ছিলাম—সমপ্রাণ হরিহরের মত তুমি আমি দ্রোণ ও দ্রুপদ।

দ্রুপদ। এ সব তুমি কি বলছ? আমি যে কল্পনাও করতে পাচ্ছি না।

দ্রোণ। একেবারে ভুলে গেছ ভাই! কৈ—আমি তো ভুলতে পারি নাই।

দ্রুপদ। তুমি যে উপযাচক। তোমার বন্ধুত্ব নিত্যই নূতন। আচ্ছা, তোমার কোন প্রমাণ বা সাক্ষ্য আছে?

দ্রোণ। সাক্ষী? ভালবাসার সাক্ষী? দ্রুপদ! সাক্ষী তোমার হৃদয়; তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমায় স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেবে—দ্রোণ তোমার অন্তরঙ্গ। তোমার মর্ম্ম-যন্ত্রে তোমারই স্বরচিত প্রণয়-সঙ্গীত স্মৃতির তন্ত্রে মধুর ঝঙ্কারে বেজে উঠছে, সে সঙ্গীতে একবার কর্ণপাত কর। বেশ বুঝতে পারবে, সে সঙ্গীতের ভাবে প্রেম, ভাষায় প্রেম, মূর্চ্ছনায় প্রেম—সে প্রেম তোমায় আমায়।

দ্রুপদ। প্রেমের কথা তুমি কি বলছ? উন্মাদ হয়েছ না কি?

শঙ্কর। ধান ভানতে শিবের গীত!

দ্রোণ। হা মূর্খ! তবু বুঝলে না; হৃদয়হীন তুমি, তাই বন্ধুত্ব

বিস্মৃত হ'চ্ছো। কি সম্পদ পেয়েছ দ্রুপদ, যার জন্য বন্ধুর প্রণয়, সংসারের সম্বল, নিরাশার আশ্বাস, বিপদের উপায়, চিন্তায় শান্তি, পীড়ার ঔষধি, দরিদ্রের নিধি স্বরূপ বন্ধুর প্রণয়-নিধি হেলায় পরিহার কর্‌ছ? তুমি কি রাজ্য পেয়েছ রাজা, যার জন্য বন্ধুর হৃদয়-রাজ্য—যে রাজ্যে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, চিন্তা নাই, অশান্তি নাই, বাদ নাই, বিতর্ক নাই—যে রাজ্য ছলে-কৌশলে, অর্থে-সামর্থ্যে, প্রতাপে-আধিপত্যে জয় করা যায় না—সেই স্বর্গরাজ্য সদৃশ সুহৃদের হৃদয়-রাজ্য উদাসীনতায় বর্জ্জন কর্‌ছ?

দ্রুপদ। অসম্ভব! ব্রাহ্মণ। বৃথা তুমি আমাকে তিরস্কার কর্‌ছ? মনে রেখো, ধৈর্য্যের, রাজধর্ম্মেরও একটা সীমা আছে। আমি রাজা, আর তুমি আমার প্রজা—কৃপাপ্রার্থী; আমি অর্থবান দাতা, আর তুমি দীনহীন যাচক। তোমায় আমায় প্রণয়? কাচের সহিত কাঞ্চনের মিলন? অন্ধকারের সহিত আলোকের একত্র বাস? একি সম্ভবপর?

শঙ্কর। বামন হ'য়ে চাঁদে হাত?

দ্রোণ। ঠিক বলেছ; অসমানের মধ্যে সাম্যভাব সমপ্রাণতা আসে না—আস্‌তে পারে না। বেশ শিক্ষা করেছ দ্রুপদ! বেশ শিক্ষা দিয়েছ। রাজা প্রজার বন্ধু হবেন কেন? দাতাদরিদ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ বাধ্‌বেন কেন, কেমন?

দ্রুপদ। না, না—রাজা-প্রজায়, দাতা-দরিদ্রে সম্বন্ধ থাক্‌বে না কেন, অবশ্য আছে। তা যদি ধর, তবে সে হিসাবে আমি তোমার বন্ধু হ'তে পারি; আর সে বন্ধুত্বের বিনিময়ে তুমি কি প্রার্থনা কর, বল—আমি সাধ্যমত দিতে প্রস্তুত।

দ্রোণ। [স্বগত] নিষ্প্রয়োজন বিতর্ক এখন। পিপাসা যখন,

তখন নির্ম্মল হোক্ আর পঙ্কিল্ই হোক্, পান করা আবশ্যক। [প্রকাশ্যে] দ্রুপদ! আমার একটী শিশু পুত্র উপযুক্ত পরিমাণ গোদুগ্ধের অভাবে দিন দিন ক্ষীণকায় হ'য়ে পড়্ছে, আমরাও স্ত্রী-পুরুষকে অনাহারে বিপন্ন,—আমার ইষ্টকর্ম্ম নষ্ট হ'চ্ছে। তুমি আমায় সদক্ষিণা কয়েকটী দুগ্ধবতী গাভী দান ক'রে আমার নিষ্ঠা রক্ষা কর।

দ্রুপদ। অসম্ভব প্রার্থনা তোমার; দানের যোগ্যা গাভী আমার গোগৃহে একটীও নাই।

দ্রোণ। তবে, এইমাত্র তুমি কি অঙ্গীকার করলে?

দ্রুপদ। বলেছি তো, সাধ্য হয় দান করবো। তুমি অন্যায় প্রার্থনা করলে আমি পাবো কোথা? তবে কষ্ট ক'রে অনেক দূর হ'তে এসেছ—পথশ্রান্ত হয়েছ; অতএব অদ্য রাত্রির মত আমি তোমাকে প্রচুর আহার্য্য এবং বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান দিতে পারি। অধিকন্তু, তোমার দারা-পুত্রের এক দিনের উদরপূর্ত্তির মত সোপকরণ ভোজ্য দান করতে পারি। কেমন? তুমি সম্মত আছ? নিরুত্তর হ'লে যে? বলি এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?

দ্রোণ। আমি তোমার মুষ্টি ভিক্ষার প্রয়াসী নই।

দ্রুপদ। তবে তুমি কি চাও? রাজ্য না ঐশ্বর্য্য?

দ্রোণ। মনে পড়ে দ্রুপদ! যখন গুরুগৃহে—না, আর বল্বো না। অতীতের যত কিছু, সব তুমি বিস্মৃতির অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়েছে। না—না, বল্বো—তবু স্মরণ করিয়ে দেবো। তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্ম্ম তোমার সত্যপালন। ঐশ্বর্য্য পেয়ে সত্যের মর্য্যাদা কতদূর রক্ষা কর্‌তে পার, দেখ্বো। মনে পড়ে দ্রুপদ! যখন গুরুগৃহে তুমি এই দীন দরিদ্রের সহিত একত্র পান-ভোজন ও শয়ন কর্‌তে ঘৃণাবোধ করতে না—যখন

এই যাচকের সংসর্গে স্বর্গসুখ অনুভব কর্‌তে—যখন তুমি এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলে না, তখন তুমি আমার নিকট কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ?

দ্রুপদ। কি সে প্রতিজ্ঞা—শুনি ?

দ্রোণ। বলেছিলে না একদিন, হাস্‌তে হাস্‌তে আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে—কার্ম্মুক স্পর্শ ক'রে—দ্রোণ, সখা, প্রিয়তম ! আমি যদি রাজ্য পাই, তোমায় রাজ্যাংশ অথবা মন্ত্রীত্ব প্রদান কর্‌বো ? আমি তা উপেক্ষা করেছিলাম। আজ কোথায় তোমার সে প্রতিজ্ঞা ? কৈ সে মন্ত্রীত্ব ? কাকে দিয়েছ ? কোথায় সে রাজ্য—যে রাজ্যে আমাকে, তোমার বন্ধুকে অভিষিক্ত কর্‌বে ? সাধু, ক্ষত্রিয় ! ভাল প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌লে ! ভাল কীর্ত্তি রাখ্‌লে ! ধেনু দিতে কৃপণতা যার, রাজ্য দেবে সে ? ভেবে হাসি পায়, রাজা আজ আহ্নিকের ভোজ্যে পরিণত। ধিক্ ক্ষত্রনামে ! ধিক্ রাজধর্ম্মে !

দ্রুপদ। ওঃ—রাজ্য চাও তুমি ? বটে ! কপট ! তুমি কি ব্রাহ্মণ ? অর্থগৃধ্নু ! এতেই ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দাও ? রাজ্য-লোলুপ ! এই তোমার ব্রাহ্মণত্ব ? ছদ্মবেশী ! ছল ! ভণ্ড ! দূর হও —নও তুমি ব্রাহ্মণ কখন।

দ্রোণ। নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ ! কাণ থাকে শোন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বল্‌ছে—তুমি ব্রাহ্মণ নও। শোন, শুন্‌তে হবে—অস্থির হ'য়ো না। ভূমিকম্পের মত কম্পিত হ'য়ো না—অনলশিখার মত আকাশকে গ্রাস কর্‌তে যেও না—প্রলয়ের মত প্রচণ্ডবিক্রমে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা ক'রো না। শুধু শোন, আর সহ্য কর। দেখ, দোষ কার ? পদের প্রত্যাশী কুক্কুরকে প্রশ্রয় দিয়েছে কে ? তুমি। পুরস্কার পাবে কে ? সেও তুমি। সে পুরস্কার, তিরস্কার ভিন্ন আর কি হ'তে

পারে? ভেবে দেখ ব্রাহ্মণ! একদিন যাকে সাগরাম্বরা সপ্তদ্বীপার অধীশ্বর ক'রেও স্বীয় তেজোবলে নিজের সেবাদাস ক'রে রেখেছিলে, সেই তুমি, সেই ক্ষত্রিয়কে নিরপেক্ষ ক'রে কি নির্ব্বোধের কার্য্য করেছ! সে তোমার নিগ্রহ ভিন্ন কি অনুগ্রহ করবে? অব্রাহ্মণ ভিন্ন কি বল্‌বে? মাথায় পা না দিয়ে কি করবে? তুমি যে স্বেচ্ছায় তার পদগ্রহণ করেছ—হাস্‌তে হাস্‌তে সেবা করছ। ভেবে দেখ, নিজের দোষে বিষ হারিয়েছ, এখন আর গর্জ্জন ক'রে ফণাবিস্তার ক'রো না—দংশন ব্যর্থ হবে।

সেনাপতি। মহারাজ! গৃহস্থ ভিক্ষা না দিতে পারে, কিন্তু ভিখারীকে ভৎর্সনা করবার তার কি অধিকার?

দ্রুপদ। পরাধিকার চর্চ্চায় তোমারই বা কি অধিকার?

সেনাপতি। অবশ্যই আমার সে অধিকার আছে। একি পরচর্চ্চা, না নীতির অনুশীলন? মহারাজ! আমি আপনার বেতনভোগী বটে, বিক্রীত নই; অধীন বটে, হীন নই; তুষ্টিসাধক বটে, স্তুতিবাদক নই যে, বিবেকের স্পষ্ট ভাষা ভুলে যাবো। যদি দেওয়ার মত না থাকে, তবু মিষ্ট বাক্যে প্রার্থীর মনস্তুষ্টি করা কর্ত্তব্য নয় কি?

দ্রুপদ। স্থির হও; সে কর্ত্তব্যের কর্ত্তা তুমি নও।

মন্ত্রী। মহারাজ! এরূপ বিপ্রনিন্দা ক্ষত্রিয়ের কাণে অতি কর্কশ—অশ্রাব্য—অসহ্য!

দ্রুপদ। শুন্‌তে না পার, সহ্য না হয়, এ স্থান ত্যাগ করতে পার।

মন্ত্রী। উত্তম! এরূপ বিপ্রবৈরির বাধ্যতা স্বীকার করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাপ। মহারাজ! আমি আপনার কর্ম্ম ত্যাগ করলাম।

[উষ্ণীষ ত্যাগ ও প্রস্থান।

সেনাপতি। আমিও সসম্মানে মন্ত্রী মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসর করলাম।

[অস্ত্রত্যাগ ও প্রস্থান

দ্রুপদ। এই সব বর্ব্বরের দল ক্ষত্র জাতিকে অধঃপাতে দিয়েছে এদের হীনতাস্বীকারই ব্রাহ্মণের স্বাধীনতার চরম উপাদান।

গোপী প্রবেশ করিতেছিল, গোপ তাহার পশ্চাতে অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছিল।

গোপী। রাজা—রাজা!

গোপ। [জনান্তিকে] যাস্‌নে—যাস্‌নে,—বলিস্‌নে—বলিস্‌নে বলিস্ তো আমার মরামুখ দেখ্‌বি।

গোপী। না, আমি বল্‌বো; ছেড়ে দে তুই! ড্যাক্‌রা বামু দুধ নিয়ে কড়ি দেবে না, আবার নাকবুড়ি কথা! [উচ্চৈস্বরে রাজা—রাজা! বিচার কর; এই জোটে বামুন আমার দুধ নি কড়ি দেয়নি; তুমি এর বিচার কর। আমরা গরীব মানুষ, গয় মানুষ—দুধ বেচে পেট ভরাই: তোমার মত রাজা নই তো যে দান ছত্তর খুল্‌বো? লোকে দুধ খেয়ে যদি কড়ি না দেয়, ব্যবসা চল কি ক'রে? আমরা তোমার রাজ্যি থেকে উঠে যাবো।

বয়স্য। ভায়া হে! এরা আবার কি বলে?

শঙ্কর। শোন, শুনে যাও, আর গোঁপে পাক লাগাও! বলে-মূলে নেই শূন্য, ধার ক'রে খেতে সাধ সুস্বাদ পলান্ন।

বয়স্য। আবার, ঢাল ঘাড়ে, হাতি চড়ে, সাজেন সৈন্য।

দ্রুপদ। গোপী! কে তোমার দুগ্ধের মূল্য দেয় নি? এ ব্রাহ্মণ? তুমি ঠিক চিন্‌তে পারছ?

গোপ। না মহারাজ ! গয়লানী মিথ্যে বল্‌ছে।

গোপী। মিছে কথা বৈ কি ? আমি কি চোখের মাথা খেয়েচি ? ্যা মহারাজ ! এই বামুন।

দ্রোণ। কেন চিন্‌বে না দ্রুপদ ! গোপাঙ্গনার চক্ষে তো তামার মত ঐশ্বর্য্যের অঞ্জন নেই যে অন্ধ হবে।

দ্রুপদ। ব্রাহ্মণ ! তবে স্বীকার কর্‌ছো যে, তুমি এই গোপীর গ্ধ ক্রয় ক'রে মূল্য দাও নি ? কেন দাওনি ?

দ্রোণ। সংস্থান নেই।

দ্রুপদ। সংস্থান না রেখে ঋণ গ্রহণ করেছিলে কেন ?

দ্রোণ। সে কথা সংসারকে জিজ্ঞাসা কর। সঙ্গতির বিনা অনু- জ্ঞায় সংসার মানুষকে আকর্ষণ করে কেন ?

দ্রুপদ। ভাল, তুমি ঋণ পরিশোধ কর্‌তে সম্মত ?

দ্রোণ। সর্ব্বথা সম্মত এবং সেই জন্যই আমি তোমার দ্বারস্থ। ন্ধুবর ! এখনো তোমায় অনুনয় কর্‌ছি, দক্ষিণা স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ র্ণের সহিত আমার প্রার্থিত বস্তু প্রদান কর—ঋণমুক্ত ক'রে প্রকৃত ন্ধুর কার্য্য কর।

দ্রুপদ। আবার ভণ্ড ! আবার সেই কথা ! আবার আমাকে ন্ধু ব'লে অপমান কর্‌ছ ?

দ্রোণ। চন্দ্রবংশের পূর্ণ চন্দ্রমা ! চমৎকার ! বংশকে বেশ উজ্জ্বল র্‌ছ ! দীন হোক্‌, দরিদ্র হোক্—শূদ্র হোক্‌, ব্রাহ্মণ হোক্‌, বন্ধু 'লে সম্বোধন কর্‌লে তুমি অপমান বোধ কর ?

দ্রুপদ। তুমি ঋণগ্রস্ত, পতিত, শূদ্রপ্রতিগ্রাহী ; তোমাকে দান রাও মহাপাপ। তুমি এই মুহূর্ত্তে এই প্রকাশ্য রাজসভায় অঙ্গীকার র যে, এ ঋণ কবে পরিশোধ কর্‌বে ? আর এতদিন শোধ না

করার কারণ আমার আজ্ঞামত এই গোপ-দম্পতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

দ্রোণ। কি নরাধম! ক্ষত্রিয় হ'য়ে ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ক্ষমাপ্রার্থী হবার আজ্ঞা দাও! এত গর্ব্ব—এত অহঙ্কার! কুলাঙ্গার!

দ্রুপদ। স্তব্ধ হও পরম কুলীন! তোমার কুলের কথা বিলক্ষণ জানি। স্বর্গ-বেশ্যা ঘৃতাচীর গর্ভজাত তুমি—তুমি কর কুলের বড়াই? বেশ্যাপুত্র! জারজ! নির্লজ্জ!

দ্রোণ। কর্ম্মফল! সংসারের সুখ! এতে দুঃখ নাই, আক্ষেপ নাই। কিন্তু কি কটু! কি তীব্র! ভরদ্বাজপুত্র জারজ! আকাশ! এখনও তুমি অম্লান অক্লান্তভাবে এ শব্দ গ্রহণ কর্‌ছ? এখনও তুমি পাপিষ্ঠের মাথায় ভেঙ্গে পড়্‌ছ না? বাতাস! এতক্ষণ এ শব্দ তোমার অঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে, তবু তুমি সঙ্কুচিত হ'য়ে এই মহা-পাতকীর নিঃশ্বাস বন্ধ কর্‌ছ না? মহাতপা ভরদ্বাজপুত্র জারজ! ওহো—হো! সরস্বতি! বাগ্‌দাত্রি! যে ব্রাহ্মণের পবিত্র মুখে প্রণবরূপে উচ্চারিতা হ'য়ে তুমি নিজেকে পবিত্রা মনে কর, সেই পবিত্র ব্রাহ্মণকে যে দুর্ম্মুখ জারজ ব'লে কুৎসা কর্‌ছে, তুমি এখনও তার সেই মুখে বাক্‌দান কর্‌ছ? উচ্চারণে শক্তি দিচ্ছ? ভরদ্বাজ-পুত্র জারজ! ওহো—হো! [ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন]

দ্রুপদ। দ্রোণ! আজ্ঞাপালনে এখনো বিলম্ব কর্‌ছ যে?

দ্রোণ। [স্বগত] কি বল্‌বো? কি কর্‌বো—হিংসা, না ক্ষমা? ক্রোধ, না উপেক্ষা?

গোপ। [জনান্তিকে গোপীর প্রতি] ওরে হাড়হাবাতি! পালিয়ে আয়; এখনি বামুন তোর পায়ে পড়্‌বে—পুড়ে মর্‌বি, পালিয়ে আয়। আর ঐ দেখ্—ঐ মিন্‌সে দুটো কট্ মট্ ক'রে তোর পানে চেয়ে

রয়েছে—আর আমার পাঁজরা ক'খানা পুড়ে যাচ্ছে। হাঁ দেখ্, রাজা বেটা ঠিক্ আমাদের মত আঁটকুড়ো ; নইলে ওর মায়া নেই কেন ? বামুনের ছেলে একটু দুধ পায় না, এর একটা বিলি-ব্যবস্তা করে না কেন ? স'রে আয়—স'রে আয়। একে তুই আঁটকুড়ি, তাতে আবার আঁট্কুড়োর হাওয়া গায়ে লাগ্‌বে।

গোপী। চ'লে যাবো তো দাম আদায় হবে কি ক'রে ?

গোপ। দূত্তোর দাম ! দাম চাস্, না চাঁদপানা ছেলে চাস্ ?

গোপী। [আশ্চর্য্য] ছেলে ?

গোপ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ছেলে পাবি। তুই রোজ ওই বামুনবাড়ীর ধার দিয়ে দুধ বেচ্‌তে যাস্—দেখ্‌বি একটা চাঁদপানা ছেলে 'মা, মা' ব'লে তোব কাছে ছুটে দুধ খেতে আস্‌বে।

গোপী। বটে—বটে !

গোপ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, শিগ্‌গির আয়। [উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

দ্রোণ। [স্বগত] না—বোল্‌বো না ! কিছুই বোল্‌বো না—কিছুই কর্‌বো না ! চ'লে যাই ! পাপের বাসা থেকে চ'লে যাই। [প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুপদ। কোথা যাও গোপী ! তোমার বিচার নিয়ে যাও।

গোপী। [ফিরিয়া] চাইনে রাজা ! তোমার বিচার চাইনে। বামুনকে দিয়ে পায়ে ধরাবে তো ? পায়ে ধর্‌লে তো কড়ি পাওয়া যাব না, বরং পাপে মর্‌বো। তোমার মত রাজার বিচার চেয়ে আমার ঘরের রাজার বিচার ঢের ভাল। [প্রস্থান।

শঙ্কর। কি ঠাকুর ! তা হ'লে ভুজ্যি উচ্ছন্ন কর্‌তেই রাজি ?

দ্রোণ। উৎসন্ন ? এঁ্যা ! উৎসন্ন কর্‌বো ? না—না, তাতে আমার রুচি নাই।

শঙ্কর। রুচি নেই? কেন জাঁকাল রকমের ফলার জুটেছিল না কি? তবু দেহি দেহি করতে তো ছাড়েন না?

বয়স্য। বলি বাবা বাশ! সেই তো চুলোয় গেলে, তবে না ভেঙ্গে কেন মচ্‌কালে? খাবেও না, যাবেও না!

দ্রোণ। যাবো—যাবো, এইক্ষণেই যাবো। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বল্‌বো ব'লে এখনও দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি। হ্যাঁ—শোন মহারাজ দ্রুপদ! বিষবৃক্ষ তুমি, তবু স্বহস্তে রোপন করেছি, তাই স্বয়ং উৎপাটন কর্‌বো না। তুমি আমার বন্ধুত্ব অস্বীকার কর্‌তে পার, স্পর্শ কর্‌তে ঘৃণাবোধ কর্‌তে পার, কিন্তু আমি তোমায় বাস্তবিক অকৃত্রিম প্রেমভরে একবারও গাঢ় আলিঙ্গন করেছি—সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার কল্যাণ কামনা করেছি; সুতরাং যে মুখে একবার তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছি, সে মুখে আর অভিসম্পাত কর্‌বো না। ইচ্ছা কর্‌লে কিন্তু এই মুহূর্ত্তে আমি তোমায় অভিসম্পাতের ফলভাগী কর্‌তে পারি, কিন্তু তা কর্‌বো না। কারণ, আমি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হিংসা নয়, ক্ষমা। কিন্তু, মনে রেখো, চন্দ্রবংশাবতংস! যে ক্ষাত্র-তেজে তেজীয়ান্ হ'য়ে তুমি আমায় অব্রাহ্মণ ব'লে লাঞ্ছনা করেছ, যে অর্থের গরিমায় তুমি আমাকে উপযাচক ব'লে ঘৃণা করেছ, তোমার সে গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌বো—সে অর্থ সংহরণ কর্‌বো। আর যে মুখে তুমি আমায় জারজ বলেছ, সেই মুখেই আমাকে দেব-অংশজ বল্‌তে বাধ্য কর্‌বো। যদি না করি—না পড়ি, তবে সত্যই আমি অব্রাহ্মণ, সত্যই আমি জারজ—সত্যই তবে গোত্র আমার ভরদ্বাজ নয়।

[প্রস্থান।

দ্রুপদ। এই সব অত্যাচারী কপট ভণ্ডদের ক্রমান্বয়ে শাসন কর্‌তে না পার্‌লে, রাজ্যে থেকে আর একদণ্ড শান্তি নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।]

শঙ্কর। ঠিক বলেছেন মহারাজ! বিশেষতঃ এই বামুন বেটাদের আগে জব্দ করা দরকার। এদের কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং এ ছাড়া আর কথাটী নেই ; যেন বাবার ধন রাজার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে।

দ্রুপদ। অদ্যাবধি আমি তোমাকে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত কর্‌লাম।

শঙ্কর। মহারাজের অশেষ কৃপা।

বয়স্য। আর মন্ত্রিত্বটা ?

দ্রুপদ। পরে বিবেচনা করা যাবে।

[প্রস্থান।

বয়স্য। কেন, এও তো হয়—কখন পুরুষ, কখন নারী! বাবাজীকে বাবাজী, তরকারিকে তরকারি—বয়স্যকে বয়স্য, মন্ত্রীকে মন্ত্রী !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পল্লী-কুটীর।

হেম আপনমনে গাহিতেছিল ; তাহার অজ্ঞাতসারে আসিয়া একলবা দাঁড়াইয়া একমনে শুনিতেছিল।

হেম।—

গীত।

তখন যদি জেগে থাকি বুকে নেবো ভোরের বেলা।
কি ব'লে বুঝাবে আমায় জান তুমি কত ছলা॥

কাটবে না কি এ কাল রাতি, থাকবো শুয়ে আঁচল পাতি,
কর যদি ডাকাডাকি, ফিরতে হবে পেয়ে জ্বালা॥
হওগো যদি বাপের বেটা, মেলবো না আর আঁখি দুটী,
আর যদি হে তোমায় ডাকি, আঁখি মেরো তখন কালা॥

হেম। [একলব্যকে দেখিয়া চমকিতে] তুমি এসেছ? কখন এলে?

একলব্য। বেশীক্ষণ নয়, এই মাত্র।

হেম। তবু ভাল, বেলা গেছে, আসবার সময় হয়েছে,—আমি কত ভাবছিলাম।

একলব্য। আসা না আসায় সমান। তোমার পিতার তো কোন সন্ধান পেলাম না।

হেম। না পেলেছ, কি হবে! তুমি আর কোথাও যেও না।

একলব্য। আচ্ছা লক্ষ্মী! আমি তোমার কাছে থাকলে তুমি যেন কত সন্তুষ্ট। কেন, আমার অনুপস্থিতিতে কোন কষ্ট পাও কি?

হেম। না, কষ্ট এমন কিছু নয়। তবে তুমি কাছে থাকলে আমার ভরসা থাকে।

একলব্য। কিন্তু সংসার তোমার আমায় একত্র দেখতে ভালবাসে না।

হেম। কেন?

একলব্য। আমি বয়স্থ, তুমিও যুবতী।

হেম। সংসারের মধ্যে তুমিও তো একজন? তবে তুমিও কি আমার কাছে থাকতে ভালবাস না?

একলব্য। বাসি বৈ কি লক্ষ্মী! নইলে এতদিন তোমায় ত্যাগ করিনি কেন?

হেম। তবে তুমি লোকের কথায় কান দিও না।

একলব্য। লোকসমাজে থাক্‌তে হ'লে লোকের কথা না শুনলে চলে কৈ ?

হেম। আমরা না হয় সমাজে না থাক্‌বো।

একলব্য। সমাজ ত্যাগ ক'রে জীবিকার উপায় কি ?

হেম। এখনও যে উপায়, তখনও তাই।

একলব্য। এখন যেভাবে কেটে যাচ্ছে, সে ভাবে বেশী দিন তো কাট্‌বে না; এখন আলস্যে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাক্‌লে, ভবিষ্যতে নিরুপায় হ'য়ে পড়্‌তে হবে।

হেম। তবে কি কর্‌বে ?

একলব্য। জীবিকার জন্য দাসত্ব কর্‌বো ব'লে স্থির করেছি।

হেম। দাসত্ব কর্‌বে ? ছিঃ-ছিঃ ! বড় ঘৃণা—বড় মন্দ ! ক'রো না—ক'রো না, তা হ'লে তুমি মনুষ্যত্ব হারাবে।

একলব্য। সে কথা সত্য ; কিন্তু লক্ষ্মী ! মনুষ্যত্বের দাবী আমাদের নাই। পরাধীন, দাস জাতি আমরা, মানুষ ব'লে গণ্য নই ; স্বাধীন সভ্যজাতির দাস্য কর্‌তেই আমাদের জন্ম। তাই অতি শীঘ্রই স্থানান্তরে যাবো মনে করেছি ; তাই ভাব্‌ছি, তোমাকে কোথায় কার কাছে রেখে যাই।

হেম। আচ্ছা, কি হ'লে তোমায় আমায় একসঙ্গে থাকা চলে ?

একলব্য। হ'তো, তুমি আমি যদি সমান হ'তাম ; কিন্তু তা হবার নয়। তুমি সভ্য, আমি বন্য ; তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ ; তুমি গুণবতী, বুদ্ধিমতী, আমি নির্গুণ, নির্ব্বোধ ; তুমি দয়াময়ী দেবী, আর আমি নির্দ্দয় হিংস্র কিরাত।

হেম। তুমি নিষ্ঠুর ? তুমি তুচ্ছ ? তুমি হিংস্র ? কে বলে ?

দস্যুর গ্রাস থেকে মুক্ত ক'রে মুমূর্ষুর সেবা করা কি নিষ্ঠুর হিংস্রকের কাজ? আশ্রিতরক্ষার জন্য নিজে নিরাশ্রয় হ'য়ে আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন হওয়া কি তুচ্ছতার পরিচয়?

একলব্য। না লক্ষ্মী! সে সব যা করেছি, সামান্য কর্ত্তব্য মাত্র; তাতে আমার গুণের পরিচয় কিছুই নাই।

হেম। যার কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে, সে যদি নির্ব্বোধ, সে যদি নির্গুণ, তবে নির্গুণ, নির্ব্বোধই প্রশংসনীয়। তুমি যাই হও, আমার চক্ষে তুমি অতি উচ্চ—অতি উজ্জ্বল। যেখানেই যাও, আমায় তুমি সঙ্গে নাও।

একলব্য। তোমাকে নিয়ে পথে পথে ঘুর্‌লে নিরাপদ হওয়া তো দূরের কথা, লোকে আমায় নিন্দা কর্‌বে। তার চেয়ে, আমি তোমাকে মায়ের কাছে রেখে যাবো। তিনি তো তোমায় রাখ্‌তেই চেয়েছিলেন।

হেম। না—না, তুমি আমায় সঙ্গে নাও। আমি সঙ্গে থাক্‌লে কিছুতেই তোমাকে বিপন্ন হ'তে দেবো না। বরং যাতে নির্ব্বিঘ্ন হও, তাই কর্‌বো। কিছুই না পারি, তোমার দাস্য বৃত্তিতেই সাহায্য কর্‌বো।

গীত।

আমি হবো না তোমার বাধা।
পথে যেতে যেতে তব সরাইব বাধা,
কাছে কাছে রব বাঁধা॥
হবো প্রখর আতপে ছায়া, শীতলিতে তব কায়া,
পবনের পায়ে মেগে নেবো সখা মন্দ মধুর হাওয়া;—
বরষার ধারা মুছাবো আঁচলে, মিলাবো চাঁদের সুধা।

আমি, কুশল শুধাব সদা, সেবিতে শুধাব বিধা,
জীবন বিকায়ে জীবনের ঋণ যায় যদি বঁধু শোধা,
তবে, তাহাই করিব, প্রাণ বলি দিব,
সখা হে ক'রো না দ্বিধা ॥

একলব্য। এ নিঃস্বার্থ পরসেবা যদি আমায় না ক'রে আমার জননীকে কর, তা হ'লে মায়ের আশীর্ব্বাদে আমারও কোন কষ্ট হবে না, তোমারও নারীত্বের মহিমা অধিক উজ্জ্বল হবে।

হেম। তাই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তুমি এস, আমি তোমার মায়ের কাছেই থাক্‌বো। তোমাকে রেখে আস্‌তে হবে না. আমি নিজেই যেতে পার্‌বো।

একলব্য। এই জন্যই তো বলি, তুমি পরম গুণবতী। আচ্ছা, আমি আসি। তুমি ভেবো না—শীঘ্রই ফিরে এসে সমাচার দিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

হেম। তোমার জননীর সেবা কর্‌লে তুমি পরিতুষ্ট হও? প্রাণদাতা! প্রিয়তম! তবে আমি তাই কর্‌বো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

দ্রোণাচার্য্য বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন।

দ্রোণ। [স্বগত] এই সংসার—এই তার চরিত্র! শরণার্থী হ'লে পদাঘাত করে, কাতরতা জানালে কৌতুক করে, কষ্ট দেখ্‌লে হাস্‌তে থাকে। তার যেন সবই সুখ, সবই আনন্দ! কি মোহ! কি মূর্খতা! নিজের অসারত্বের দিকে একবারও দৃক্‌পাত করে না।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। কি ব্রাহ্মণ! বলি বিষের জ্বালাটা কি বৃক্ষের বাতাসে জুড়িয়ে নেবেন, না বিষটাকে পরিপাক ক'রে শুধু ব্যোম্ ভোলা হ'য়ে ব'সে থাক্‌বেন?

দ্রোণ। [স্বগত] সমস্তই ভ্রম! সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে আরম্ভ ক'রে যুগকল্প মন্বন্তরের পর বর্ত্তমান পর্য্যন্ত মানব চরিত্র যতদূর আলোচনা করা যায়, তাতে মনে হয়, পুত্র কলত্র, মিত্র, আত্মীয়, সকলেই মনে মনে পর, কেবল মৌখিক আত্মীয়তায় স্বার্থসাধনের চেষ্টায় বিব্রত। সকলেই ভ্রান্ত, সকলেই ভয়ানক; তাই ভালবাসাও এদের ভ্রমাত্মিকা। এই ভালবাসার ভ্রমে না পড়্‌লে, মানুষ মৃত্যুর নিকটেও ভয় পেতো না।

সন্ন্যাসী। ব্রহ্মণ্যদেব! সুপ্ত না জাগ্রত?

দ্রোণ। [চমকিতভাবে] কে মহাশয়?

সন্ন্যাসী। আপনারি মত একজন সর্পদ্রষ্ট বিষ-মূর্চ্ছিত রোগী। তবে, মহাশয় এখনও সোজা আছেন, আমার সর্ব্বাঙ্গ অসার হ'য়ে গেছে। মহাশয়ের মস্তিষ্ক একটু চঞ্চল হয়েছে মাত্র, কিন্তু আমার মগজ্‌টা একবারে বিগ্‌ড়ে গেছে। তার কারণ, মহাশয়কে সদ্য দংশন করেছে, আর আমাকে অনেক দিন আগে ছুব্‌লে ঘা ক'রে দিয়েছ।

দ্রোণ। আপনার রহস্য-বাক্য প্রণিধান করতে আমি অক্ষম। যদি কিছু বক্তব্য থাকে, স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করুক, নচেৎ চিন্তায় ব্যাঘাত করবেন না।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর! ও সব বাজে চিন্তা ছেড়ে দিন। আমি যা বলি, তা করবেন কি? দেখুন, সহজেই আপনার সমস্যার সমাধা হ'য়ে যাবে।

দ্রোণ। আমার চিন্তিত সমস্যা কি, তুমি তা কি ক'রে অবগত হলে?

সন্ন্যাসী। জানি বৈ কি, বিলক্ষণ জানি। পাগল হয়েছি, দোসর করবার জন্য পাগলকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা বলুন দেখি, সেদিন রাজবাড়ীতে কতগুলি গাভী পেয়েছিলেন?

দ্রোণ। গাভী? হাঁ—হাঁ, চেয়েছিলাম বটে, পাইনি। কিন্তু তাতে কি? নিজের অপ্রাচুর্য্য হেতু গৃহস্থ অক্ষমতা প্রকাশ ক'রে ভিক্ষুককে বিদায় দিয়েছেন।

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ—ভিক্ষা দিতেই না হয় বিমুখ হয়েছিলেন, কিন্তু ভিখারীকে দায়গ্রস্ত দেখে গৃহস্থ যে দুর্ম্মুখ হয়েছিলেন, তার কি? কেন, ভিক্ষুক ব'লে কি তার আত্মমর্য্যাদা নাই?

দ্রোণ। না বৈরাগী! নাই; কারণ, সে আত্মমর্য্যাদায় কেউ আঘাত করলে ভিক্ষুক কিছুই করতে পারে না।

সন্ন্যাসী। কিছুই কর্‌তে পারেন না? ঠাকুর! নারায়ণ যাঁর আজ্ঞাকারী, যাঁর অমর্য্যাদা কর্‌লে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ঘুচে যায়, সেই সৃষ্টি-স্থিতিধ্বংসকারী ব্রাহ্মণ অবমানিত হ'য়ে কিছুই কর্‌তে পারেন না? অবশ্যই কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন; আর করাও বোধ হয় কর্ত্তব্য।

দ্রোণ। প্রতিশোধ? বৈরাগী! ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা পায়নি ব'লে দাতার কাছে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে, এমন ব্রাহ্মণ তুমি কয়-জন দেখেছ? না বৈরাগী! স্বীকার করি, তুমি অনেক দেশ পর্য্যটন করেছ—অনেক দেখেছ, কিন্তু এখনও একজন ব্রাহ্মণ দেখনি। অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণের চরিত্র অবগত নও। চেয়ে দেখ, দূরে ঐ উন্নত ভূধর—গৌরবের কিরীট শোভিত, হিমশুভ্র তুঙ্গ শৃঙ্গশ্রেণী, পবিত্রতার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি। ও কি বল্‌ছে জান? বল্‌ছে ওরে উত্তাপ! তুই যতই প্রচণ্ড হোস, আমাকে তবু বিচলিত কর্‌তে পার্‌বি না। যতই কেন দগ্ধ কর্ না, আমি তবু স্নেহ-তুষার বর্ষণ ক'রে পৃথিবীকে স্নিগ্ধা শীতলা কর্‌তে কখনই ক্ষান্ত হবো না। আবার অধোদেশে দৃষ্টিপাত কর। এক দিকে কত সিদ্ধ যোগাচারী প্রভৃতি, অন্য দিকে দস্যু আততায়ী, অত্যাচারী পর্য্যন্ত সকলকেই আশ্রয়-দান করেছে। কত লোক কত প্রকারে তার মূলদেশ খনন কর্‌ছে, তবু কেমন শান্ত, দান্ত, স্থিরভাবে পৃথিবীকে ধারণ ক'রে রেখেছে। একেই বলে স্বভাব। আর ব্রাহ্মণের স্বভাব, এর চেয়ে আরও উচ্চ—আরও উদার—আরও নির্ম্মল। ব্রাহ্মণ কখনও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়নি, হ'তে পারে না। তুমি জান না, অতএব প্ররোচিত ক'রো না।

সন্ন্যাসী। সব স্বীকার করি, আর ব্রাহ্মণের কৃপায় এ সব কিছু কিছু অবগতও আছি। ব্রাহ্মণ উচ্চ, উদার, মহিমাময়, মহান্। সেই

জন্যই তো এ অধম শূদ্র ব্রাহ্মণকেই কাতরভাবে নিবেদন কর্‌ছে যে, তাঁর এমন নিষ্কলঙ্ক দেব-চরিত্রে অকারণে কলঙ্ক স্পর্শ-কর্‌ছে, আর ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ ক'রেও তার কোন প্রতিকার কর্‌ছেন না কেন? ব্রাহ্মণ স্বকর্ণে নগণ্য ক্ষত্রিয়ের মুখে অশ্রাব্য কুৎসা শ্রবণ ক'রেও প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌ছেন না, এইমাত্র দাসের আক্ষেপ।

দ্রোণ। কে তুমি ক্ষত্রবিদ্বেষী প্রতিহিংসা-পীড়িত শূদ্র,—কে তুমি? বারংবার আমার ক্রোধ উদ্রেক কর্‌বার জন্য, আমাকে ধর্ম্মচ্যুত, ব্রহ্মণ্য-বর্জ্জিত কর্‌বার জন্য, অতীত দিনের অতিকষ্টে বিস্মৃত ঘৃণ্য ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত কর্‌তে এসেছ—কে তুমি? নিশ্চয়ই তোমার স্বার্থসংলগ্ন কোন দূরভিসন্ধি আছে। তুমি যাও; ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নিন্দা করেছে, অবশ্যই সে নিন্দনীয়; নতুবা অযথা কেউ কারো নিন্দা করে না।

সন্ন্যাসী। তবে, নিশ্চয়ই নিন্দনীয় আপনার লোভ—নিশ্চয়ই নিন্দনীয় আপনার ব্রহ্মচর্য্য—নিশ্চয়ই নিন্দনীয় আপনার জন্ম!

দ্রোণ। এঁ।' কে তুমি? তুমিও কি শুনেছ? শুনে থাক, ব্যক্ত ক'রো না; তা হ'লে তোমার রসনাটা প'চে গ'লে খ'সে পড়্‌বে।

সন্ন্যাসী। শুনেছি—শুনেছি, সকলেই শুনেছে। সত্যই তবে দ্রোণ! আপনি অব্রাহ্মণ—সত্যই তবে ভরদ্বাজপুত্র জারজ।

দ্রোণ। আর না, আর না—ক্ষান্ত হও; আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ ক'রো না। ঐ শোন, প্রতিধ্বনি তোমার ভাষা দিগন্তে নিক্ষেপ কর্‌ছে। সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী! রসনা সংযত কর। পিতা! পিতা! আপনার পবিত্র কর্ণদ্বয় রুদ্ধ করুন। পাপাত্মা বিনাদোষে আমার পবিত্র জন্মকে কলঙ্কিত ব'লে লোকের কানে তুলে দিচ্ছে। আমি তার

প্রতিশোধ নেবো! সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী! তুমি যদি আমার হিতৈষী হও, যদি তোমার জানা থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তে আমায় উপায় ব'লে দাও; আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

সন্ন্যাসী। তবে আর কালবিলম্ব না ক'রে, হস্তিনাপুরে ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করুন। তিনি আপনার মত একজন সুদক্ষ আচার্য্যের অনুসন্ধান করছেন। সেখানে গিয়ে কুরুপুত্রগণকে উত্তমরূপে অস্ত্র-শিক্ষা দান করুন। প্রতিশোধ গ্রহণের এই একমাত্র পন্থা; ভাবী কর্ত্তব্য যথাসময়ে নিবেদন করবো।

দ্রোণ। ব্রাহ্মণ হ'য়ে ক্ষত্রিয়কে শিক্ষাদান? গুরুর নিষেধ। না, তা পারবো না। বল, এ ছাড়া আর কি কোন উপায় নাই?

সন্ন্যাসী। না—সাপ ধরতে সাপুড়ের আবশ্যক, নিজে ধরতে গেলে চলে না। তেমনি ক্ষত্রিয় শাসন করতে ক্ষত্রিয়ের আবশ্যক; বিশেষতঃ আপনি যখন স্বয়ং অস্ত্রধারণ করবেন না। মনে ক'রে দেখুন,—শিক্ষা বিষয়ে অধীনস্থ জাতিকে বঞ্চনা করাই আপনাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ।

[প্রস্থান।

দ্রোণ। সমবেদনাই মানুষকে সমান করে দেয়। তাই সংকল্পিত কর্ত্তব্যসাধনে ব্রাহ্মণ আজ শূদ্রের সাহায্য অপেক্ষা করছে। না—আভিজাত্যের গৌরব যেন কেউ না করে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পল্লীপথ।

অনাথ বালকগণ ও হেম।

গীত।

বালকগণ।— মায়ের নামে কি মহিমা,
মা ব'লে ভাই ভিক্ষা মিলে।
হেম।— আর সেই সুরে যদি সুর মিশায়ে,
হরে কৃষ্ণ হরে বলে॥
বালকগণ।— বলিস্ যদি হরে হরে, বলিস্ না ভাই রাধে,
প্রাণের হরি ভিখ্ পেলে না পায়ে ধ'রে সেধে,—
হেম।— রাজার মেয়ের দোষ কি আছে,
বেশ করেছে না দিয়েছে,
যে ঘরে ঘরে চুরি করে
দোষ হয় তারে ভিক্ষা দিলে॥

হেম। আমি যে ভাই আর চল্‌তে পারছি না, এস, এখানে একটু বসি।

১ম বালক। ব'সে থাক্‌লে ভিক্ষা কর্‌বো কখন? বেলা যে গাই ঘুরে গেছে।

২য় বালক। তবে দিদি! তুমি এই গাছতলায় ব'সে থাক; আমরা ততক্ষণ ঐ পাড়াটা ঘুরে আসি। ভয় কি? পথে রাতদিন কত লোক যাচ্ছে আসছে। ফের্‌বার সময়, তোমায় সঙ্গে ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাবো।

[বালকগণের প্রস্থান।

আনন্দের প্রবেশ।

আনন্দ। ও কথা ভুলে যাও। গ্রামখানা ঘুরে আস্‌তেই ওদে সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে। তখন সকলেই আপন আপন পথে বাড়ীর দিকে ছুট্‌বে; তোমার কথা কারো মনে থাক্‌বে না। তুমি তখন কি কর্‌বে? কোথায় যাবে?

হেম। তুমি কেন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার কাছে ব'সো না! তারা না আসে, আমি তোমার সঙ্গেই যাবো।

আনন্দ। আমার যেন আর কাজ নেই! তুমি তাদের ভরসায় থাক্‌বে, আর আমি তোমায় পাহারা দেবো! খুব আপ্যায়িত কর্‌লে তো!

হেম। তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ, যাও। আমার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন?

আনন্দ। তোমাকে একলাটী রেখে কেমন ক'রে যাই?

হেম। তাতেই তো বল্‌ছি, তুমি আমার কাছে ব'সো।

আনন্দ। বেশ! তুমি মেয়েমানুষ, তোমার কাছে আমি ব'সে থাকি, আর লোকে আমার নিন্দা করুক্‌।

হেম। সবাই ঐ কথাই বলে। কেন? মেয়েমানুষ কি?

আনন্দ। ননী—ননী!

হেম। আর পুরুষেরা?

আনন্দ। সাক্ষাৎ অগ্নি।

হেম। তবে তুমি আমার কাছে থেকো না।

আনন্দ। কেন? আমার রূপের তেজে গ'লে পড়্‌ছ না কি?

হেম। তুমি নির্লজ্জ—ছিঃ!

আনন্দ। কাজে কাজেই। তুমি লজ্জারক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ, আমি নির্লজ্জ না হ'য়ে কি করি ?

হেম। তুমি কেন লজ্জা রাখ্‌বে ? লজ্জা রাখ্‌বেন আমার স্বামী।

আনন্দ। স্বামীই তো আমি।

হেম। নির্লজ্জ আমার স্বামী নয়।

আনন্দ। স্বামী মাত্রেই নির্লজ্জ। কেন, তাও বলি। এই ধর, তুমি তোমার স্বামীকে দেহ মন অর্পণ কর্‌লে, কিন্তু লজ্জা ত্যাগ কর্‌লে না ; সেটা কি রকম হ'লো জান ? সর্ব্বস্ব সিন্দুকের মধ্যে রেখে একজনকে দান ক'রে বা রক্ষার ভার দিয়ে চাবিটা নিজের কাছে রেখে দিলে। কিন্তু যাকে দিলে বা গচ্ছিত রাখ্‌লে, সে তো দেখে নেবে, তোমার কি আছে না আছে ? কাজেই আবরণ উন্মোচন ক'রে দেখাবার জন্য হয় তোমাকে অনুরোধ কর্‌তে হয়, নয় তো নিজের চেষ্টায় তাকে দেখে নিতে হয়। দুটোই নির্লজ্জের মত কাজ।

হেম। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

আনন্দ। বুঝেও যদি না বোঝ, তবে বোঝান বড় শক্ত। বোঝ না ব'লেই একলা প'ড়ে কষ্ট পাচ্ছ। সাধ করেছ—একলব্যকে মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব দিয়েছ, কিন্তু লজ্জা ত্যাগ ক'রে কোন দিন মুখ ফুটে তাকে বলনি। সেও সলজ্জ, তাই তোমার স্বামী হ'তে পার্‌লে না।

হেম। আমি তাঁকে স্বামীজ্ঞানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি, কে তোমায় বল্‌লে ?

আনন্দ। কেউ না বলুক্‌, ভাবগতিক দেখে কি বুঝ্‌তে বাকি থাকে ? আচ্ছা তাকে পছন্দ না হয়, তবে আমাকে ভজনা কর ;

নির্লজ্জ ব'লে আর আপত্তি চল্‌বে না। আর আমি বোধ হয় তোমার মনের মতই হবো।

গীত।

আমি মাধব মহীপতি।
মানস-তুলিতে আঁকা, অপরূপ রূপ-রেখা,
ভক্তহৃদয়পটে মোহন মূরতি॥
সাগর-অম্বরে আমারি নীলিমা,
প্রভাত-অধরে আমারি রক্তিমা,
আমার প্রভায় পায় প্রকাশ প্রভাময়,
প্রভাব প্রভূত বিভূতি।
রজনী বাসর ষড় ঋতু বৎসর,
বার মাস ব্যাপি আমারি বাসর,
বর আমি নটবর, বধূ ইনি শ্রীমতী
বসুমতী প্রকৃতি সতী॥

হেম। আমি তোমার মন ভুলান কথার ছাঁদে ভুল্‌বো না। আমার স্বামী ঈশ্বর।

আনন্দ। ঈশ্বর হোক্ আর মানুষই হোক্, লজ্জাত্যাগ না কর্‌লে কারো স্বামীত্বে তোমার অধিকার নেই; কারণ লজ্জাই তোমার মাধুর্য্য, লজ্জাই তোমার সৌন্দর্য্য, লজ্জালাভের জন্যই পুরুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট। হ্যাঁ, আর একটা কথা তোমায় ব'লে যাই। পুরুষ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। মনোনীত পুরুষকে স্বামীজ্ঞানে পূজা কর্‌লে ঈশ্বরকেই পূজা করা হয়। চঞ্চল মনকে একবার ঈশ্বরের দিকে, একবার মানুষের দিকে টানাটানি কর্‌লে মন ভেঙ্গে যায়, ফলে দুকূল হারিয়ে হতাশ হ'তে হয়। [প্রস্থান।

হেম। কি বলে, বোঝা যায় না; অথচ কথাগুলি বড়ই মিষ্ট, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। [চিন্তা করিতে লাগিল]

গীতকণ্ঠে সাধন-সিদ্ধাগণের প্রবেশ।

সাধন-সিদ্ধাগণ।—

গীত।

যদি একুল ওকুল রাখ্‌বি দু কুল,
ভেবে সই হোস্‌নে আকুল।
আরাধিয়া গোকুল-পতি, মনোমত মাগ পতি,
তাঁরি পদে রাখ মতি, ফুট্‌বে লো তোর বিয়ের ফুল॥
ফলে ফুলে প্রভুর পূজা, কর সখি পাবে মজা,
ইহকালে পরকালে পাবি লো সুখ অশেষ অতুল।
পিপাসায় আকুলপ্রাণে, চেয়ে কেন মেঘের পানে,
সাম্‌নে তোমার প্রেমের নদী, ভেসে চল আপনমনে,
স্বামী-সাগরসঙ্গমে ;—
সে যে অসীম সনে মিশিয়ে আছে,
নাইক লো তার কিনারা কূল।

[প্রস্থান

হেম। [তন্ময় হইয়া পড়িল]

সুবলের প্রবেশ।

সুবল। [হেমকে দেখিয়া স্বগত] আ-মরি-মরি! কি রূপ, যন নির্ম্মল জ্যোৎস্না! যেন চাঁদ কলঙ্কমোচন কর্‌বার জন্য লোক-মাজে নেমে এসেছ। কত বিষণ্ণ! কতই না ভাব্‌ছে! বোধ হয়

ভাব্‌ছে, লোকে কেন আমায় কলঙ্কিত বলে। আমার যে দিকটা পাষাণ, যেখানে একটুও প্রেম নাই, সেইটেই তো লোকচক্ষে কলঙ্ক! যে প্রেমিক, সে আমার এত রূপ থাক্‌তে কলঙ্কের পানেই চেয়ে থাক্‌বে কেন? না—না, এ রূপে কলঙ্ক নাই। লোকের কথা মিথ্যা। আমি এরই রূপে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

সারীর প্রবেশ।

সারী। এই যে! একবারে রূপ দেখে বিভোর হ'য়ে গেছিস্ যে?

সুবল। সারী! তোকে যে আমি খুঁজে খুঁজে সারা হ'য়ে গেলাম। তুই কিছু মনে করিস্‌নে, আমি কেবল ওকে দেখ্‌ছিলাম। দেখ্‌তেও কি দোষ?

সারী। কোন দোষ নেই; প্রাণ ভ'রে দেখে নে,—নইলে একটু পরে আমি ওকে জন্মের মত দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে দেবো।

সুবল। কেন? ও কি করেছে?

সারী। ও বেঁচে থাক্‌তে তুই আমাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বি নে।

হেম। [নিদ্রাভঙ্গে সারীকে দেখিয়া] দিদি—দিদি! কখন এলে? চল, আমি বাড়ী যাবো; আমায় নিয়ে চল!

সারী। একবারে যমের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি চল। [আঘাত করিতে উদ্যত হইলে সুবল তাহাকে ধরিল]

হেম। আমায় মার্‌বে? কেন? আমি তোমার কি করেছি? দিন কতক তোমাদের বাড়ীতে ছিলাম ব'লে? আচ্ছা, আর আমি যাবো না; তুমি আমায় মেরো না।

সারী। তুই আমার মনের মানুষকে কেড়ে নিয়েছিস্, তোকে মেরে তবে আমার কাজ!

সুবল। কেড়ে নেয়নি—কেড়ে নেয়নি, আমি তোরই আছি,—মারিস্‌নে।

সারী। ছেড়ে দে সুবল! বড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। আর আজ যদি তুই আমাকে শত্রুনিপাত কর্‌তে বাধা দিস্, তবে তুইও আমার চির-শত্রু।

সুবল। আর এখনি যদি আমি তোর শত্রু হই, তবে তুই কি কর্‌তে পারিস্? শুনে রাখ্ সারী! এই যুবতী যেমন আমায় ভাল-বাসে ব'লে, ঈর্ষায় ওকে বধ কর্‌তে এসেছিস্, তেমনি আমিও ওকে ভালবাসি ব'লে তোরও আমি শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। এখন যদি ভাল চাস্ তো সংকল্প ত্যাগ কর্।

সারী। কিছুতেই নয়। শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা করতে কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

সুবল। তবে মর্—ঠাণ্ডা হ'য়ে মর্, যেন চেঁচাস্‌নে। হয় তো কেউ এসে পড়্‌বে—আর তোর এমন সুখের মরণ মর্‌তে পাবি নে!

সারী। না—না, মেরো না—মেরো না!

[নেপথ্যে কোলাহল]

সুবল। ওই এলো—ওই এলো! সারী! আর তোর আমার হাতে মরা হ'লো না। [ভয়ে ছাড়িয়া দিল]

সারী। সারী ওকে মেরে তবে মর্‌বে।

[প্রস্থান।

সুবল। আমিও তবে তোকে নিপাত ক'রে ওর সঙ্গে নিশ্চিন্ত-মনে সংসার কর্‌বো।

[পশ্চাদ্ধাবন।

হেম। ভগবান! প্রাণের মূল্য এত? বাবার মুখে শুনেছি,

রাজা আমার প্রাণ নেওয়ার জন্য পণ করেছে। পথের পথিক, সেও প্রেম-বিনিময়ে আমার প্রাণ চায়। আবার এরাও আমার প্রাণ নেবার জন্য প্রাণপণ কর্‌ছে।

আনন্দের পুনঃ প্রবেশ।

আনন্দ।—

গীত।

তবু তো প্রাণ চায় না তোমায়
আমার প্রাণে প্রাণ স'পিতে।
তবু বালা কর হেলা, আমার গলায় মালা দিতে॥
সেধেছিনু কত ছলে, চ'লে গেলে অবহেলে,
এখন লোকে পায়ে ঠেলে, কাঁদ কেন প্রাণ কাঁদাতে ?

হেম। ওগো! তুমিই যথার্থ প্রেমিক; তোমাকেই আমি স্বামী ব'লে পূজা করবো,—তুমিই আমার মনের মত। আমি আমার মনকে স্থির করেছি। তুমি আমায় পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে চল।

আনন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভালবাস বল এত, ভাল ক'রে বাস্‌লে না তো,
কৃপণ এমন তোমার মত, নাইকো নিখিল অবনীতে॥

হেম। আমি যে ভালবাসার কাঙ্গালিনী। আজন্ম আমায় ভাল-বাস্‌তে কেউ নেই। তুমি আমায় ভালবাসা দিয়ে আমার কৃপণতা ঘুচিয়ে দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ময়নার বাড়ী।

ময়না ও ভীলুক।

গীত।

ভীলুক।— ওগো ও কেমন তোমার প্রাণ ?
বুকের মাঝে জ্বেলে আগুন,
কর লো প্রয়াণ ॥
ময়না।— মুখে আগুন আরে ম'লো,
ভীলুক।— চোখে আগুন বল, বল কেন লো জ্বালো ?
ময়না।— আপদ বালাই কোথা পালাই,
দিনে রেতে একি জ্বালাতন—
ভীলুক।— জ্বেলে আছ রূপের ধূনি,
ওলো ও তপস্বিনি,
ও ধূনি ছেড়ে বল ধনি,
প্রেমের পোকার কোথা স্থান ?
ময়না।— গড় করি গো, থাম থাম গো প্রেমের ঠাকুর,
ভীলুক।— আশীর্ব্বাদে হইগো তোমার চরণে নূপুর,
ময়না।— আর কাজ কি রে বেইমান্ ?
ভীলুক।— যদি একান্তই বাম,
তোমার পায়ের ধূলো গায়ে মেখে
জ্বালা করি নির্ব্বাণ ॥

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দশার্ণের রাজকক্ষ।

রাজা, রাজগুরু ও সন্ন্যাসী।

রাজা। গুরুদেব! আর নাহি সন্দেহ আমার।
সত্যবাদী সন্ন্যাসী সুজন,
সত্য তাঁর সকল কাহিনী।
শুনেছেন রাণী,
শুনিয়াছে পুরোনারীগণ,
সত্য বটে নপুংসক জামাতা শিখণ্ডি।
পাপিষ্ঠ পাঞ্চাল
প্রবঞ্চনা করিল আমারে,
ব্যক্ত তাহা এতকাল পরে
সন্ন্যাসীর সাধু প্ররোচণে।
আদেশ করুন গুরো!
প্রতিশোধ নিতে।

গুরু। বৎস! শঠে শাঠ্যং সমাচর—শাস্ত্রের বচন।

রাজা। প্রতিহারী!
কহ গিয়া অমাত্যে এখনি—
আজ্ঞা দিতে সেনাপতিগণে,

সুসজ্জিত করিতে বাহিনী ;
অবিলম্বে অভিযান করিব পাঞ্চালে ।
অন্তঃপুরে করহ প্রচার,
বিষাদের নাহি কোন হেতু ;
বাসন্তীর স্বয়ম্বর হবে পুনরায় ;
যুদ্ধ অন্তে শত্রুরক্ত করি প্রক্ষালন,
কুঙ্কুম-চন্দনগন্ধে করি বিলেপন,
হবো সবে উৎসবে মগন ।

প্রতিহারীর প্রস্থান

গুরুদেব ! আছে তো বিধান ?

গুরু অবশ্যই আছে মহারাজ !
"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
"পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥"
মহারাজ ! শাস্তিদাতা নহে শাস্ত্রকার ।
নারীর জীবন-পথ
হয় পাছে বিঘ্নময় বিপদসঙ্কুল,
তাই সহৃদয় তত্ত্ববিদ্‌গণ,
বিধবার পরাপেক্ষা করিয়া বিনাশ
পাতিত্যের অপক্ষপাতী,
এই বিধি করিলা প্রচার ।

রাজা এইরূপ সুবিচার-গুণে,
শাস্ত্রকার শ্রদ্ধার ভাজন ।

সন্ন্যাসী । হে রাজন্ ! নিবেদন মম,—
সপ্রমাণ হ'য়ে থাকে যদি,

আজ্ঞা দিন—যাই আমি,
আছে মোর কার্য্যান্তর বহু।

রাজা। চিরকাল রহিনু বাধিত,
পাই যেন অচিরে সাক্ষাৎ।
আপনার পদধূলি
দশার্ণের বাঞ্ছিত সম্পদ।

[সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। বাবা! আবার না কি আমার বিবাহ দেবেন?

রাজা। হাঁ মা, বড়ই লজ্জিত আমি।
প্রবঞ্চনা করেছে পাঞ্চাল,—
অগ্রে তারে দিয়ে প্রতিফল,
স্বয়ম্বর করিব আহ্বান;
বরমাল্য দিবে তুমি
ইচ্ছামত নরেন্দ্র-নন্দনে।

বাসন্তী। আর সেই সঙ্গে বাবা!
কাঙ্গালিনী সঙ্গিনী আমার,
তার এক যোগ্য বর করুন সন্ধান।

রাজা। ছিঃ মা! বিধবা যে সেবিকা তোমার।

বাসন্তী। হোক্ বাবা! আমি কি সধবা?
ক্লীবজায়া, বিধবার একই তো বিধান—
একই ভাগ্য—এক সূত্রে গাথা আছে
পাঁচটী অভাগী।

গুরু । সত্য বটে তর্ক মা তোমার।
শাস্ত্রমতে অন্য পতি করিতে গ্রহণ,
আছে বটে বিধবার পূর্ণ অধিকার।
কিন্তু মা বিদুষী !
ঘটে তাহে বহুবিধ বাধা।
বাসন্তী। কেন বাধা গুরু ?
গুরু। প্রথমতঃ ধর ভাগ্যবাদ,—
ভাগ্যদোষে বৈধব্য নারীর—
সুতরাং, বিধাতার বিধি যাহে বাদী,
মানুষের বিধি তার কি করিবে বাদা ?
উতলায় হইলে উদ্যোগী,
হয় তো বা বিধি-বিড়ম্বনে
ভেঙ্গে যায় বজ্রাঘাতে বরণের ডালা,—
শুকায় ফুলের মালা
অভাগীর নিঃশ্বাসের তাপে—
দিতে গেলে দ্বিতীয়ের গলে।
বাসন্তী। কেন গুরু !
বিধাতার কিসে এত বাদ ?
আর তাঁর কষ্ট দিতে সাধ
শুধু এই বিধবার প্রতি ?
গুরু। কর্ম্মদোষে অভিশপ্ত এরা।
সম্ভবতঃ কর্ম্মে বাধ্য স্বয়ং নিয়ন্তা—
তাই মাতা,
একপক্ষে বিধাতাই বাদী হয় বটে।

বাসন্তী। কিন্তু ভর্ত্তৃহীনা যারা
আর চারি বিভিন্ন বিধায়,
ভাগ্যধরী তারা কি সবাই ?

গুরু। নহে ভাগ্যবতী, কিন্তু গুণবতি !
পিতৃমাতৃ-প্রমাদের বশে,
প্রবঞ্চনে কিম্বা কোন দুরাচার-দোষে।
পতিহীনা হইল কন্যকা,
মনীষীর মতে তাহা মানুষের দোষ।
পুরুষের স্বেচ্ছাকারে অবলার জ্বালা,—
তাই বালা, দিলা এ বিধান
সংশোধিতে মানুষের ভ্রম—
নিবারিতে সমাজের গ্লানি।

বাসন্তী। মানি তাহা ; কিন্তু মহামানী !
যদ্যপি বিবাহ অন্তে
হন স্বামী নপুংসক কিম্বা অধোগামী,
তবে তাহা অবশ্যই
কামিনীর অদৃষ্টের দোষে ;
তাহাদের কি হবে বিধান ?

গুরু। সমানি বিধান।

বাসন্তী। ভাগ্য তবে নহে বলবান ?
হায় রে বিধান।
ভাগ্যদোষ রাখিয়া প্রমাণ
পার্য্যমানে ছলনায় বঞ্চনা করিলে
নীরিহ ললনাগণে।

গুরু । বিষাদিনী কেন মা নন্দিনি ?
ভাগ্যে রাখি দূরে,
প্রাজাপত্য মতে,
বিধবার কে হইবে দাতা ?
বাসন্তী নাহি দাতা, নাহি প্রয়োজন,—
গান্ধর্ব্বের আছে তো বিধান ?
সে নিয়মে আপনি কন্থকা
যোগ্যবরে আপনারে করিবে অর্পণ ।
গুরু । কিন্তু সমর্পিতা পর-অধিকৃতা
পূর্ব্বে তার পূর্ব্ব স্বামী-করে ।
স্বাধীনতা আর কিবা আছে সে কন্থার ?
বাসন্তী রাত্রে নিদ্রাগতা, নিভৃতে বালিকা
অপহৃতা হইল অজ্ঞাতে,
সমর্পিতা হয় সে কি হারকের পদে ?
জ্ঞানহীনা ক্রীড়ামতি সরলা যখন
মন-প্রাণ কিছুই বোঝে না,
হ'লো পরিনীতা—হ'লো পতিহীনা,—
সে যে পরাধীনা, তখনও বোঝে না ।
বুঝিল যখন, না পায় কারণ ;
শুধু তার ভয়, শুধুই বিস্ময়—
মানি লয় পর-অধীনতা ।
গুরু । বৃথা খেদ কর মা বাসন্তি !
সত্য বটে, সর্ব্ববাদী মতে
এ ক্ষেত্রে গান্ধর্ব্বই উচিত আচার !

কিন্তু চারুশীলে,
দেশ কাল পাত্র তার প্রধান বিরোধী।
প্রচলন হ'লে এ প্রথার,
বালিকার বয়স্থার না থাকিবে ভেদ।
তাই সনাতন ধর্ম্মের সেবক
সুপবিত্র হিন্দুর সমাজ
সহিতে অক্ষম তাহা।

বাসন্তী। সমাজ? সমাজ তা সহিবেন কেন? সমাজ তো স্ত্রী-জাতির নয়, সে যে পুরুষের; তাতে শুধু পুরুষের একার অধিকার। পুরুষ তাকে সৃজন করেছে, পুরুষই তার সংস্কার করে। স্বার্থপর পুরুষ-সমাজ! তা যদি না হবে, তবে পুরুষের একাধিক দারপরিগ্রহে সমাজ কেন একবারও কটাক্ষপাত করে না? পুরুষ পতিপ্রাণা পত্নীকে অকারণে পরিত্যাগ ক'রে অন্য পত্নী গ্রহণ করে, সমাজ তার প্রতিকার করে না কেন? রূপে মুগ্ধ হ'য়ে কুলীন ইতর কন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌তে পারে, তাতে সমাজের পাতিত্য হয় না, তাতে তার ধর্ম্ম টলে না, বর্ণশঙ্কর তাতে হয় না—হয় শুধু হায় রে বিধবা! হয় শুধু তোদের বিবাহে! সমাজের অমঙ্গল-বিভীষিকা তোরা! তোদের জন্য জাতির ভয়, দেশের ভয়, ধর্ম্মের ভয়! তোরা মরিস্ না! স্বামী গেল, সুখ গেল, অধিকার গেল, অধিকার গেল, সঙ্গে সঙ্গে তোরা কেন গেলি না? মর্ তোরা। না—না—না, মর্‌তে তোদের দেবো না। তোরা যদি মর্‌বি, তবে হিন্দুশাস্ত্রের সংযম রাখ্‌বে কে? তোরা মর্‌লে হিন্দু-সমাজ পীড়ন কর্‌বে কাকে? তোরা মর্‌লে সমাজের লাথি খেয়ে তাকে সেবা কর্‌বে কে? বেঁচে থাক্— বেঁচে থেকে সহ্য কর্; না করিস্, সমাজ তোদিগে দেশের আবর্জ্জনার

মধ্যে নিক্ষেপ করবে। সমাজ তোদিকে বেশ জানে—বেশ চেনে। তোদের ক্ষুধা, ক্ষুধা নয়—তোদের তৃষ্ণা, তৃষ্ণা নয়—তোদের রক্ত, রক্ত নয়—তোদের জন্ম, জন্ম নয়—শুধু বিধবার বিড়ম্বনার একটা নিদর্শন।

রাজা। বাসন্তি! ক্ষান্ত হ' মা!
বেদবিধির বিহিত চর্চ্চায়
ব্রাহ্মণের পূর্ণ অধিকার;
ক্ষত্রকন্যা তুই,
তোর মুখে সে তর্ক সাজে না।

বাসন্তী। আমার না সাজ্‌তে পারে, সাজে রাজার—যিনি সমাজের মুখ স্বরূপ।

রাজা। ছিঃ মা! রাজা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের দাস। রাজ্যাধিকার ব্রাহ্মণের, ক্ষত্র তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মহারাজ! পাঞ্চাল-সেনাপতি মহারাজকে সম্মান জানাতে এসেছেন।

রাজা। আচ্ছা! তাঁকে সমাদরে নিয়ে এস।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

রাজা। [বাসন্তীর প্রতি] অন্তঃপুরে যাও মা! রাজকার্য্য আছে।

বাসন্তী। রাজকার্য্য শুধু বিগ্রহে; সে বিগ্রহ শুধু রাজার বিরুদ্ধে -দেশের বিরুদ্ধে,—সমাজের বিরুদ্ধে নয়।

[প্রস্থান।

কিন্তু চারুশীলে,
দেশ কাল পাত্র তার প্রধান বিরোধী।
প্রচলন হ'লে এ প্রথার,
বালিকার বয়স্থার না থাকিবে ভেদ।
তাই সনাতন ধর্ম্মের সেবক
সুপবিত্র হিন্দুর সমাজ
সহিতে অক্ষম তাহা।

বাসন্তী। সমাজ? সমাজ তা সহিবেন কেন? সমাজ তো স্ত্রী-জাতির নয়, সে যে পুরুষের; তাতে শুধু পুরুষের একার অধিকার। পুরুষ তাকে সৃজন করেছে, পুরুষই তার সংস্কার করে। স্বার্থপর পুরুষ-সমাজ। তা যদি না হবে, তবে পুরুষের একাধিক দারপরিগ্রহে সমাজ কেন একবারও কটাক্ষপাত করে না? পুরুষ পতিপ্রাণা পত্নীকে অকারণে পরিত্যাগ ক'রে অন্য পত্নী গ্রহণ করে, সমাজ তার প্রতিকার করে না কেন? রূপে মুগ্ধ হ'য়ে কুলীন ইতর কন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌তে পারে, তাতে সমাজের পাতিত্য হয় না, তাতে তার ধর্ম্ম টলে না, বর্ণশঙ্কর তাতে হয় না—হয় শুধু হায় রে বিধবা! হয় শুধু তোদের বিবাহে! সমাজের অমঙ্গল-বিভীষিকা তোরা! তোদের জন্য জাতির ভয়, দেশের ভয়, ধর্ম্মের ভয়! তোরা মরিস্ না! স্বামী গেল, সুখ গেল, অধিকার গেল, অধিকার গেল, সঙ্গে সঙ্গে তোরা কেন গেলি না? মর্ তোরা। না—না—না, মর্‌তে তোদের দেবো না। তোরা যদি মর্‌বি, তবে হিন্দুশাস্ত্রের সংযম রাখ্‌বে কে? তোরা মর্‌লে হিন্দু-সমাজ পীড়ন কর্‌বে কাকে? তোরা মর্‌লে সমাজের লাথি খেয়ে তাকে সেবা কর্‌বে কে? বেঁচে থাক্—বেঁচে থেকে সহ্য কর্; না করিস্, সমাজ তোদিগে দেশের আবর্জ্জনার

মধ্যে নিক্ষেপ করবে। সমাজ তোদিকে বেশ জানে—বেশ চেনে। তোদের ক্ষুধা, ক্ষুধা নয়—তোদের তৃষ্ণা, তৃষ্ণা নয়—তোদের রক্ত, রক্ত নয়—তোদের জন্ম, জন্ম নয়—শুধু বিধবার বিড়ম্বনার একটা নিদর্শন।

রাজা। বাসন্তি! ক্ষান্ত হ' মা!
বেদবিধির বিহিত চর্চ্চায়
ব্রাহ্মণের পূর্ণ অধিকার ;
ক্ষত্রকন্যা তুই,
তোর মুখে সে তর্ক সাজে না।

বাসন্তী। আমার না সাজতে পারে, সাজে রাজার—যিনি সমাজের মুখ স্বরূপ।

রাজা। ছিঃ মা! রাজা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের দাস। রাজ্যাধিকার ব্রাহ্মণের, ক্ষত্র তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মহারাজ! পাঞ্চাল-সেনাপতি মহারাজকে সম্মান জানাতে এসেছেন।

রাজা। আচ্ছা! তাঁকে সমাদরে নিয়ে এস।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

রাজা। [বাসন্তীর প্রতি] অন্তঃপুরে যাও মা। রাজকার্য্য আছে।

বাসন্তী। রাজকার্য্য শুধু বিগ্রহে ; সে বিগ্রহ শুধু রাজার বিরুদ্ধে —দেশের বিরুদ্ধে,—সমাজের বিরুদ্ধে নয়।

[প্রস্থান।

বাণবিদের প্রবেশ।

বাণবিদ। মহারাজ! অভিবাদন করি।

রাজা। কি সংবাদ সেনানী!
রাজার কুশল তো?

বাণবিদ্। মহারাজ! রাজার কুশল,
রাজ্য কিন্তু ঘোর অকুশলে।
মন্ত্রীহীন হয়েছে পাঞ্চাল,
সভামধ্যে অবজ্ঞাত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।

রাজা। তোমার আগমনের কারণ?

বাণবিদ। বিপ্রদ্রোহী অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় রাজার
দাস্যভার বহন করিতে
ক্ষত্র আমি অনিচ্ছুক—নিতান্ত অক্ষম।

রাজা। কি চাও?

বাণবিদ্। ভুবনবিখ্যাত বিপ্র-অনুগত,
ক্ষত্রকুল-চূড়ামণি আপনার নাম
শুনিয়াছি বহু দিন হ'তে।
তাই বাসনা আমার,
শক্তিহীনা এই তরবারি
রাজেন্দ্রের আজ্ঞাধীন করি।

ইত্যবসে শম্বলী আসিয়া অভিবাদন করিলেন।

রাজা। এই যে শম্বলী! পাঞ্চাল-সেনানী বাণবিদ্ কর্ম্মপ্রার্থী। আমি তাকে তোমার সহকারী-পদে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করি; তোমার কি মত?

শম্বলী। রাজার ইচ্ছার বিরোধী কে মহারাজ ?

রাজা। উত্তম! তবে শোন বাণ! আমরা অতিশীঘ্রই পাঞ্চাল আক্রমণ করবো। পাপমতি দ্রুপদ তার ক্লীব-সন্ততি শিখণ্ডীকে আমার কন্যার সহিত বিবাহিত ক'রে আমাকে প্রতারিত করেছে —আমার কন্যার ইহ-পরকাল নষ্ট করেছে ; তাই আমি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবো। তুমি সে যুদ্ধে প্রাণপণ করতে প্রস্তুত ?

বাণবিদ্। অধমের ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু সম্ভব, দাস তা সম্পন্ন করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত মহারাজ!

রাজা। তারপর, যুদ্ধান্তে তোমার কার্য্য-কুশলতার পুরস্কার স্বরূপ আমার কন্যার ভাবী স্বয়ম্বরে তোমাকে বিশেষরূপে সম্মানিত করবো।

বাণবিদ্। মহারাজ সুবিচারক। [স্বগত] রাজকন্যার স্বয়ম্বর! বোধ হয় সেই কন্যা, যাকে এইমাত্র প্রাসাদের অলিন্দে অন্যমনস্কা দেখে এলেম—সেই অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী! তারই স্বয়ম্বরে সম্মান পাবো! কিন্তু স্বয়ম্বরে ক্ষত্রিয়ের সম্মান কন্যাদান ব্যতীত আর কি হ'তে পারে ? বাণবিদ্! পরীক্ষা কর দেখি, এখন তোমার নাসিকার কোন্ রন্ধ্র হ'তে শ্বাসবায়ু নির্গত হ'চ্ছে ?

রাজা। বাণ! এখন তুমি বিশ্রাম করগে। প্রতিহারি! সঙ্গে নিয়ে যাও।

[প্রতিহারী সহ বাণবিদের প্রস্থান।

শম্বলী। [স্বগত] স্বয়ম্বরে রাজ-অনুগ্রহ, আগন্তুকের—সহকারীর, আমার নয়!

রাজা। শম্বলী! প্রস্তুত হওগে।

শম্বলী। একটা কথা মহারাজ! সহসা অজ্ঞাতকুলশীলকে, বিশে-

যতঃ শত্রুর সেনানীকে এতটা অধিকার দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? আগন্তুক শত্রুপ্রেরিত গুপ্তচর হ'তেও পারে তো?

রাজা। শম্বলী! সংসারে পাপ প্রবেশ করলে গৃহলক্ষ্মী চঞ্চলা হন; গৃহলক্ষ্মী চঞ্চলা হ'লে, গৃহে শত্রু দাঁড়ায়। আমার গৃহ-শত্রুর সাহায্য ভিন্ন বহিঃ-শত্রুর প্রবেশ অসম্ভব। দ্রুপদের রাজ্যের অবস্থা এখন এইরূপ; সুতরাং আমাদেরও মণিকাঞ্চণ-সুযোগ!

শম্বলী। মহারাজ!

রাজা। বক্তব্য তোমার বুঝেছি; ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না, তুমিও যথেষ্ট পুরস্কার পাবে। আসুন গুরুদেব!

[রাজগুরু সহ প্রস্থান।

শম্বলী। [স্বগত] আমি পাবো! অগ্রে না পশ্চাতে? সম্ভবতঃ পশ্চাতে। আচ্ছা, আমিও দেখ্‌বো যাতে অগ্রভাগ আমরই হয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

শিখণ্ডী আসীন। সখীগণের নৃত্যগীত।

গীত।

১ম সখী।— ওগো—ওগো—

২য় সখী।— ওগো, আমাদের বড় আদরের ওগো!

৩য় সখী।— ওগো তুমি কে গো?

৪র্থ সখী।— তুমি না কি গো রাজার বেটা?

৫ম সখী।— যদি বলি তোমারে ফুল,
তাও তো থাকে ভাষাতে ভুল,
বাধে ল্যাঠা মীমাংসাতে, কুঁড়ি কি ফোটা॥

৬ষ্ঠ সখী।— দেখে তোমায় ঘোম্‌টা টেনে,
যাবো না কি ঘরের কোণে,

১ম সখী।— নাড়ী-জ্ঞানে নারী জেনে নাচ্‌বো না কি খেম্‌টা?

২য় সখী।— মুখখানা ঠিক মিনষের মতন,

৩য় সখী।— বুকভরা যে নারীর লক্ষণ,

৪র্থ সখী।— ঠোঁটে পেটে গোঁফের গমন,—
মাগীর মতন ঢংটা॥

১ম সখী। বলি, ওগো! শুন্‌ছো গো! মহারাজের শিগ্‌গীর একটা নাতি হবে,—তোমাকে নাচ্‌তে হবে। এইবেলা অভ্যেস্ ক'রে নাও।

২য় সখী। কখনও তো নাচেনি ; তুই একবার আগে নেচে দেখিয়ে দে।

১ম সখী। শত্তুর নাচুক। আমি কেন তেমন অলক্ষণে নাচ নাচ্‌বো না ?

২য় সখী। তুই যে পণ্ডিত ; পণ্ডিতি কর্‌তে দোষ কি ?

১ম সখী। তবে তোরা দোয়ারকি কর্।

গীত।

আয় কোলে দুলাল খোকার মার। .
আয় বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্ রাঙা খোকা।
আয় পোয়াতি লো, ও আয় রসবতী—ও আয়,
বেঁচে থাক্ খোকার বাপ হ'বি রাজার মা॥

[গীতান্তে] দাও, বক্‌সিস্ দাও।

২য় সখী। খোকার বাবা দেবে।

১ম সখী। কে খোকার বাবা ?

২য় সখী। [শিখণ্ডীকে দেখাইয়া] উপস্থিত ইনি।

১ম সখী। ইনি কি রকম ? ইনি তো নাচ্‌বেন।

৩য় সখী। বলি হ্যাগা ! এত লোক গলাবাজি কর্‌ছে, আর তোমার মুখে আকার-ইকার নেই কেন ? তোমার মুখখানাও কি ভোঁতা ?

৪র্থ সখী। দেখ্ দেখি, জিবটা আছে তো ?

৫ম সখী। তা আছে ; রসবোধও খুব। আদিরসের কথা শুন্‌লে ওঁর মুখে হাসি আর ধরে না।

৪র্থ সখী। ইস্ ! মাথা নেই তার মাথাব্যথা !

১ম সখী। [শিখণ্ডীর গায়ে ধাক্কা দিয়া] ওগো ! ওগো ! শুন্‌ছো গো।

শিখণ্ডী। [কাঁদ-কাঁদ স্বরে] তোমরা আমায় রাগিও না বলছি— আমি ব'লে দেবো।

১মা সখী। ব'লে দেবে? কাকে?

শিখণ্ডী। তোমাদের সইকে।

২য় সখী। সইকে? সই তোমার কে হয়?

শিখণ্ডী। কেন, বউ?

২য় সখী। বটে! তুমি বুঝি পুরুষ?

১ম সখী। তোমার তুবেলা ক্ষিদে হয়?

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। না, তা হবে কেন? ও তো একট মানুষ নয়! যাও, কেন জ্বালাতন কর্‌ছো?

২য় সখী। দেখো—দেখো, তবু যদি পুরুষ হ'তো লো! বলে—

"অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।
অতি বড় রূপসী না পায় বর॥"

আয় লো আয়, চ'লে আয়—

[সখীগণের প্রস্থান।

বাসন্তী। আদর! এখন তুমি রাজাজ্ঞায় বন্দী। কিন্তু আমি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি।

শিখণ্ডী। আমাকে মুক্তি দিলে, তুমি তো রাজদ্রোহিনী হবে?

বাসন্তী। সে কথা সত্য! তোমাকে মুক্তি দিলে আমার মুক্তি নেই বটে, কিন্তু পরকাল তো আছে?

শিখণ্ডী। তুমি যদি আমাকে স্বামী বল্‌তেই লজ্জা পাও, চিরকাল আদর ব'লেই ডাক্‌বে; তবে আমার জন্য তোমার এত উদ্বেগ কেন?

বাসন্তী। স্বামীকে আর কি ব'লে ডাক্‌বো আদর? স্বামীকে স্বামী বল্‌লেই কি তাঁর মিষ্ট লাগে? বল আদর! কি বল্‌লে তুমি সন্তুষ্ট হও? আমার যে আর ভাষা নেই। তুমি যে আদরের অবতার! তোমার জনক-জননী জগতে যার কাছে যত আদর ছিল, সমস্তটুকু মধুর মত সংগ্রহ ক'রে, যেন তোমারই উপর বর্ষণ করেছিলেন; তাই আমি যে আদরটুকু পেতাম, তাও আর পাই না। লোকে আমাকে দুর্ভগা ব'লে অনাদর করে। বল আদর! বড় আদরের তুমি, তোমাকে আদর ভিন্ন আর কি বল্‌লে তোমার সেই আদর বজায় থাকে?

শিখণ্ডী। আমায় মুক্ত ক'রে তুমি কোথায় যাবে?

বাসন্তী। আপাততঃ ছদ্মবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে।

শিখণ্ডী। আমিও যাবো।

বাসন্তী। তবে, এস। কিন্তু তুমি যদি পুরুষ হ'তে, তা হ'লে আমার এই যুদ্ধদর্শন প্রস্তাবে কখনই সম্মত হ'তে না। বরং আমাকে সঙ্গে নিতে ভয় পেতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

দশার্ণ-সৈন্যগণ ও বাণবিদের প্রবেশ।

বাণবিদ্। গাও সৈন্যগণ, দশার্ণের জয়!

সৈন্যগণ। জয় দশার্ণের জয়!

বাণবিদ্। এখন সংকল্প কর, রাজার শত্রু, তোমাদের শত্রু; রাজার জয়, তোমাদের যশ; রাজার পরাজয়, তোমাদের মৃত্যু। [সৈন্যগণের জয়ধ্বনি] তোমাদের এক তৃতীয়াংশ আমার সঙ্গে এস, অবশিষ্ট সেনাপতির আজ্ঞা অপেক্ষা কর।

শম্বলীর প্রবেশ।

শম্বলী। সৈন্যের বিভাগ,
নহে বীর! আপনার অভিলাষ মত।

বাণবিদ্। উত্তম; আপনার ইচ্ছামতই হোক্।

শম্বলী। এস সৈন্যগণ! সকলে আমার অনুসরণ কর।

বাণবিদ্। সে কি! আমি তবে কোন্ সৈন্য পরিচালনা কর্‌বো?

শম্বলী। আপাততঃ আপনি একক; পরে প্রয়োজন হ'লে সাহায্য পাবেন। [সসৈন্য প্রস্থান।

বাণবিদ্। কি ভয়ানক! আচ্ছা, তবে তাই হোক্। প্রাণময়ি! মনময়ি! স্বপ্নময়ি! কল্পনায় ভেবে রেখেছি, তুমি আমারই হবে। এ যুদ্ধ তোমার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ। এ যুদ্ধে আমি প্রাণপণ কর্‌বো। তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার সহায়!

[প্রস্থান।

অন্য দিক দিয়া পাঞ্চাল সৈন্যসহ শঙ্কুর সিংহ ও
বয়স্যের প্রবেশ।

শঙ্কুর। সৈন্যগণ! প্রজাগণ!

বয়স্য। ব্রাহ্মণগণ! বাবাজিগণ!

শঙ্কুর। ঐ শোন, দামামা বেজে উঠ্‌লো।

বয়স্য। উঠ্‌লো।

শঙ্কুর। এখন সকলে প্রস্তুত হও।

বয়স্য। কাপড় ছেড়ে এসো!

শঙ্কুর। প্রাণপণ কর—মর্‌বার জন্য প্রস্তুত হও।

বয়স্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মর। তোমরা সব না মর্‌লে জয়লাভ হবে কেন? মর—মর।

[উভয়ের প্রস্থান

১ম সৈন্য। শুন্‌লে হে, এখন মর।

২য় সৈন্য। জানি হে জানি। রাজারা শুধু যুদ্ধের সময় মর্‌তে বল্‌তে পারে, কিন্তু আমরা যখন না খেয়ে মরি, তখন একবার ফিরে তাকায় না।

১ম সৈন্য। বল তো ভাই, মরাটা কি এত সোজা?

সৈনিকগণ

গীত।

১ম সৈন্য। আমি কি মর্‌তে এখনি পারি?
আছে ঘরজোড়া ঘর আলো করা নাবালিকা সুন্দরী।
২য় সৈন্য। সবে এই তো সেদিন হয়েছি আমি নূতন সংসারী,
ক'রে জুয়োচুরি কত বাটপাড়ি বেঁধেছি ঘর বাড়ী,

আমা বিনে ঘুঘু চরবে ভিটেয়, চোর ভূতে সব নেবে লুটে,
যাবো আমি শুধু ব্যাগার খেটে, তাওকি সইতে পারি ?

৩য় সৈন্য । হাত দেখে মোর বলেছে জ্যোতিষী এখনো আমার ঢের দেরী,
একশত কুড়ির এই মোটে কুড়ি, ওঠেনি এখনো গোঁপ দাড়ি,

৪র্থ সৈন্য । আমার এখনো হয়নি বিয়ে, আহা সে টোপর মাথায় দিয়ে,
বাকী আছে কত মজার ইয়ে, গিয়ে সে শ্বশুরবাড়ী ॥

[সকলের প্রস্থানোদ্যোগ ।

দ্রুতপদে সদানন্দের প্রবেশ ।

সদানন্দ । কোথা যাস্ কৃতঘ্নের দল !
অরাতির জয়-উচ্চারণে
বিদীর্ণ আকাশ-বক্ষ, দিগন্ত বধির,
পদাঘাতে চতুরঙ্গ দল টলায় মেদিনী,
রথধ্বজা, বৈজয়ন্তী উড়িছে গৌরবে,
বিপক্ষ হুঙ্কার ছাড়ি
রণাঙ্গণে করিছে আহ্বান,
তোরা কেন নিশ্চেষ্ট নীরব ?
সকলের সমরে উল্লাস,
তোরা কেন নিরানন্দ এবে ?
সকলের উন্মুক্ত কৃপাণ,
তোরা কেন করিস্ গোপন ?
জয়-আশা সকলের প্রাণে,
তোরা কেন নিরাশ অন্তরে ?
সকলেই অগ্রসর অমিত সাহসে,

তোরা কেন আতঙ্কে অস্থির—
ফিরে যাস্ কলঙ্ক-আশ্রয়ে ?
ছিঃ—ছিঃ, ইচ্ছা হয়
পশুবৎ হত্যা করি সবে।
কিন্তু তোরা পশুর অধম।
ফিরে দেখ্—মদমত্ত মাতঙ্গ সকল
ক্ষিপ্তপ্রায় রণবাদ্য শুনি,
ক্ষণে ক্ষণে করিছে বৃংহতি,
অশ্বহ্রেষা সিংহনাদ সম !
তাহাদের খুরোৎক্ষিপ্ত
ধূলিরাশি ধূম্রজাল সম
স্বজিয়াছে শূন্যে চন্দ্রাতপ।
জ্ঞানহীন পশু—
প্রাণপণ তারাও করেছে,
অন্নঋণ তারাও শুধিবে,
রাজভক্তি তারাও দেখাবে,—
তোরা শুধু পশ্চাৎ ফিরিয়া
রহিলি পশ্চাতে পড়ি নরকের পথে !
ধিক্—ধিক্ ওরে ভীরুগণ !
এতকাল রাজার আশ্রয়ে,
রাজ-অন্নে, রাজার শাসনে,
নির্ভর করিয়া সুখে কাটালি নির্ভয়ে,
আজি রাজা বিপদে পতিত,
নির্ভর করেছে শুধু তোদের বিক্রমে,

আর তোরা বিশ্বাসঘাতক
নিরুদ্যম অম্লানবদনে ?
এই কি রে প্রজার কর্ত্তব্য ?
এই কি রে ভারতের
বিশ্বশ্রুত অকৃত্রিম রাজভক্তি ?

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী　কেবা জানে, রাজভক্তি কিবা ?
রাজ-আজ্ঞা, রাজদণ্ড করিয়া লঙ্ঘন,
অর্থলোভী কারাধ্যক্ষে উৎকোচ প্রদানে,
আপন পাপের অংশ
দণ্ডভাগ দিয়ে সে অজ্ঞানে,
কারাত্যাগ সঙ্গোপনে তস্করের মত,
সেই বুঝি রাজভক্ত আদর্শ ভারতে ?

সদানন্দ　মিথ্যা। মিথ্যা এ সন্দেহ।
কেবা তুমি ? বুঝিয়াছ ভ্রম।
করি নাই কারাত্যাগ পরিত্রাণ আশে,
করে নাই কারারক্ষী উৎকোচ গ্রহণ.
প্রত্যুত ধার্ম্মিক সে প্রভুপরায়ণ।
জানে সে বিক্রম মম,
জানিত সে রাজার বিভ্রম।
বিনাদোষে বন্দী আমি,
জানিয়া সে রাজার বিপদ,
সাহায্যের তরে

প্রতিশ্রুত করায়ে আমারে,
পুনরায় ফিরিতে স্বস্থানে
করিয়াছে শৃঙ্খলমোচন।

সন্ন্যাসী। যাক্ সে বিচার ; কিন্তু কহ শুনি.
ন্যায়-ধর্ম্মে করি পদাঘাত,
অধর্ম্মের পক্ষপাতে রাজপদসেবা,
পরাকাষ্ঠা সেও কি ভক্তির ?

সদানন্দ। রাজার অন্যায় ? কে তুমি নিন্দুক ?
ধরায় সাক্ষাৎ ধর্ম্ম মানব-দেবতা,
তাঁরে কহ অধার্ম্মিক তুমি ?

সন্ন্যাসী। বিজ্ঞ তুমি বুঝ মনে মনে—
পুত্রসাধ মিটাবার তরে,
শিখণ্ডীর ক্লীবত্ব করিতে গোপন,
গুপ্তভাবে ধাত্রীহত্যা করিল যে জন,
দশার্ণের কন্যাসনে
দিয়ে সেই ক্লীবের বিবাহ,
করিল যে অবলার জীবন নিষ্ফল,
সে যদি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম তবে অধর্ম্মেরি নাম,—
সে যদি দেবতা,
মানব তাহার উচ্চে।

সদানন্দ। আশ্চর্য্য এ বার্ত্তা তব !
এও কি সম্ভব ?
বাস্তবিক শিখণ্ডী কি জাত নপুংসক ?

শঙ্কুরসিংহের প্রবেশ।

শঙ্কর। অতি সত্য—প্রকৃত ঘটনা,
সন্ন্যাসীরা নহে মিথ্যাবাদী,—
নরাধম প্রবঞ্চক পাঞ্চাল নৃপতি,
এত কাল চিনি নাই তারে।
পাতিয়াছে মায়াজাল
ফাঁকি দিতে মোরে
অধিকার প্রাপ্য সিংহাসন।
প্রতারিত দশার্ণ ভূপাল,
প্রতিবিধিৎসিতে
জ্বালিয়াছে সমর-অনল—
ভস্ম হোক্ পাপিষ্ঠ পাঞ্চাল,
মোরা কেন হইব সহায়?
সৈন্যক্ষয়ে, শক্তিনাশে বল কিবা ফল?
এস হে সদানন্দ! এই অবসরে,
তুমি হও ছত্রধারী, আমি দণ্ডধর,
কিম্বা আমি রাজা হই, তুমি হে সচীব।

সদানন্দ। সে কিহে শঙ্কুর?
আসিলে কি কালনেমী তুমি?
কোথা জয়, কোথা পরাজয়,
কে মরিবে, কে রহিবে নাহিক নির্ণয়,
লঙ্কাভাগ করিছ এখনি?
হোক্ রাজা পুণ্যবান্ অথবা পাতকী,

সেবকের নহে তা বিবেচ্য,—
রাজার পাপের ফল ঈশ্বরের হাতে।
তুমি আমি আশ্রিত তাঁহার,
প্রাণপণ তাঁহার সাহায্যে
একমাত্র কর্ত্তব্য তোমার আমার।

সন্ন্যাসী। রাজকার্য্যে প্রাণপণ
হয় যদি কর্ত্তব্য তোমার আমার,
প্রাণপণে আশ্রিতরক্ষণ
নহে কি হে কর্ত্তব্য রাজার?

সদানন্দ। শতবার! অবশ্য রাজার
আছে সে কর্ত্তব্যে মতি।

সন্ন্যাসী। তবে কেন শুনি—
তুমি যবে বন্দী কারাগারে,
আদরিণী ধর্ম্মপত্নী তব—
রাজকুলবধূ
রাজার আশ্রয়ে থাকি রাজ-অন্তঃপুরে
নিরাশ্রয়া অনাথার মত
অপহৃতা হয় দিবালোকে?
কেন তিনি নিশ্চেষ্ট তথনো,
শুনিলেন যবে,
মুক্তানাম্নী বেশ্যার চক্রান্তে
সতীর লাঞ্ছনা?

সদানন্দ। এ্যা!—কি শুনি শঙ্কর!
অপহৃতা পত্নী মম আমি বিদ্যমানে?

শঙ্কর। কি করিবে তুমি ?
তোমার তো বদ্ধ হস্ত-পদ !
আমরা যে আছিনু স্বাধীন,
সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল,
আমরাই নারিনু করিতে।
নিজে আমি হইনু উদ্যোগী
তস্করের প্রতিফল দিতে,
নিজে রাজা নিবারিলা মোরে,
কলঙ্কিনী ভাবিয়া বধূরে।
সদানন্দ। কলঙ্কিনী হ'তে পারে বধূ,
কলঙ্কের নাহি কি শাসন ?
দস্যু কেন দণ্ড এড়াইবে ?
রাজা কেন বিচারে বিমুখ ?
না শঙ্কর ! যাও তুমি রণে,
সৈন্যগণে কর উৎসাহিত,
রাজ্যের মঙ্গল হেতু।
শঙ্কর। আর তুমি ?
সদানন্দ। আমারও যাইতে সাধ,
কিন্তু এক আশঙ্কা আমার,
প্রাণান্ত হইলে রণে
প্রতিহিংসা না হবে সাধন,—
আনন্দে করিবে নৃত্য অক্ষতশরীরে,
মূর্ত্তিমান ব্যভিচার
রাজধানী মাঝে রাজার উরসে।

শঙ্কর। ভাল, আমি থাকি শাসন করিতে,
তুমি যাও রণে।

সদানন্দ। কেন হে শঙ্কর !
এত ভয় প্রাণে ?

শঙ্কর। না, তোমারি মমতা আছে,
তোমারি অমূল্য প্রাণ,
মূল্য নাই আমার প্রাণের !

সদানন্দ। নিগৃহীত প্রপীড়িত আমি
অবিচারে, নির্দ্দয় ব্যভারে,—
তুমি তো হে প্রিয়পাত্র আত্মীয় রাজার।

শঙ্কর। আজ আছি, কাল হয় তো
হবো চক্ষুঃশূল।

সদানন্দ। হবে, যদি নাহি কর রণ।

শঙ্কর। তথাপি এ পাপ-রণে নিশ্চিত মরণ।
অধর্ম্মের পক্ষপাতে
সন্থঃ মৃত্যু করিতে বরণ—
আত্মসমর্পণ
জ্ঞাতসারে জ্বলন্ত পাবকে—
পারিব না আমি।

সদানন্দ। তবে তুমি রাজার বিপক্ষ ?

শঙ্কর। যাহা ভাব তুমি।

সদানন্দ। ভাবি, তুমি কালসর্প
রাজপুরি মাঝে ;
রাজার নিয়তি তুমি,—

ছদ্মবেশী শনিগ্রহ কিম্বা ধূমকেতু
পাঞ্চালের সৌভাগ্য-আকাশে।
ভেবেছ কি পরাঙ্মুখ হ'লে
অনায়াসে পাইবে নিস্তার ?
আসিয়াছি আমি—
তোমারেই প্রেরিতে সমরে ;

শঙ্কর। স্পর্দ্ধা বটে তব।
প্রধান সেনানী আমি,
মোর অনিচ্ছায়
তুমি মোরে পাঠাবে সমরে ?
যাও – যাও, বিতর্ক ক'রো না—
বন্দী তুমি, রহ গিয়া কারাগারে।

সদানন্দ। সাধ্য থাকে,
ক্ষমতায় বাধ্য কর মোরে।
নতুবা যে ছিঁড়েছি বন্ধন,
তোমারেই করিতে বন্ধন
অথবা করিতে বধ।

শঙ্কর। দেখা যাক্,
কে কারে করিবে বধ।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সন্ন্যাসী। হাঃ—হাঃ—হাঃ—
দেখ্—দেখ্ রে দ্রুপদ !
দেখ্ কি কৌশলে,
বাধায়েছি অন্তর্বিপ্লব,—

ব্রহ্মবাণ হানিয়াছি অব্যর্থ সন্ধানে
মেরুদণ্ডে তোর,
আত্মরক্ষা কর্ এইবার।
এস সৈন্যগণ!
তোমাদের দেখাইব পথ।

[সসৈন্য প্রস্থান

শঙ্করের ছিন্ন শির লইয়া সদানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

সদানন্দ। প্রতিশ্রুতি করেছি পালন।
হে রক্ষী মহামতি বিশ্বস্ত সেবক!
অচিরাৎ পাইবে শুনিতে,
রাখিয়াছে সদানন্দ তব অনুরোধ, —
প্রভুর আদেশ জ্ঞানে
করেছে বিনাশ
রাজ্যের প্রধান শত্রু, সৈন্যাপহারী,
বিশ্বাসঘাতক ক্রূর শঙ্করসিংহেরে।
এই শির, অরাতির অগণিত
ছিন্ন শির সম;
একের বিনাশে শত্রুর সহস্র নাশ।
হে ভূপাল, পূজ্যপাদ পিতৃব্য আমার!
লহ উপহার,
স্নেহ-ঋণ হ'লো পরিশোধ।

[ছিন্ন শির নিক্ষেপ ও প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

পাঞ্চাল-শিবির।

দ্রুপদ পাদচারণা করিতেছিল।

দ্রুপদ। সেই মেঘ হ'লো অন্তর্হিত,
সেই সূর্য্য হইল প্রকাশ,
আমি শুধু ছায়া আশে রহিনু পড়িয়া।
ভেঙ্গে গেল আশার স্বপন,
এবে দেখি সব অন্ধকার ;—
লোক-লজ্জা, অপমান, ভয়,
সবে মিলি দিতেছে টিট্‌কারী,
সকলেই দিতেছে ধিক্কার।
সকলে অবজ্ঞা করে, সকলেই পর,
কেহ নাই, কে করিবে জয় ?
গেছে মন্ত্রী, গেছে বাণবিদ্,
একে একে হিতৈষী সকল—
একা আমি !
এঁ্যা—সত্যই কি হয়েছি একাকী ?
না—না, ঐ শোন কি বলে আমায়—
আছে—আছে রে দ্রুপদ !
আছে তোর ক্লীব পুত্র।
ওরে পাপী পাঞ্চালের পতি !

অপহৃতা করিয়া আমায়
করেছিস্ নিরয়গামিনী—
আয় হেথা, আছে তোর আপনার বন্ধু।
এঁ্যা! কে তুই অকল্যাণী
প্রেতিনী পিশাচী?
কি বলিস্ মোরে? কি দেখাস্ ভয়?—
ঐ কি আমার স্থান? না—না,
দূর হ' রে ছায়াময়ী বিভীষিকা!
আবার—আবার সেই দন্তনিষ্পীড়ন!
কি—আমারে ধরিতে চাস্?
দেখ্ তবে,
কিবা শাস্তি দিই তোরে!
রক্ষি! রক্ষি!

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী।—

গীত।

তোর জ্যান্তে নরক পড়েছে নজরে।
এখন জোর হারিয়ে মাণিকযোড়ে নজরবন্দী রও পরে॥
হোক্ না কানন পাতায় ঢাকা, হ'লে চাঁদে চারু রাকা,
চাপা রয় কি সে চন্দ্রিকা, পশে না কি অন্তরে?
করলে পাপ ভূগর্ভে থাকি, তাকিয়ে রবি দেখে না কি,
আপন মনকে আপনি ফাঁকি দেওয়া যায় কি সত্বরে?

দ্রুপদ। কে তুই? পাপের কথা কি বল্ছিস্?

সন্ন্যাসী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বিষ খেয়ে যে খায়নি ব'লে,
লুকাতে চায় লোক সকলে,
মিথ্যাকথন সে কতক্ষণ সমর্থন করে ?—
ক্ষণপরে গাত্রদাহ, হয় যে গো তার দুর্ব্বিসহ,
জ্ব'লে মরে অহোরহ, ব্যামোহ বাড়ে।

দ্রুপদ। কি—আমাকেই পাপী ব'লে ভৎর্সনা কর্‌ছিস্ ? মিথ্যাবাদী ! দূর হ'—দূর হ', আমি কোন পাপ করিনি।

সন্ন্যাসী।-

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পড়্‌লে কথা সভার মাঝে,
যার কথা তার প্রাণে বাজে,
আপনি বুঝে আপন লাজে, আপনারে সে ধিক্কারে :—
পাপী যদি পাপী নয়, বল্‌লে পাপী তার কি ভয়,
চোরের মনে সদা সংশয়, ঐ বুঝি কে ধরে ধরে॥

[প্রস্থান।

দ্রুপদ। চতুর্দ্দিকে আমায় বিদ্রূপ কর্‌ছে। কোন দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌তে পার্‌ছি না। হায়—হায় ! কি করেছি ! কি করি ? আচ্ছা, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌বো না—চক্ষু মুদ্রিত কর্‌লেম।

[তপাকরণ]

একলব্যের প্রবেশ।

একলব্য। [স্বগত] এই তো আমাদের রাজা ! এঁর কাছেই

একটা কর্ম্ম প্রার্থনা করি না কেন? দেখি না, যদি একটা সৈনিক হ'তে পারি। [প্রকাশ্যে] মহারাজ! আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন?

দ্রুপদ। এঁা! কে তুমি? বিদ্রূপ কর্‌ছ না তো?

একলব্য। মহারাজ! আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধন্বর পুত্র, নাম একলব্য; আপনার কাছে কর্ম্মপ্রার্থী। বিদ্রূপ কর্‌বো কেন? প্রার্থী কি দাতাকে বিদ্রূপ কর্‌তে পারে?

দ্রুপদ। কাজ? তুমি কি কাজ জান?

একলব্য। আমি তীর ছুড়্‌তে পারি, শিকার কর্‌তে পারি।

দ্রুপদ। বেশ, নিশানা আছে?

একলব্য। আছে।

দ্রুপদ। আচ্ছা, তবে দক্ষিণ দিকে ঐ যেখানে আকাশটা মিশে গেছে, ঐখানে একটা ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোক ব'সে ব'সে আমায় ব্যঙ্গ কর্‌ছে আর বল্‌ছে, তুমি এ যুদ্ধে পরাজিত হবে—তুমি মর্‌বে আর নরকে যাবে। ঐ ওর পানে লক্ষ্য ক'রে একটা তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ কর তো। যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, তবে আমি তোমাকে প্রধান সেনানী-পদে নিযুক্ত কর্‌বো। দেখ, পার্‌বে?

একলব্য। কৈ মহারাজ?

দ্রুপদ। ঐ যে হে! আমি চক্ষু মুদে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—ঐ হতভাগী আমার দিকে চেয়ে দাঁত কিড়মিড় কর্‌ছে!

একলব্য [ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া] না—মহারাজ! কেউ তো নেই!

দ্রুপদ। যাও,—তুমি অকর্ম্মণ্য!

একলব্য। মহারাজ!

দ্রুপদ। আচ্ছা, দূরে দেখ্‌তে না পাও, ঐ অনতিদূরে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ আমাকে ভর্ৎসনা কর্‌ছে, ওকে লক্ষ্য করতে পার ?

একলব্য। মহারাজ! ওখানে তো এক মহীরুহ ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে না ?

দ্রুপদ। তুমি অন্ধ না কি ?

একলব্য। অন্ধ আমি নই, আপনিই অন্ধ হয়েছেন, তাই না দেখেও দেখ্‌ছেন।

দ্রুপদ। তুমি যে বাঁকা দেখ্‌ছ হে! একটু সোজা হ'য়ে আমার কাছে এসে দেখ দেখি! ঐ—ঐ।

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসীর পুনঃ প্রবেশ।

সন্ন্যাসী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পড়্‌লে পিঠে কাঠের বোঝা, দেখ্‌বি সোজা বুঝ্‌বি মজা.
এই পিতা সাজার কত সাজা, ভাজা হ'বি বিজ্বরে।

[প্রস্থান।

দ্রুপদ। ঐ—ঐ দেখ, দাঁড়িয়ে রয়েছে ; লক্ষ্য কর—লক্ষ্য কর !

একলব্য। দাঁড়িয়ে কৈ মহারাজ! ও যে চ'লে গেল।

দ্রুপদ। না, যায় নি—যায় নি ; তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না। আচ্ছা, তোমার ধনুর্ব্বাণটা আমায় দাও দেখি !

একলব্য। আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত ; আপনার হাতে অস্ত্র দিলে হয় তো আত্মহত্যা করবেন।

দ্রুপদ। দিবি নে? এত স্পর্দ্ধা! জানিস্ আমি রাজা! মনে

করেছিস্, আমার অস্ত্র নেই? দেখ্ তবে নিয়ে আসি,—ওকেও মার্‌বো—তোরও মুণ্ডপাত কর্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

একলব্য। [স্বগত] একি অদ্ভুত! যার জন্য মস্তক দিতে চাই, সেই আমার মুণ্ডপাত কর্‌বার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! রাজা, তিনিও আমার অভাবের অভিযোগ শুন্‌লেন না। কেবল একটা অছিলায়, ছায়াকে সন্ধান কর্‌তে ব'লে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ ক'রে দিলেন। পাগল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যিনি আসমুদ্র ধরণীর ঈশ্বর, তাঁর প্রাণেও এমন কি অশান্তি, যার অব্যাহতির চিন্তায় পাগল? লক্ষ্মী ঠিকই বলেছিল—দাস্য কর্‌তে হ'লে অপমানকে অঙ্গের আবরণ কর্‌তে হয়, নতুবা পদে পদে বড়ই আঘাত পেতে হয়। তার কথা বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে। তবে আর আমি কোথাও যাবো না। কিন্তু তার কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে? [চিন্তা]

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসীর পুনঃ প্রবেশ।

সন্ন্যাসী।—

গীত।

কেন চিন্তা ভ্রান্তিবশে দাস্য কি তোর জীবন-ব্রত?
গুরুদত্ত মূল মন্ত্র হয় নি কি তোর রন্ধ্রগত?
কি শিক্ষা করিলি তবে, দুঃখভোগে এসে ভবে,
পদসেবা কর্‌তে যাবে, হ'তে হবে পদাহত।

একলব্য। এসেছেন, এসেছেন দেবতা! দাসকে পদধূলি দিন। [প্রণামান্তে] আঃ—আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম। আপনার কন্যা আমার এক প্রতিবেশীর গৃহে বোধ হয় স্বচ্ছন্দেই আছেন। আমি এত দিন

বহু অনুসন্ধান ক'রেও দর্শন না পেয়ে বড়ই চিন্তাকুল হ'য়ে পড়েছিলুম। আসুন—আসুন, আপনার কন্যাকে আপনি দেখবেন আসুন। নীচ আমি শক্তিহীন, দেবতার অমৃত রক্ষায় নিতান্ত অক্ষম।

সন্ন্যাসী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কে কয়ে রে রাখে দেখে,
কৃষ্ণ যাকে ফেলে পাকে,
দুর্ব্বিপাকে ডাক তাঁকে, হ'ব না কর্ত্তব্যচ্যুত।

একলব্য। আমি তো আমার কর্ত্তব্য শেষ করেছি দেব!

সন্ন্যাসী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

জন্ম যে তোর কর্ম্ম নিয়ে,
কি করিলি সে বিষয়ে,
পরব্রতে হ'য়ে ব্রতী আত্মব্রতে কেন বিরত?

একলব্য। আত্মব্রত আবার কি গুরু?

সন্ন্যাসী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

জননী কাঁদিছে ঘরে, জন্মভূমি হাহা করে,
অত্যাচারী পীড়ন করে প্রজাপুঞ্জে অবিরত।

একলব্য। নিঃস্ব আমি, নিঃসহায় আমি, নিজেও নির্গুণ; কেমন ক'রে প্রজার কষ্ট দূর কর্‌বো দেব?

সন্ন্যাসী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

শিক্ষা কর চেষ্টা কর, আপনারে শ্রেষ্ঠ কর,
শক্তিমানে হৃদে স্মর, দিন দেবে সেই দীননাথ ॥

একলব্য । শিক্ষা—শিক্ষা ! গুরুদেব ! কার কাছে কি শিক্ষা কর্‌বো ?

সন্ন্যাসী । অবিলম্বে হস্তিনায় গিয়ে দ্রোণ গুরুর কাছে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা কর ; সর্ব্ববিধ অস্ত্রশাস্ত্রে সুকুশল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হও । ভাবী কর্ত্তব্য যথাসময়ে জান্‌তে পার্‌বে । যাও, বিলম্ব ক'রো না । [প্রস্থানোদ্যোগ]

একলব্য । আর একটু অপেক্ষা করুন । আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃতকার্য্য হই ; [প্রণাম] আর আজ হ'তে আপনার কন্যার ভার আপনি গ্রহণ ক'রে দাসকে নিশ্চিন্ত করুন ।

সন্ন্যাসী । আচ্ছা যাও, তার জন্য তোমার আর কোন চিন্তা নাই ।

[প্রস্থান ।

একলব্য । [স্বগত] লক্ষ্মী ! তুমিই বলেছ, দাস্য কর্‌লে তুমি প্রসন্ন হও না । আমি তোমার কথা মতই কার্য্য কর্‌বো—প্রাণান্তেও দাসত্ব কর্‌বো না ।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

যুদ্ধ করিতে করিতে পাঞ্চাল সৈন্য ও বাণবিদের
প্রবেশ, পরে সৈন্যগণের পলায়ন।

বাণবিদ। একে একে হতাহত সব,
স্বহস্তে গঠিত মোর পাঞ্চাল-বাহিনী।
শুভ দিন আর কত দূরে ?

সসৈন্য শম্বলীর প্রবেশ।

শম্বলী। [নেপথ্য হইতে] আক্রমণ কর—আক্রমণ কর· বিশ্বাসঘাতককে আক্রমণ কর !

[সৈনিকগণের তথাকরণ]

বাণবিদ্। [যুদ্ধ করিতে করিতে]
বিশ্বাসঘাতক, আমি না তুমি ?
প্রাণপণ যুঝিয়া একাকী,
জয়লক্ষ্মী দিছি তুলে অঙ্কে তোমাদের,
আর তার দিতে প্রতিদান,
সবে মিলি অঙ্গে মোর কর অস্ত্রাঘাত।
এই কি রে বিশ্বাসের ফল ?

শম্বলী। কে তুই হ'তে চাস পরম বিশ্বাসী ?
ঘোর অবিশ্বাসী !

বিশ্রব্ধ প্রভু তোর পাঞ্চালের পতি,
অন্নে যাঁর করেছিস্ শোণিত-সঞ্চয়,—
কৃতঘ্ন, কুক্কুর তুই!
তাঁর সে বিশ্বাসে করি পদাঘাত,
হ'লি কি না শত্রু-পক্ষপাতী!
বিনাশিলি পাঞ্চালের অনীকিনী যত!
তোর মত অবিশ্বাসী কে আছে জগতে?

বাণবিদ্। আমার পাপের ফল, আমিই ভুঞ্জিব।
তুমি কেন হ'লে জাতক্রোধ?
তুমি কেন হইলে অরাতি?

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ]

ক্ষমা কর, মের না আমায়,
আশা মোর অতৃপ্ত এখনো। [পতন]

শম্বলী। জানি রে নারকি!
আশা তোর বাসন্তী সুন্দরী।
হৃদয়ের সব আশা
হৃদে তোর হোক্ অবসান।

[বাণবিদের বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও সসৈন্য প্রস্থান

বাণবিদ্। উঃ! বাসন্তি!
বসন্তের স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী!
বড় ভালবাসিতাম তোমা।
মরুময় জীবন আমার,
ভেবেছিনু ভেসে যাবো
তোমার সে প্রণয়ের পরিমল-স্রোতে!

এই তার হ'লো পরিণাম!
প্রণয়-পিপাসা মম
জীবনের পিপাসায় হ'লো পরিণত।

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। পরনারী-পদে প্রাণ করেছ অর্পণ,
তাই সে অমূল্য প্রাণ—
সাহায্যে যাহার
জগতের কত হিত হয় সম্পাদিত,
আজ তাহা বিশ্বাসঘাতকে
অকারণে করেছে বিনাশ।
হা—ধিক্! হে ভণ্ড বীর!
এই গুণের দিতে পরিচয়,
এসেছিলে সুদূর পাঞ্চাল হ'তে দশার্ণ-সভায়—
প্রণয় করিতে শুধু পরনারী সনে?
হা—পুরুষ!
এই কি হে শ্রেষ্ঠতা তোমার?
একবার নিমিষের তরে,
যেই দেখ ষোড়শী রূপসী,
হোক্ পরনারী—
অমনি তাহার পায় প্রাণ ডালি দাও,
ভালবাসা আসক্তি জানাও?
মুহূর্ত্তও অপেক্ষা কর না,
সে তোমায় চায় কি না চায়?

ছিঃ ছিঃ—তোমা হেন কাপুরুষ যারা,
তারা কভু ভালবাসা শিখেনি জগতে।

বাণবিদ্। বাসন্তি! ঘৃণা ক'রো না। সত্যই আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তুমি আমার মানস-পরিণীতা। তোমাকে মর্‌তে দেখ্‌লে তবে আমার মরণে সুখ হ'তো।

বাসন্তী। মর্‌বো—মর্‌বো, ভেবো না। আগে তোমার মত পর-নারী-লোভী জন কত মহাপাপীকে রূপের আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করি, তারপর আমিও অনলে ঝাঁপ দেবো। [প্রস্থানোদ্যত]

বাণবিদ্। যেও না—যেও না ভামিনি!

আসিলে কি শুধু
জ্বালার উপরে আরো জ্বালা দিতে?
নিতান্তই যাবে যদি,
ক্ষত স্থানে কর পুনঃ ছুরিকা-আঘাত,
হোক্ শীঘ্র প্রাণ বহির্গত।

বাসন্তী। তবে, এই নাও; তোমার মত কাপুরুষের আত্মহত্যাই প্রায়শ্চিত্ত! [অস্ত্র প্রদান]

বাণবিদ্। ওহো! ইন্দ্রজাল রমণীর রূপ!

[বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও মৃত্যু]

বাসন্তী। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

বিভিন্ন দিক হইতে দশার্ণরাজ ও দ্রুপদের প্রবেশ।

দশার্ণ। নমস্কার হে বৈবাহিক! [অস্ত্রাঘাত]

দ্রুপদ। পদাঘাত মস্তকে তোমার। [প্রতিঘাত]

দশার্ণ। তারপর সবিনয় নিবেদন এই; [পূর্ব্ববৎ]

দ্রুপদ। নিবেদন অগ্রাহ্য তোমার। [পূর্ব্ববৎ]

দশার্ণ। কন্যাদান করেছ নিষ্ফল,
ক্ষতি পূর্ণ কর যুদ্ধদানে।

দ্রুপদ। মুক্তহস্ত আমি—
পরিপূর্ণ তূণ:
শুধু সন্দেহ আমার—
ক্ষীণপ্রাণ কন্যাদাতা তুমি,
স্বল্পদানে তুষ্ট হও পাছে।

দশার্ণ। আমারও সন্দেহ,
পাঞ্চালের সব নপুংসক।

দ্রুপদ। অবিলম্বে পাবে পরিচয়—
পুমান্ কি পুরুষত্বহীন।

দশার্ণ। পরাকাষ্ঠা দেখায়েছ
বীর্য্যে তব পুরুষত্ব যত।

দ্রুপদ। ক্রূর ভাগ্য বিধাতার হাত;

দশার্ণ। আর তার বিবাহের হাত
বুঝি জনমদাতার ?

দ্রুপদ। অঘটন ঘটা-পটীয়ান্,
সেও তো সে প্রজাপতি
বিধাতা তাহার।

দশার্ণ। স্ত্রৈণ কিন্তু নিমিত্ত তাহার।

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ]

সসৈন্য শম্বলীর প্রবেশ।

শম্বলী। মহারাজ! শত্রুসৈন্য সব শেষ।

দশার্ণ। [যুধ্যমান] ধন্যবাদ !
পাবে পুরস্কার।
বাণবিদ্ কোথা ?

শম্বলী। শত্রু-শরে হয়েছে নিহত।

দ্রুপদ। [যুধ্যমান] মরেছে—মরেছে ?
উত্তম হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক !—
ছিন্নমুণ্ড পাইলে তাহার,
করিতাম শত পদাঘাত।
[ক্ষণপরে]
ক্ষান্ত হও—ক্ষণেক বিশ্রাম দাও,
বড় ক্লান্ত আমি।

দশার্ণ। ক্ষমা ভিক্ষা চাও !

দ্রুপদ। প্রাণান্তেও নয়।

[ঘোরতর যুদ্ধ]

বেগে শিখণ্ডীর প্রবেশ।

শিখণ্ডী।   ক্ষমা! হে শ্বশুর!
ক্ষমা কর জনকে আমার।
হত্যা কর মোরে,
আমিই অনর্থ-হেতু।

[দশার্ণের পদধারণ]

দশার্ণ।   শম্বলিন্! অস্ত্র সংবরণ কর।

[সকলে নিরস্ত হইলেন।]

দ্রুপদ।   কি! ক্ষমা ভিক্ষা!
অপত্য-প্রতিভূ রাখি প্রাণের মার্জ্জনা?
শিখণ্ডিন্! আমার সন্তান তুই,
তোর হেন জঘন্য আচার!
তোর জন্য শত্রু জাগরিত,
অসম্ভব রক্তপাত, প্রজার বিনাশ,
তোর জন্য আমি মৃত্যুমুখে,
তুই কি না শত্রুপদলেহী!
কাপুরুষ! না—না,
দোষ নাহি তোর;
তুই যে রে পুরুষত্বহীন,—
এই তোর উচিত আচার।
তবে আয় পাপ!
তোরই কল্যাণ-ব্রতে জ্বেলেছি অনল,
তোরেই আহুতি দিয়ে করিব নির্ব্বাণ।   [বধোদ্যত]

বেগে সশস্ত্রা বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। [বাধা দিয়া] সাবধান শ্বশুর ঠাকুর !
স্বাধীন জীবের প্রতি কেন স্বেচ্ছাচার ?
রাজা ব'লে নাহি তব স্বাধীন-প্রভাব
জল বায়ু বহ্নিরে শাসিতে।

বেগে সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। [দশার্ণের প্রতি] ছেড়ে দিলে—ছেড়ে দিলে রাজা, হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে ? এত বড় অপমান, এতটা প্রবঞ্চনার একটা মোটা রকমের প্রতিশোধ নিলে না ? না—না, বেশ করেছ ; একবারে মেরো না—বিঁধে বিঁধে, দ'গ্ধে দ'গ্ধে মার। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! [অট্টহাস্য] ধাত্রী ! ধাত্রী ! যেখানেই থাকিস্, একবার চেয়ে দেখ্, আর হাস্বার শক্তি থাকে তো হাস্তে থাক্ ! হাঃ-হাঃ হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ !

প্রস্থান

দ্রুপদ। ওই সেই অট্টহাস্য, বিকট চীৎকার
ওই সেই পরিচিত স্বরে
গেয়ে যায় উপহাস-গাথা।
বুঝি সেই পলায়িত ধাত্রীর পুরুষ !
এখনো রেখেছে প্রাণ
রাষ্ট্র করিবারে মোর নিষ্ঠুরতা,
শার্দ্দূলের পাছে যথা
দূররাবী দুরন্ত শৃগাল।

যত দিন রহিবে জীবন,
তত দিন আসিবে যাইবে,
তত দিন হাসিবে গাহিবে,
জ্বালাইবে আহারে-বিহারে,—
শয়নেও সুখ নাহি হবে,
আসিবে সে ছায়াময়ী ধাত্রী-বিভীষিকা।
হায় --হায়, লুকাবার না রহিল ঠাঁই।
হে দান্ত, দশার্ণ-ঈশ্বর!
করে ধরি, অব্যাহতি দিও না আমায়।
লহ তরবার, যন্ত্রণায় কর পরিত্রাণ।

শিখণ্ডী। বাবা! আর অনুতাপ কর্‌বেন না। রাজ্যে ফিরে যান। আশা করি, আমার জন্য আর আপনার মমতা হবে না। আমিও আর গৃহে থেকে আপনার চক্ষুশূল হবো না। [দশার্ণের প্রতি] হে মান্য দশার্ণ-ঈশ্বর! করুণায় আমাদের দোষ বিস্মৃত হ'য়ে আমার পিতার সহিত সন্ধি করুন। [প্রস্থান।

বাসন্তী। যাচ্ছ? যাও। কোথায় যাবে? বনে যাও; বনে গেলে স্বাধীনতা পাবে। স্বাধীন তুমি, লোকালয় তোমায় স্থান নয়; স্বাধীন ভিন্ন স্বাধীনের মর্য্যাদা বোঝে না। যাও, বনের পশু-পাখী তোমাকে পরম সমাদর কর্‌বে। [দ্রুপদের প্রতি] মহারাজ! আশা-করি, আপনার ভ্রম বুঝ্‌তে পেরেছেন? [দশার্ণের প্রতি] বাবা! কি প্রতিশোধ নিলেন, আমাকে বুঝিয়ে দিন না?

দশার্ণ। তুই আর এ সময় গঞ্জনা দিস্‌নে মা!

বাসন্তী। তবে অভাগীর এই শেষ প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রণামান্তর প্রস্থান।

দশার্ণ। শম্বলিন্! দাঁড়িয়ে দেখ্‌চো কি, বাধা দাও।

শম্বলী। [অগ্রসর হইলেন]

বাসন্তী। [ফিরিয়া] সতর্ক হও সেনাপতি! অপমানিত হবে।

[শম্বলী পশ্চাদ্‌পদ ও বাসন্তীর প্রস্থান।

দশার্ণ। চ'লে গেল, চ'লে গেল!
ফিরাও কন্যারে যে কোন উপায়ে।

[শম্বলীর প্রস্থান।

দশার্ণ। এই হ'লো পরিনাম।
অর্থ-নাশ, প্রাণনাশ সব অকারণ।

কি মূর্খতাই করেছি। মহারাজ! আমামায় মার্জ্জনা করুন। এ যুদ্ধে আমরা উভয়েই তুল্য ফলভাগী। অতএব আসুন, অনুতপ্ত-হৃদয়ে, পূর্ব্বকৃত সমস্ত দ্বেষ-হিংসা বিস্মৃত হ'য়ে পূর্ব্বের মত আবার আমরা সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হই।

[উভয়ের আলিঙ্গন ও দশার্ণের প্রস্থান।

দ্রুপদ। [স্বগত] বণিতার বশবর্ত্তী হ'য়ে
হয়েছি সর্ব্বস্বহারা।
কে জানিত হায়,
স্ত্রীবুদ্ধি এইরূপ প্রলয়-কারিণী।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অরণ্যপার্শ্বস্থ পথ।

বাসন্তী গাহিতেছিলেন।

গীত।

কোন্ পথে সখা, কোন্ পথে ?
কোন্ পথে তুমি মদনমোহন পড়িবে গো নয়নপথে ?
কোন্ গগনের নিম্নে তুমি মগ্ন আছ কোন্ ধ্যানে,
কোন্ দিগন্তের কোন্ কোণে যাব গো তোমার সন্ধানে,
কোন্ বনে বল খুঁজিব তোমায় জলে কি জঙ্গলে কোন্ খানে,
দৃষ্টি দীপ্তি শক্তি গতি তুমি হে মম জীবন-পথে।
কেন গো কাঁদাও, দাও দেখা দাও, লুকায়ে কেনগো অন্তরে,
অন্তর মম গিয়াছে ডুবিয়া নিবিড় অন্ধ-আঁধারে,
এসেছে সন্ধ্যা-আরতি সময় এস হে দেবতা মন্দিরে,
এস এস নাথ, এস হে সাথে, এস হে সারথি হৃদয়-রথে॥

শম্বলীর প্রবেশ।

বাসন্তী। [গীতান্তে সচকিতে]
কে শম্বলিন্ ? তুমি এখানে ?

শম্বলী। হাঁ—আশ্চর্য্যের কথা বটে।
বাসন্তি—স্বৈরিণি—পিতৃহন্ত্রি !
না—তুমিই তা পার শুধাইতে ;
অস্ত্র যার বজ্র দিয়ে গড়া,

যার কাছে পরাজিত
স্বভাবের অমিত প্রভাব,
প্রাণে যার পশে নাই মমতার ছায়া,
মাতা পিতা আত্ম-কুটুম্বের
ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রীতি-স্নেহ বাৎসল্য প্রভৃতি
অকাতরে দিয়ে বিসর্জ্জন,
নারী-ধর্ম্মে যেই নারী দেছে জলাঞ্জলি,
সেই পারে এ কথা শুধাতে,
কেন আমি এসেছি এখানে।

বাসন্তী। শম্বলিন্! কলঙ্কিনী আমি,
কুলত্যাগ করেছি যেহেতু;
স্বৈরিণী আমি, স্বেচ্ছায় যেহেতু
পালি নাই পিতার আদেশ—
শুনি নাই নিষেধ তাঁহার।
কিন্তু পিতৃহন্ত্রী কিসে?

শম্বলী। কিসে? হায় জ্ঞানহীনা!
পিতা তব কন্যাগতপ্রাণ,
বাৎসল্যের উৎস-কল্প দশার্ণ-ঈশ্বর
প্রৌঢ়ের প্রারম্ভ সময়ে,
জরাগ্রস্ত শুধু তব বিচ্ছেদ-জ্বালায়,—
শয্যাগত, মৃত্যু তাঁর বসিয়া শিয়রে।

বাসন্তী। তাই যদি ভবিতব্য হয়,
হবো আমি জনকের মৃত্যুর কারণ,
আমি তাহা কেমনে খণ্ডিব?

কিন্তু সেনাপতি।
তুমি কেন আমার পশ্চাতে ?

শম্বলা। তোমারি পিতার আজ্ঞা বহি শিরোপরে,
দাস আমি ফিরিতেছি
দেশে দেশে তোমারি সন্ধানে ;
আজ্ঞা তার—ফিরাতে তোমায়।

বাসন্তী সে আজ্ঞা তো সেই দিন পিতার সাক্ষাতে
স্বইচ্ছায় করেছি হেলন।
তবে আর কেন ? জানি না কেমনে
ভুলিলেন অপমান পিতা !
তুমিও কি ভুলে গেছ তত অপমান ?

শম্বলা। তবু ক্ষমা।

বাসন্তী। সে ক্ষমার না হবো প্রত্যাশী।

শম্বলা। তবু চেষ্টা—তবুও কর্ত্তব্য,
পারি যদি ফিরাতে তোমার
চাপল্যের দোষে এই বিকৃত মনের গতি ;
পারি যদি বুঝাতে তোমায়,
পড়িয়াছ কি মহাভ্রান্তির কুহকে।

বাসন্তী হাসি পায় কথায় তোমার।
আমারে কি বুঝাইবে ভ্রম ?
ভ্রম তোমাদের,
তাই চাও স্বেচ্ছাচারিণীরে
আনিবারে নিজেদের ইচ্ছার অধীনে ;
বৃথা চেষ্টা—ফিরে যাও তুমি।

বলিও পিতারে,
কন্যা তাঁর পাপিয়সী—স্বাধীনতা চায়!
অথবা বলগো—
মরিয়াছে বাসন্তী অভাগী।

শম্বলী। ফিরে যাবো?
কেমনে ফিরিব বালা?
ফিরে যাবো ইচ্ছার বিরুদ্ধে
ভগ্ন এই দেহ-রথ নিয়ে,
রবে প্রাণ তব পানে পশ্চাতে চাহিয়া
বিরুদ্ধ পবন-গামী পতাকার মত?

বাসন্তী। কেন? ভালবাস ব'লে মোরে?
তবু ভাল—তবু সুখ—
আছে মোর আপনার জন,
এখনো যে ভালবাসে মোরে।

শম্বলী। এতকাল আছিনু নীরবে
নিরজনে,—কেহ নাহি জানে।
এবে কিন্তু সে উচ্ছ্বাস বড়ই প্রবল,
ভাঙ্গিয়াছে দৃঢ়তার বাঁধ,—
তাই গো সুন্দরি!
আসিয়াছি জানাতে তোমায়।

বাসন্তী। বেশ, কার্য্য তব হয়েছে তো শেষ?

শম্বলী। কার্য্য শেষ, এবে শুধু ফলের প্রতীক্ষা।

বাসন্তী। প্রত্যাশা তোমার?

শম্বলী। প্রত্যাশা? বাসন্তী!

এও কি বুঝাতে হবে
তোমা হেন সুশিক্ষিতা যুবতারে আজ,
প্রণয়ীর প্রত্যাশিত কিবা পুরস্কার ?
দিছি প্রাণ,
প্রাণ তার বিনিময়ে প্রার্থনা আমার।

বাসন্তী। তুমি বটে দিয়াছ আমারে,
আমি যদি না করি গ্রহণ ?

শম্বলী। কেন না করিবে ?
ভক্তিদত্ত উৎসর্গ হ'লেও কিঞ্চিৎ
কখন কি প্রত্যাখ্যান করেন দেবতা ?

বাসন্তী। চমৎকার ভক্তি তব।
হে ভক্তবীর !
করেছ উৎসর্গ যদি প্রাণ তব
দেবীজ্ঞানে চরণে আমার,
দাও তবে বক্ষতট পাতি,
রহ স্থির করপুটে
ভক্তিভাবে তন্ময় হইয়া,
লব আমি প্রাণবলি তব
এইক্ষণে হাসিতে হাসিতে।
[ছুরিকাঘাতে উদ্যত]

শম্বলী। সে কি বাসন্তি !
এও বুঝি রহস্য তোমার ?

বাসন্তী। এ রহস্য বিজড়িত জীবনের রহস্য তোমার

শম্বলী। কি ! নির্ভীকা নারি !

জীবনের ভয় তুমি দেখাও আমারে ?
জান আমি সেনাধ্যক্ষ, শাস্ত্রব্যবসায়ী ।
তোমা হেন নগণ্যা নারীরে
নখে ছিঁড়ি পারি আমি ভূমিতে পাতিতে ।

বাসন্তী । যে প্রাণের এত মায়া তব,
সে প্রাণ, হে সুপুরুষ !
দিয়াছ কেমনে তুমি আমারে বিলায়ে ?

[প্রস্থান

শম্বলা । মারিব না, মরিতেও দিব নাকো তোরে ।
দেখি তুই কোথা যাস,
কার সুখে হইবি সুখিনী,—
দেখা যাবে কত গর্ব্ব তোর ।

[প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য ।

হস্তিনাপুর—দ্রোণাচার্য্যের ভবন ।

দ্রোণাচার্য্য ।

দ্রোণ । [স্বগত] এর নাম সৌভাগ্য ! অর্থ-লালসায় বিদ্যাবিক্রয় এই সৌভাগ্য না থাকলে যুবতা ভার্য্যা জরাগ্রস্তা হয় । হা অর্থ !

"মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে ।
ভৃত্য কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে ।

অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেপ্যোলাপ মাত্রং সুহৃৎ ।
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয় শৃণু সখে, অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ ॥"

তবু ভারদ্বাজ ! তবু যেন তোমার মনে থাকে, এই রাজ-অনুগ্রহ নয়, এ তোমার নিগ্রহ ; কারণ তুমি বৃত্তিভোগী রাজার অধীন ।

[প্রস্থানোদ্যত]

একলব্যের প্রবেশ ।

একলব্য । বিপ্রদেব ! প্রণাম চরণে ।
দ্রোণ । কে তুমি যুবক ? কি চাও ?
একলব্য । একলব্য অধীনের নাম ।
স্বর্গগত নিষাদরাজ হিরণ্যধনু
সেবকের পিতা ; প্রার্থনা দাসের,
আচার্য্যের শিষ্য হ'য়ে
যথাযোগ্য সেবা-অধিকার ।
দ্রোণ । অসম্ভব প্রার্থনা তোমার ।
একলব্য । কেন প্রভু ?
দ্রোণ । আমি ব্রাহ্মণ,
শূদ্র শিষ্যে শিক্ষাদান নিষিদ্ধ আমার ।
একলব্য । সে কি দেবতা ?
শূদ্র বিনা বিপ্রসেবায়
আর কার আছে অধিকার ?
দ্রোণ । সুশীল যুবক ! সে সেবা স্বতন্ত্র
কিন্তু শিক্ষালাভ যার বিনিময়,
সে সেবার অধিকারী শূদ্রজাতি নয় ।

বিশেষতঃ নিজে আমি রাজার সেবক,
সুতরাং আর কারো সেবাপাত্র নহি।

একলব্য। সেকি কথা দেব,
ভগবান্ রাজার সেবক ?
আশ্চর্য্যের কথা বটে !

দ্রোণ। হাঁ যুবক, আশ্চর্য্যই বটে !
এই দগ্ধ উদরের ক্ষুন্নিবৃত্তি হেতু,
ব্রাহ্মণ স্বয়ং আজ রাজ-কর্ম্মচারী--
বৃত্তিভোগে শিক্ষাদানে ব্রতী।
অতএব সেবক ব্যতীত
অভিধানে আর কোন নাহি বিশেষণ
পরিচয় ব্যক্ত করিবারে।

একলব্য। প্রভু! ছলনা করবেন না। ব্রাহ্মণ আপনি, বেদরত চতুবর্ণের গুরু, উপদেষ্টা—অধমদের উদ্ধারকর্ত্তা; বেতনগ্রাহী আপনি ? না—না, কথনই না। দাসকে ক্ষমা করবেন,—এ আমার বিশ্বাস হয় না।

দ্রোণ। সাধু শূদ্র, সাধু! কিন্তু তোমার দৃঢ় অবিশ্বাসের কারণ ?

একলব্য। অধমের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম ঘৃণ্য বোধ হয়েছে, যে দাসত্বকে কুৎসিৎ উপজীব্য মনে ক'রে হেলায় উপবাসকে বরণ করতে এই ইতর ব্যক্তিও সক্ষম হয়েছে, সেই দাসত্ব- সেই বৃত্তি ব্রাহ্মণ গ্রহণ করবেন ? এ আমার কথনও বিশ্বাস হয় না।

দ্রোণ। কিন্তু আজ হ'তে সে বিশ্বাস করতে অভ্যাস কর। পূর্ব্বে যদি আর কাকেও না দেখে থাক, তবে আজ আমায় দেখে ধারণা কর যে, সৎপথে ব্রাহ্মণ যেমন সকলের অগ্রগামী, অসৎ পথেও তেমনি

সকলের অগ্রসারী। একদিকে ব্রাহ্মণ যেমন সর্ব্বোন্নত, অন্য দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধঃপতিত।

একলব্য। তা' হ'লে এ পতিতের উপায় ?

দ্রোণ। কি কর্‌বো, আমি অক্ষম।

একলব্য। কেন গুরুদেব ?

দ্রোণ। সে উত্তর পূর্ব্বেই তো দিয়েছি—শূদ্র তুমি।

একলব্য। হই শূদ্র, বিপ্রদাস তবু পরিচয়,—
যাবে পাপ বিপ্রের সেবায়।
আপনার পাদোদক নিত্য পান করি,
সর্ব্বগাত্রে পদরজঃ নিয়ত মাখিয়া,
হীনবীর্য্য হবে তেজীয়ান্—
পরিত্রাণ পাইবে পতিত।

দ্রোণ। অসম্ভব। বৃথা আকিঞ্চন তব।

একলব্য। আকিঞ্চন নহে প্রভু সামান্য কারণে।
মাতৃগর্ভে পিতৃহীন অনার্য্য সন্তান
হীনবল—হীন প্রাণ—সহায়বিহীন,—
শোক, দুঃখ, অনাহারে
রাজরাণী জননী আমার
কাঙ্গালিনী—কঙ্কালরূপিণী।
প্রতারক জ্ঞাতিশত্রু বঞ্চনা করিয়া
জন্মভূমি নিয়াছে কাড়িয়া,—
তাই প্রভু অনাথপালক।
আপনার অভয় পদেতে,
করিতেছে নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা।

দ্রোণ। উঃ—অসহ্য এ কাতরতা।

একলব্য। কাতরতা নহে প্রভু শুধু সেবকের।
কাতরতা পতিত জাতির,
কাতরতা অনার্য্যদলের,
কাতরতা বিজিত শূদ্রের।
তাই নিবেদন—
এ করুণ কাতরতায় কর্ণপাত করি,
করুণায় কর প্রতিকার;
জানিয়াছে, জানাও জগতে—
ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ, ঐশ্বর্য্যের শেষ,—
ব্যর্থ হয় দৈব-বিড়ম্বনা,
ঘুচে যায় দৈন্য-দুর্ব্বলতা,
পাতকীও পরামুক্তি পায়
একমাত্র ব্রাহ্মণ-প্রসাদে।
দাও ভিক্ষা ভক্ত ভিক্ষুকেরে
উপদেশ সুশিক্ষা তোমার।

দ্রোণ। কেন বৃথা কর অনুযোগ?
প্রাণান্তেও পারিব না আমি
শস্ত্রবিদ্যা শিখাতে শূদ্রেরে।
মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ো না নিষাদ!
তোমারে কাতর দেখি আমিও কাতর।

একলব্য। যে করুণার
শতাংশের এক অংশ পেলে
পৃথিবীর পাপী ত'রে যায়,

সেই ঐশী করুণার চেয়ে
অধিক মহিমময়ী বিপ্রের করুণা।
অধমের কাতরতা এত কি কাতর,
নিবারিতে কারণ যাহার
শক্তিময়ী সে করুণাও
পার্য্যমানে হইল কাতর ?
অথবা এ কাতরতা কপটতা দেব !

দ্রোণ   শোন সুকুমার !
তোমার এ শিক্ষাভার স্বীকার করিলে,
ক্রমে ক্রমে সকলেই করিবে প্রার্থনা।
কিন্তু রে নিষাদ !
এখনও এ হেন শক্তি
জন্মে নাই শূদ্রের শরীরে,
নাহি হেন উর্ব্বরতা মস্তিষ্কে তাহার,
ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিবে—
স্মরণ রাখিবে সব
অতি সূক্ষ্ম মন্ত্র ও সন্ধান।
দিই যদি স্নেহবশে, পণ্ড হবে শ্রম—
পড়িয়া উষর ক্ষেত্রে স্ফূরিবে না কভু,—
লাভ তাহে পৃথিবীর ক্ষতি।
বিদ্যা হবে ভ্রমাত্মিকা দূষিতা নিষ্ফলা,—
অন্য দিকে অসংযত বৃথা অহঙ্কারে
মত্ত হবে সারা শূদ্র জাতি.
তাই প্রতিষেধ।

অতএব বাগ্‌জালে জড়িত ক'রো না,
ছাড় পথ—ব'য়ে যায় বন্দনার বেলা।

একলব্য। এঁ্যা—বন্দনার ব্যাঘাত করেছি ?
এতক্ষণ বল নাই কেন ?
তা হ'লে তো গুরু,
বক্তব্য আমার জিহ্বাগ্রে করিয়া সংহার
তৎক্ষণাৎ ছাড়িতাম পথ—
না ধরিতাম চরণ ছাঁদিয়া।
যাও দেব।
পদধূলি দিয়ে যাও শিরে—
কিম্বা বুঝি তাও অসম্ভব।
পতিতের স্পর্শমাত্রে
দেবতার পবিত্র চরণে
কলুষের কালিমা লাগিবে।
তবে গুরু।
দূর হ'তে দাসের প্রণতি
সানুগ্রহে করিয়া গ্রহণ
চরিতার্থ কর শূদ্রাধমে।

দ্রোণ। মনোভিষ্ট সিদ্ধ হোক্ তোর।

[প্রস্থান

একলব্য। [সানন্দে] পেয়েছি—পেয়েছি মন !
ক্ষুণ্ণ কেন আর ?
আশীর্ব্বাদ পেয়েছি গুরুর,
অবশ্যই পূর্ণ হবে সাধ।

না—না, কি ভ্রান্তি আমার !
স্থির হও তরল মানস !
কেন চপলতা,
অনুচিত উচ্ছ্বাস তোমার ?
ভেবে দেখ কিসের আনন্দ,
কিসে হবে সাধ পূর্ণ তোর ?
আরে মূঢ় মন !
এটুকু আনন্দ পেয়ে
এত যদি অধীরতা তোর,
তা হ'লে না জানি,
যদি কোন দিন
হোস্ তুই সিদ্ধমনোরথ,
আরও কত উন্মত্ত হইবি
অহঙ্কারে দিশা হারাইবি !
ছিঃ-ছিঃ, জন্ম তোর জঘন্য সমাজে,
বরেণ্য হইতে সাধ ?
পঙ্গু তুই, চাস তবু পর্ব্বত লঙ্ঘিতে ?
একে তুই অস্পৃশ্য চণ্ডাল,
খর্ব্ব তাহে অতি ক্ষুদ্রাদপি,
গর্ব্ব তবু চন্দ্র পরশিতে।
অশ্রুর সাগর-বক্ষে এলি ভেসে ভেসে,
যেতেছিস্ এখনো ভাসিয়া—
তবু তোর চক্ষে নাহি জল !

[মর্ম্মবেদনায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিল]

গীতকণ্ঠে ব্যাধ-বালিকাবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী।—

গীত।

কাহে, আঁখি নিঝর ঝুর, বৈঠি মিটি পর,
বোযসি রহি রহি রহসি বোলেরে ?
কাহে, দীঘ শোয়াস বহু, তৈছে দিঠি দুহু,
ডোলত মুহু মুহু, মুরছি লোড়ে রে ?
কাহে, গরাসল রাহু তেরি ছিরি মুখ-চন্দা,
গলতহি নমুয়ারে নয়না কি নন্দা,
দরদ দহন দোন, দহই দারু-দহন,
কোহি সো দুরজন, রোখল তোহে রে ?
কাহে, কথলি চাঁচর চুলি, দুখলি ভুখলি দে,
ছিয়ে ছিয়ে কি এ ছিরি হিয়ে মঝু দগধে,
দুখভাগি ভাগল, নিছনি নিকাসল,
নেহে নেহারব—আ' তু' কোড়ে রে ॥

লক্ষ্মী। [গীতান্তে] কাহে তু' হিঁয়া বৈঠে কাঁদিস্ রে বেটা কাহে তু জবাব দিস না রে ? তু কি হামার বাৎ সম্‌জাতে নারছিস্ ?

একলব্য। বুঝি—বুঝি বৈ কি ! দিন কত কাকের বাসায় এসো ব'লে কি মধুর কুহুস্বর ভুলে যাবো ? কিন্তু এই ভাষা শিক্ষা আমার সর্ব্বনাশের মূল। যত দিন শিখি নাই, ততদিন বেশ ছিলুম বনের মানুষ বনেই থাক্‌তুম,—বাহিরে সভ্য জগতে কি হ'চ্ছে হ'চ্ছে, কিছুই বুঝ্‌তুম না। শুধু সময়মত ক্ষুৎপিপাসার শান্তি ক' নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যেতুম ; তাতেই বেশ শান্তি ছিল, সুখ ছিল, সন্তো ছিল। এখন আর কিছুই নাই ; আছে শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষার কষাঘাত-

ব্যর্থতার বেদনা—হতাশার প্রদাহ। এই ভাষা আমায় ব'লে দিচ্ছে যে, আমি রাজা ছিলুম, প্রবঞ্চকেরা পরামর্শ ক'রে আমায় অধিকারচ্যুত করেছে,—বনদেবীর স্বাধীন সন্তান আমি, এরা কৌশলে আমায় শৃঙ্খলিত ক'রে পশুর মত পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে রেখেছে। হায়! না শিখিতাম যদি এই বিজাতীয় ভাষা!

লক্ষ্মী। তু হামুছন আও! তুয়ার যো কুছ দুখ্-দরদ হ্যায়, সো সব ভাগ্ যাবে।

একলব্য। তুমি যে অভাগার দরদ বুঝেছ—সান্ত্বনা দিচ্ছ, এই যথেষ্ট। তোমার সঙ্গে গেলে আমার কি দুঃখ ঘুচ্‌বে? যার দয়ায় দুঃখ দূর হ'তো, তিনি আমার দুঃখ বুঝ্‌লেন না, বুঝ্‌লে তুমি—যার বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র, অতি তরল,—কার্য্যের সীমায় পৌছিতে এখনও যুগ কেটে যাবে।

লক্ষ্মী। তু কুছ্ জানস্ নি; তেরি মালুম নেহি। দেখ্, যো যেস্‌কা জাতি, যো যেস্‌কা ভাই কি বহিন্, সোই তেস্‌কা দরদ সমুজ্‌তেঁ হে। যো তেরা দল্‌কা ভিন্ হ্যায়, সোই তুয়ার সাথ সয়তানকা মাফিক্ মজা কর্‌তে হে।

একলব্য। ঠিক বলেছ। উচ্চশ্রেণী নিম্নের পানে কৃপাদৃষ্টি করে না; শুধু তাকে অধোগত দুরবস্থ দেখে ঘৃণায় ব্যঙ্গ করে। নিম্নস্থকে হাত ধ'রে তুল্‌বে না, শুধু উপর থেকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর্‌বে। এটা তার উচ্চ পদের নিয়ম।

লক্ষ্মী। তব্ চলিয়ে।

একলব্য। চল—চল। তুমি আমার স্বজাতি, চল—আমি তোমার সঙ্গেই যাবো। সুখের লালসায় পরের পদাঘাত সহ্য করার চেয়ে, দুর্দ্দশায় আত্মীয়ের কোলে অনাহারে নিদ্রা যাওয়াও শ্রেয়ঃ। এবার

বেশ বুঝেছি—জাতির গতি জাতি, ভাইয়ের আত্মীয় ভাই, অনাত্মীয়ের ঋষিও অনাত্মীয়।

গীতকণ্ঠে শুদ্ধানন্দের প্রবেশ।

শুদ্ধানন্দ।—

গীত।

বড় মানিয়েছে মা, মানিয়েছে।
পথে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে দেখে মায়ের ছেলে মা নিয়েছে॥
কি দোষে কি হেতু মাগো ভুলেছিলি এত বেলা,
স্বভাব কি তোর ঘুচ্‌লো না গো চিরকেলে চঞ্চলা,
কেউ বা সুয়ো কেউ বা দুয়ো, অবিচার কেন কমলা,
সুয়ো তোমার কানে কানে, দুয়োর কি দোষ শুনিয়েছে।
দেখ্‌ছি ভাল আছিস্ ব'সে সুত শশী করি কোলে,
আর যেন তায় মলিন রেখে যাস্‌নে ছুটে কমল-দলে,
চাঁদের সুধায় ফুলের শোভায়, ভুলাও ছেলে স্বভাব ভুলে,
সে যে অনেক সেধে অনেক কেঁদে মরুভূমি ভাসিয়েছে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুর।

ভীষ্ম ও দ্রোণ।

ভীষ্ম। হে আচার্য্য! আপনার সযত্ন শিক্ষাদানে কুরু-পাণ্ডব এক্ষণে রণনৈপুণ্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছে। আপনার প্রসাদে এখন তারা ক্ষত্রিয়সমাজে পরিচিত হবার যোগ্য হয়েছে। পরীক্ষায় যেরূপ প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি যে, আপনার পরিশ্রম, আমার উদ্দেশ্য এবং বালকগণের চেষ্টা ও উদ্যম সার্থক হয়েছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার এ কীর্ত্তি যেন প্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিলয় প্রাপ্ত না হয়। আপনি যে আমার কি উপকার করেছেন, তা আপনার সমক্ষে ব্যক্ত কর্‌লে চাটুকারিতা প্রকাশ পায়।

দ্রোণ। কুরুমণি! এ গুণগ্রাহিতা আপনারই গুণবত্তার পরিচয় মাত্র।

ভীষ্ম। এক্ষণে আদেশ করুন, আপনার শিষ্যগণ দক্ষিণা স্বরূপ শক্তিসাধ্য কোন্ দুর্লভ বস্তু আহরণ করবে?

দ্রোণ। কি প্রার্থনা কর্‌বো গাঙ্গেয়? আপনার প্রসাদে আমার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ নাই। শিষ্যগণের শিষ্ট ব্যবহারেই আমি পরিতৃপ্ত। তাদের প্রতিভাই আমাকে প্রতিদিন আপ্যায়িত কর্‌ছে। এক্ষণে তাদের কৃতজ্ঞতাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী।—

গান

ওগো, ও গুরু মহাশয়!
মনে পড়ে কি সেই দিন—
যে দিন দীনবেশে করেছিলে কি হীন অভিনয়!
কেমনে ভুলিলে জ্ঞানি, সে দিনের সে আত্মগ্লানি,
হায়, বৃথা কি গরজি ফণী, ভেকের লাথি ভুলে রয়?
কেন যজ্ঞসূত্র ধর, কেন বা তর্পণ কর,
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে তোমার, পিতার হ'লো তপঃক্ষয়॥

দ্রোণ। হাঁ—হাঁ, মনে পড়ে—মনে পড়ে! আছে—আছে ভীষ্মদেব! আমার একটা প্রার্থনা আছে। উঃ! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা! অন্তরের নিভৃত কন্দরে নির্ব্বাণোন্মুখ হিংসা-বহ্নি বাতাস পেয়ে আবার সহস্র জিহ্বা ব্যাদন ক'রে উঠ্‌লো! পিতা! পিতা! ক্ষমা করুন; ভ্রমবশে প্রতিজ্ঞা পালন না ক'রে আমি আপনার শান্ত আত্মাকে এতকাল জ্বালাগ্রস্ত ক'রে রেখেছি। এস—এস বন্ধুবর! আজ বড় উপযুক্ত সময়ে আমাকে প্রতিজ্ঞার দায় হ'তে মুক্ত করবার জন্য উপস্থিত হ'য়ে আমার পরম মিত্রের কার্য্য করেছ। এ কৃতজ্ঞতা জানাবার শক্তি আমার নাই। এস হিতৈষিণ! আমায় আলিঙ্গন দাও। বল, কি আমার কর্ত্তব্য?

সন্ন্যাসী। যদি নিজে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না, তবে শিষ্য সাহায্যে প্রতিজ্ঞা পালন করুন, নচেৎ আপনার পিতৃপুরুষগণ অধোগামী হবেন। মনে রাখ্‌বেন,- একমাত্র দ্রুপদলাঞ্ছনাই আপনার প্রার্থনীয় দক্ষিণা। [প্রস্থান।

ভীষ্ম। কিছুই তো বুঝ্‌লাম না আচার্য্য! সহসা আপনি এরূপ অগ্নি-মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লেন কেন? আর এ ভীষণাকার উগ্র পুরুষই বা কে?

দ্রোণ। সব কথা পরে বল্‌বো। আপাততঃ এইমাত্র জেনে রাখুন, পাঞ্চালপতি দ্রুপদ আমার পরম শত্রু। তাকে হতমান কর্‌বার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; তদুদ্দেশ্যে আমি শিষ্যগণের প্রাণপন সাহায্য প্রার্থনা করি।

ভীষ্ম। এ আব বেশী কি আচার্য্য? কুরু-পাণ্ডব সর্ব্বদা আপনার আদেশ পালন কর্‌তে আজীবন বাধ্য। আসুন, তবে অবিলম্বে যুদ্ধঘোষণা ক'রে, বালকগণকে পাঞ্চালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য উপবন।

ধ্যানরত শিখণ্ডী ও উৎসবরত যক্ষদম্পতী।

গীত।

স্ত্রীগণ।— পিও বধু, পিও মধু, পিও শুধু বদনে!
পুরুষগণ।— আকুলি-ব্যকুলি কেন, কেন পিয় সখিলো,
বিরহ-বাসনা কেন জাগে তব মনে মনে?
স্ত্রীগণ।— জাগিয়া নীরব রাতি, অতনু সহিত রতি,
আবেশে অবশ তনুখান,

পুরুষগণ।— হের লো এখনো শশী জাগিয়া নিশির কোলে,
এখনো হয়নি ম্লান,—
কেন ইন্দু-নিভাননি এখনি হইলে বাম,
কাতরে কৌতুকময়ী অনুগত জনে ?

[যক্ষদম্পতীগণের প্রস্থান।

শিখণ্ডী। হে বাঞ্ছাকল্পতরু ! হে সর্ব্বজনানন্দপ্রদ ! হে জনার্দ্দন ! আমায় আনন্দ দাও ! হে লজ্জানিবারণ ! আর আমায় লোকসমাজে লজ্জিত ক'রো না। [পুনরায় ধ্যানস্থ হইল]

তুন্দিভাকে সবলে আকর্ষণ করিতে করিতে
কুরুবকের প্রবেশ।

তুন্দিভা। কুরুবক ! তুমি আমার হাত ধর্‌লে কেন ? মদ্যপান ক'রে একবারে দৃষ্টিহীন হয়েছ না কি ? ছেড়ে দাও ! তোমার স্ত্রীকে অনেক দূরে ফেলে এসেছ।

কুরুবক। একজনকে তো পেয়েছি !

তুন্দিভা। ছাড়, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

কুরুবক। [বিকৃতস্বরে] মাথা ঘোরে রূপের মদিরায়।
এ মাথার কি আছে মাথা, পড়েছে তোর পায়॥

তুন্দিভা। ওগো ! ওগো ! কে আছ, আমাকে রক্ষা কর ! দুর্ব্বৃত্ত আমার ধর্ম্মনাশে উদ্যত হয়েছে।

শিখণ্ডী। [ধ্যানভঙ্গে] একি শুনি
মর্ম্মন্তুদ বেদনার স্বর,
নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ যেন !
[নিকটে কুরুবককে দেখিয়া]

একি ! কে তুমি পুরুষ ?
রমনীর কেশাঞ্চল কর আকর্ষণ ?
কে তুমি লম্পট ?
পাপ চেষ্টা করি,
কেন কলুষিত করিলে কানন ?
কি কারণে ধ্যানভঙ্গ করিলে আমার ?

কুরুবক। শোন্ তুন্দিভা ! নিজে বেটা ক্লীব, ও কি না পুরুষের পরিচয় চায় ! আরে যা—যা, কিসের ধেয়ানী তুই ?

তুন্দিভা। ওগো ! তুমি যেই হও, আমায় রক্ষা কর।

কুরুবক। সে কি প্রেয়সি ! তুমি মানুষের কাছে সাহায্য চাচ্ছ ? বল, ভয় পাচ্ছ না কি ? এস, আমি তোমাকে বুকের ভিতর রাখ্ছি। [তুন্দিভাকে আলিঙ্গনোদ্যত]

শিখণ্ডী। সাবধান কামান্ধ কুক্কুর ! [প্রহারোদ্যত]

স্থূলকর্ণ। [নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে] তুন্দিভা ! তুন্দিভা !

তুন্দিভা। নাথ ! নাথ ! আমাকে টেনে এনে অত্যাচার কর্ছে।

কুরুবক। এই রে, বেটা বেল্লিক ! চেঁচিয়ে আমার নেশাটাকে চটিয়ে দিলে !

[বেগে প্রস্থান।

স্থূলকর্ণের প্রবেশ।

স্থূলকর্ণ। [শিখণ্ডীকে দেখিয়া] কে আপনি মহাপুরুষ !

শিখণ্ডী। পুরুষ নই দেবতা ! আমি ক্লীব ; সেই জন্য সকলের ঘৃণায় জীবনকে ধিক্কার দিয়ে লোকালয় ত্যাগ ক'রে এই বনাশ্রম গ্রহণ কর্তে বাধ্য হয়েছি। যদি প্রসন্ন হ'য়ে থাকেন, তবে আমার

মনোবেদনা দূর করুন, নচেৎ আমি আপনার সমক্ষে আত্মহত্যা কর্‌বো।

স্থূলকর্ণ। যথার্থই আপনি পুরুষত্ব পাবার যোগ্য। বিপন্ন রক্ষায়, পাপের দণ্ডবিধানে, যিনি দেব-দানব যক্ষ-রাক্ষসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌তে সাহসী, তিনিই যথার্থ পুরুষ। আসুন, আমি আপনাকে পুরুষত্ব প্রদান কর্‌বো।

শিখণ্ডি। আমি আজীবন আপনার জয় ঘোষণা কর্‌বো। আপনি আমার ভাগ্যবিধাতা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

প্রশস্ত বেদীতে দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত, একলব্য অন্যান্যমনে শস্ত্রাভ্যাসে রত ; হেমের হাত ধরিয়া আনন্দের প্রবেশ।

আনন্দ। মহাশয়! কি শিক্ষাই করেছেন।

একলব্য। কেন বালক, শিক্ষার কি দোষ দেখ্‌লে?

আনন্দ। সাম্‌নে ঐ গাছটাকে নিশানা কর্‌লে তীরটা বেঁকে গিয়ে লাগে পাশে।

একলব্য। সেও তো একপ্রকার কৌশল! শত্রু ভাববে আমি

সম্মুখভাগ লক্ষ্য করছি, সুতরাং সে পার্শ্বরক্ষায় অমনোযোগী হ'তেও পারে তো ?

আনন্দ। মহাশয়ের গুরু কে, যিনি এই অদ্ভুত সন্ধান দিয়েছেন ?

একলব্য। এই তো তোমার সম্মুখেই তিনি বিরাজমান, আচার্য্য-প্রধান ইনিই আমার গুরুদেব।

আনন্দ। হ্যাঁ, গুরু বটে! কেন না মাটীর পিণ্ড তো ভারত্বে অনেকটা গুরু।

একলব্য। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া] দেখ, বেশী বাচালতা ক'রো না ; বালক ব'লে আমি তোমায় উপেক্ষা করলুম। কোথায় যাচ্ছ, যাও।

আনন্দ। চোখ রাঙ্গাচ্ছ কি ? উচিত কথা বলবো। তোমার গুরু যেমন একটা নির্জ্জীব জড়, তেমনি তোমাকেও কতকগুলি নির্জ্জীবকে মারতে শিখিয়েছেন। মরাকে মারবার জন্য এত পরিশ্রম কেন ? তোমার এ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ?

একলব্য। দেশরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা—প্রবলের করাল কবল হ'তে দুর্ব্বলের প্রাণরক্ষা।

আনন্দ। কিন্তু আত্মরক্ষার সন্ধান পেয়েছ কি ? তুমি শস্ত্র-শিক্ষায় ব্যস্ত, ওদিকে যে ছয়জন প্রবল শত্রু সম্মিলিত হ'য়ে তোমার হৃদয়-রাজ্য ছারখার করবার উপক্রম করছে, সে দিকটা একবার লক্ষ্য করেছ কি ?

একলব্য। যোগাভ্যাসের কথা বলছ বুঝি ? কিন্তু সে তো কেবল আত্মোৎকর্ষের চেষ্টা—স্বার্থপরতা! তথাপি জেনে রেখো যে, যোগের প্রথম সোপান সংযম শিক্ষা না ক'রে আমি শস্ত্রশিক্ষায় প্রবৃত্ত হ'তে পারিনি। মনোরাজ্যের কথা কি বলছ—রক্ষার কল্পনায় আমার এই দেশজয়ের চেষ্টা, বৈকুণ্ঠ জয় করতেও সমর্থ হবে, এ বিশ্বাস আমি

রাখি। ব্রাহ্মণের যেমন একমাত্র বেদাধ্যয়নই তপস্যা, তেমনি আমার এই শস্ত্রসাধনায় কি আধিদৈবিক, কি আধিভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক সমস্ত অনুষ্ঠানই সমাহিত।

বালিকাবেশিনী লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। কে গা তুমি, পায়ে পা দিযে ঝগড়া ক'রে বাছার আমার শিক্ষার সময় নষ্ট করতে এসেছ?

আনন্দ। শিক্ষার দৌরাত্ম্যে পথিকের পথ চলা বন্ধ হয় যে!

একলব্য। এ তো পথ নয় বালক! এ যে গভীর অরণ্য, লোকালয় হ'তে বহুদূরে। এখানে তো জনপ্রাণীর সমাগম সম্ভব নয়।

আনন্দ। যাতায়াত না থাক্, পথ ভুলে এসে পড়তেও পারে তো? তা ছাড়া, তুমি যেমন অভ্যাস করছ, তেমনি এই বনে আরও তো অনেক যোগ-সাধক, তাপস প্রভৃতি আছেন, তাঁরাও বাণবিদ্ধ হ'তে পারেন তো? তোমার শব্দবেধী বাণে শব্দায়মান পশুপক্ষীও আহত হ'তে পারে তো?

একলব্য। না বালক! গুরুর কৃপায় আমার নিক্ষিপ্ত শর কখনও নিরপরাধের অঙ্গস্পর্শ করে না।

আনন্দ। তা হ'লে তুমি বলতে চাও যে আমি অপরাধী, যেহেতু তোমার সিদ্ধ বাণে আমার চরণ বিদ্ধ হয়েছে। বাহবা! খুব সাধক তুমি। শিক্ষার ত্রুটী হ'চ্ছে দেখে তোমারই ভালর জন্য বলতে আস্‌ছিলাম, এই আমার অপরাধ। নিঃস্বার্থ পরোপকারী আমি, তোমার চক্ষে কি না অপরাধী?

একলব্য। গঞ্জনা দিও না বালক! নিশ্চয়ই তুমি আমার বাণকে হেয়জ্ঞান করেছিলে, তাই তোমার অপরাধ হয়েছে। যাই হোক,

তবু আমি লজ্জিত হ'চ্ছি যে, আমার ক্ষুদ্র বাণ তোমার ন্যায় শস্ত্রবিদ্‌কে ব্যথিত করেছে। বড় যন্ত্রণা হ'চ্ছে, নয়? [লক্ষ্মীকে] মা—মা! তুমি এই বালকের ক্ষত স্থানে কিঞ্চিৎ ঔষধ লেপন ক'রে দাও না মা!

লক্ষ্মী। বাবা! উনি তো বালক নন; দেখ্‌ছ না, বামনরূপী বৃদ্ধ। আমি কি ওঁর অঙ্গস্পর্শ কর্‌তে পারি? ছিঃ!

একলব্য। বৃদ্ধ হ'লেও দোষ কি মা? অতিথি যে নারায়ণ! আর তুমি আমার মা। দুর্দ্দিনে তোমায় লাভ ক'রে ভাগ্যবান্ হয়েছি; তুমি আমার ভাগ্যদেবী—লক্ষ্মী। নারায়ণের পদসেবা কর্‌তে লক্ষ্মীর তো কোন নিষেধ নাই মা!

আনন্দ। আমি তোমার আতিথ্যগ্রহণ কর্‌তে চাই না; তুমি আমায় অপরাধী বলেছ।

লক্ষ্মী। বৃথা তর্কে শিক্ষার সময় নষ্ট করেছ, সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি অপরাধী।

একলব্য। গুরুনিন্দা করেছ, এজন্য শতবার বল্‌বো তুমি অপরাধী।

আনন্দ। আমিও সহস্রবার সহস্রমুখে বল্‌বো যে তোমার শিক্ষার কোন মূল্য নেই—তোমার গুরুরও কোন গুরুত্ব নেই। কেন না, জীবন্ত বা জাগ্রতের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার তোমার একটুও যোগ্যতা হয়নি। যেমন আমি একজন জাগ্রত, আমার অঙ্গে শরক্ষেপ তো দূরের কথা, যদি একটা পুষ্প নিক্ষেপ ক'রে নিস্তার পাও, তবে জানি তোমার শিক্ষা সার্থক।

একলব্য। আরে রে দুর্ম্মুখ! আরে আরে গর্ব্বিত নিন্দুক! তবে পরীক্ষা কর্—গুরুর গৌরব আছে কি নেই! [যুদ্ধোদ্যত]

আনন্দ। বেশ, পরীক্ষা হোক্; কিন্তু অগ্রে পণ রাখা হোক্। অঙ্গীকার কর যে, যদি আমি জয়লাভ করি, তবে তোমার এই ভাগ্য-দেবীকে আমার হস্তে সমর্পণ কর্‌বে?

একলব্য। উত্তম। আমি অঙ্গীকার করলুম। কিন্তু যদি পরাস্ত হও ?

আনন্দ। তা হ'লে আমিও স্বীকার করছি যে আমার এই সঙ্গিনীটী চিরদিন তোমার দাসীত্ব করবে। এস তবে, অগ্রে তুমিই আক্রমণ কর। বেশী বাজে অস্ত্র ব্যবহার ক'রো না; বজ্রের ন্যায় অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র যেগুলি, সেইগুলিই এক একটী ক'রে প্রয়োগ কর।

[উভয়ের যুদ্ধ]

[আনন্দ একলব্যের নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক ব্রহ্মাস্ত্র এক একটী করিয়া কৌতুকে ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একলব্যের তূণীর নিঃশেষিত হইয়া গেল।]

আনন্দ। একি, তোমার তূণীর যে শূন্য! এই অল্পক্ষণ যুদ্ধেই তুমি অস্ত্রহীন হ'য়ে পড়লে? ছিঃ—তবে তুমি কি করেছ? এত-দিন এত কঠোর পরিশ্রম ক'রে মাত্র এই কয়টী অস্ত্রলাভ করেছ? দেখ—দেখ, স্মরণ কর, যদি আরও কিছু শিখে থাক।

একলব্য। [লজ্জায় নতমুখে নিরুত্তর রহিল।]

লক্ষ্মী। থাম; তুমি খুব বিক্রম দেখিয়েছ। বিজিতকে লজ্জা দেওয়াই কি বিজেতার পৌরুষ?

আনন্দ। বেশ, লজ্জা দেবো না; তুমি তবে লজ্জা ত্যাগ ক'রে আমার অঙ্গে এস। পুত্রগর্ব্বে গর্ব্বিতা হ'য়ে পদসেবা করতে বড়ই যে অনাদর করেছিলে!

লক্ষ্মী। [একলব্যের প্রতি] বাবা! বাবা! তবে কি একান্তই আমায় যেতে হবে?

একলব্য। [নতমুখে] কি করবো মা? বোধ হয় ভগবান বাদী, নতুবা ব্রহ্মাস্ত্রও কি ব্যর্থ হয়?

লক্ষ্মী। ব্যর্থ হয়নি বৎস ! তবে এখনও তোমার অস্ত্রশিক্ষা অসিদ্ধ। কেন না, এতকাল শুধু সাধনাই করেছ, আচার্য্যকে দক্ষিণা দাওনি তো ! যত দিন দক্ষিণা দিতে না পারবে, তত দিন তোমার বিদ্যা ফলবতী হবে না ; অতএব, দক্ষিণা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

একলব্য। এ জীবনে দক্ষিণা দেওয়া হবে না মা ! ভাগ্যদেবী তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে গেলে আমার কি থাকবে ? কোথায় কি পাবো মা, যে গুরুর পাদপদ্মে অর্পণ ক'রে তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করবো ?

লক্ষ্মী। আমি তো তোমায় ত্যাগ করিনি বাছা ! তুমিই যে আমাকে পণ রেখে বিসর্জ্জন দিলে। যদি আমাকে ভাগ্যলক্ষ্মী ব'লেই জেনেছিলে, তবে পণ রাখলে কেন ? জান না কি, লক্ষ্মীকে পণ রাখলে রাজরাজেশ্বরেরও পরাভব অনিবার্য্য ? তবে তোমারও বিশেষ দোষ নাই ; জগতে যারাই কৃতবিদ্য, তারাই বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্মীকে প্রায়ই অনাদর করে। যাক্, তবু তুমি ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না। আমি তোমাকে এই বস্তুটী দিয়ে যাচ্ছি, সাবধানে গ্রহণ কর। যতদিন তোমার গৃহে এই অক্ষয় বস্তুর আদর-যত্ন থাকবে, তত দিন তোমার সুখ-শান্তির অভাব হবে না।

আনন্দ। একান্তই যদি দুঃখ প্রকাশ কর, তবে আমি তোমার পণ প্রত্যর্পণ করতে প্রস্তুত !

একলব্য। আমার কোন দুঃখ নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার জয়লক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে পার।

আনন্দ। তাতে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'তো না ; অবশ্য আমি ঃ বিনিময় গ্রহণ করবো।

একলব্য। কি চাও ?

আনন্দ। জয়লক্ষ্মীর বিনিময়ে তোমার আচার্য্য-মূর্ত্তির ছিন্ন শির।

একলব্য। [সক্রোধে] নীরব হও! নীরবে লক্ষ্মীকে নিয়ে প্রস্থান কর

লক্ষ্মী। রাগ ক'রো না বাবা, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত হও। শিক্ষা তো তোমার শেষ হয়েছে, আর ও তো একটা মাটীর পিণ্ড বৈ তো নয়! তবে আর কেন মমতা ক'চ্ছো?

একলব্য। ক্রন্দন ক'রো না দেবী। যাচ্ছ—যাও, অধঃপাতের পথ দেখাও কেন? চিরকাল চঞ্চলা তুমি, চিরকাল তো থাক্‌বে না মা! জানি দেবি! আস তুমি উন্নতির অতি উচ্চ সোপান আশ্রয় ক'রে পর্ব্বতপ্রমাণ রাজকীয় প্রাসাদে, আর যাবার সময় জীর্ণ ভগ্ন পর্ণ-কুটীরের চিহ্ন পর্য্যন্ত চূর্ণ ক'রে দিয়ে ঝড়ের মত চ'লে যাও,—অধঃ-পাতের পথ উন্মুক্ত রেখে উন্নতির পথে কণ্টক ছড়িয়ে যাও। এই জন্যই কৃতবিদ্যের কাছে তোমার অনাদর। কি বল্‌বো দেবী! মানবের মন দিয়ে গড়া এই মৃত্তিকাস্তূপে কি ভাবে যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তা দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মারও অজ্ঞাত। বুদ্ধির দোষে সৌভাগ্য হারিয়েছি, তাতে বিদ্যার অপরাধ কি? শিক্ষক তার প্রতিফল ভোগ কর্‌বেন কেন?

লক্ষ্মী। তবে আমি যাই, তুমি দুঃখিত হ'য়ো না।

একলব্য। কিছুমাত্র নয়। দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। আশী-র্ব্বাদ করুন, যেন বিশ্বাস না হারাই—যেন কৃতজ্ঞতা ভুলে না যাই।

আনন্দ ও লক্ষ্মী: [সমস্বরে] তথাস্তু।

[উভয়ের প্রস্থান।

একলব্য। [কৌটা দেখিয়া] কাঞ্চনের বিনিময়ে কাঁচখণ্ড! স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে কাষ্ঠখণ্ডের সমাদর! দূর হোক্—

[কৌটা নিক্ষেপ]

[হেম যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল]

হেম। না—না ফেল্‌বেন না। ভাগ্যের দান, ভগবানের। ভাল হোক্—মন্দ হোক্, তুচ্ছ কর্‌তে আছে? [কৌটা কুড়াইয়া লইল]

একলব্য। তুমি এখনও অপেক্ষা কর্‌ছ যে?

হেম। ভাগ্যহীনা আমি, সৌভাগ্যের পাছে পাছে কতদূর যাবো? সারা পৃথিবীটা ঘুরে বেড়ালেও তার ছায়া স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বো না; তাই দুর্ভাগ্যকে মনে মনে বরণ ক'রে সন্তুষ্টচিত্তে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি বোধ হয় আমাকে চিন্‌তে পারেন নি?

একলব্য। না; কে তুমি?

হেম।—

গীত।

সৃষ্টির আমি আধখানা ওগো, সংসারে আমি ষোল আনা।
হাঁসি কান্নার মাঝখানে মম আলোক আঁধারে কারখানা।
লক্ষ আঁখির আমি যে লক্ষ্য, আমাতে বন্ধন আমাতে মোক্ষ,
যুদ্ধের জয়, বুদ্ধের ভয়, অন্ধের সাথী-অঙ্গনা।
দূরিতে আঁধার আমি দীপ জ্বালি, ঘুচাতে অভাব 'নাই নাই' বলি,
লক্ষ্মীরে ডাকি, আলিপণা আঁকি, কবি ঠাব পদ কল্পনা।
অপচয় নাশি আমি ভালবাসি, ভখিতে ভুক্তাবশেষ বাসি,
সঞ্চয়ে বরি, অঙ্গ আবরি, সহিয়া শরীরে যন্ত্রণা।—
প্রয়োজন হ'লে, আধেক বাকলে, লজ্জা নিবারি ষোল আনা॥

একলব্য। বুঝলুম তুমি আদর্শ রমণী—আদর্শ গৃহিণী। আচ্ছা, তোমার যদি প্রয়োজন থাকে, এ কৌটা তুমি রাখ্‌তে পার—আমি তোমায় দান কর্‌লুম।

হেম। [গ্রহণ করিয়া] কি দিলেন, দেখে দিন। মনের কথা বলা যায় না তো, যদি কোন দিন গচ্ছিত ব'লে ফিরিয়ে নিতে চান। [কৌটা

খুলিয়া] একি—এর মধ্যে যে সিন্দুর! ছিঃ—ছিঃ, কুমারী আমি, আপনি আমাকে সিন্দুর রাখতে দিলেন? কি করলেন, জানেন?

একলব্য। জানি, অজ্ঞাতে করেছি,—অপরিচিতা তুমি, তাতে কোন দোষ নাই।

হেম। না, দোষ কিছু নয়। তবে আর তো আমাকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বেন না। পুরুষেরা অজ্ঞাতে অপরিচিতাকেই সিন্দুর দান ক'রে আপনার ক'রে নেন তো।

একলব্য। বটে! তবু তার কুলশীল সম্বন্ধে জানা থাকে।

হেম। আমিও অকুলীনের মেয়ে নই গো, আমি সেই সন্ন্যাসীর মেয়ে।

একলব্য। এঁ্যা! তুমি আমার হেম?

হেম। হাঁ প্রিয়তম! সেই আমি তোমার আশ্রিতা!

একলব্য। এস তবে, তোমার পিতার অনুমতি নিইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শঙ্করের বাটী।

মুক্তা ও সুধর্ম্মা।

মুক্তা। তোমাকে এনে আমি ভাল করিনি বোন।

সুধর্ম্মা। কেন দিদি! আমি তো পরম সুখেই আছি। পাপাত্মা শঙ্করের পাপ-চক্ষুর অন্তরাল হ'তে পেরেছি, মহারাণীর গঞ্জনায় অব্যাহতি পেয়েছি, তোমার মুখে স্বামীর সুখ্যাতি শুনতে পাচ্ছি এই আমার সুখ।

মুক্তা। শঙ্করের পাপ চেষ্টা ব্যর্থ করবার আরও অনেক উপায় ছিল, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, মুক্তির পর তোমাকে সেখানে না দেখতে পেলে, কুলত্যাগিনী ভেবে বিরাগ বশতঃ তিনি আমার কাছেই ছুটে আসবেন। এখন দেখছি, আমি ভুল করেছি, আমাকেও তিনি ভুলে গেছেন। বৃথা তোমার নামে কলঙ্ক রটিয়ে আমি শুধু পাপের ভাগী হ'লাম। হিত করতে বিপরীত হ'য়ে পড়লো।

সুধর্ম্মা। দুঃখ ক'রো না দিদি, আমার বোধ হয় তিনি এখনও মুক্তি পান নি।

মুক্তা। না ভাই, মুক্তি তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন। কারণ, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সহায় তিনি। দশার্ণ যখন যুদ্ধঘোষণা করেন, তখন মহারাজ নিশ্চয়ই তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন।

সুধর্ম্মা। তবে বোধ হয় যুদ্ধ এখনও মেটে নি।

মুক্তা। কেন, তোমায় বলেছি তো, যুদ্ধ অনেক দিন মিটে গেছে—দশার্ণ সন্ধি করেছেন।

সুধর্ম্মা। তবে তিনি আস্‌ছেন না কেন? দিদি! প্রাণটা যে আমার চম্‌কে উঠ্‌লো?

মুক্তা। ভয় কি? ভয়ের কোন কারণ নেই। স্ত্রী যাঁর সাক্ষাৎ সাবিত্রী, তাঁর কি কখনও অমঙ্গল ঘটে? যমের মুখ থেকেও তিনি ফিরে আসেন। তা নয়; তবে আমার ভাবনা হ'চ্ছে যে, যদি বিরক্ত হ'য়ে নাই আসেন, তবে তোমার কি উপায় হবে? শুধু একটী দিন, কি বল্‌বো বোন্! শুধু একটী দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর সঙ্গে কারাগারে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল; সে সময় বলি বলি ক'রে কোন কথাই বলা হ'লো না। নির্জ্জনে না পেলে কেমন ক'রে বলি? বোধ হয় সেই থেকে তিনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন। সেই সুযোগ চ'লে গেছে, আর এলো না।

গীতকণ্ঠে শুদ্ধানন্দের প্রবেশ।

শুদ্ধানন্দ।—

গীত।

প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে, এসে ফিরে যায় সুযোগ।
দিনে দিনে ঘনিয়ে আসে শেষের দিনের সেই দুর্য্যোগ॥
একটা শ্বাস ফুরায়ে যায়, জপের একটা বাকী রয়,
কাজের মত একটা কাজে ঘুচে যায় এ কর্ম্মভোগ।
কথার মত কইলে কথা, এক অক্ষরে লক্ষ গাথা,
ভবের তত্ত্ব ভাবে ব্যক্ত চাইনা বর্ণ চাই না যোগ,—
তখনি সুযোগ মাহেন্দ্র যোগ করবি যখন মনোযোগ॥

বল্‌বি ব'লে ভেবে রইলি, বল্‌লি না তুই বেলাবেলি,
বলি বলি হয় না বলা ঐ তো তোদের ঐ তো রোগ—
তবু উপসর্গে ধর্‌বে বৈদ্য কুপথ্য তোর উপভোগ ॥

মুক্তা। বল্‌বো—বল্‌বো দেব! এবার নিশ্চয় বল্‌বো। দেখা না পাই, নিজে মুখে বল্‌বার সুযোগ না পাই, তবু জগতকে বল্‌তে ব'লে যাবো যে মুক্তা তাঁর আদরিণীকে হাতে হাতে সমর্পণ ক'রে গেছে।

[শুদ্ধানন্দের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গীত।

কেমন আছ মনের কথা, ও ভাই গঙ্গাজল।
ডেকেছে তোর ভালবাসা, যাবি যদি চল।
ডেকে তোর পাইনে সাড়া,
যেন লো তুই পাড়াছাড়া,
কেন হ'লি এমনধারা কি হয়েছে বল্?
সকাল সাঁঝে দুপুর বেলা, থাকিস্ কোথা বল্?

মুক্তা। চুপ কর্ সই, কে যেন দ্বারে করাঘাত কর্‌ছে।

জনৈকা সখী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, লোকের তো খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, দিনরাত তোমার দরজায় ঘা দিচ্ছে! আমাদের ঘরেও লোক-জন আসে, আমরাও আমোদ-আহ্লাদ করি, কিন্তু তোমার মত অষ্টপ্রহর লোকের স্বপনও দেখিনে, পায়ের শব্দে চম্‌কেও উঠিনে। লোক আসে, গরজ থাকে, খানিক দাঁড়িয়ে থাক্। বিরক্ত হ'য়ে ফিরে যায়, আবার আস্‌বে; তাই ব'লে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে না কি?

মুক্তা। না—না, শোন না, কে যেন পরিচিতস্বরে ডাকৃছে তোমরা ভাই একটু ভিতরে যাও,—আমি দেখি, কে এসেছে।

সখি। ডাকারও পোড়া কপাল, সাড়া দেওয়ারও পোড়া কপাল। আয় লো আয়, আমরা যাই।

[মুক্তা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সদানন্দ। [নেপথ্যে] কে আছ এখানে? এই কি মুক্তার কক্ষ?

মুক্তা। [অগ্রসর হইয়া] কে মহাশয়? আমি আছি, আসুন

সদানন্দের প্রবেশ।

মুক্তা। কে রাজপুত্র?
অধীনার হৃদয়-সর্ব্বস্ব?
এস—এস, কি ভাগ্য আমার!
এতকাল পরে
অভাগীরে পড়িয়াছে মনে?
আছিলে কুশলে?
কারামুক্তি কতদিনে পেলে?
শুনিলাম কুলত্যাগ করিয়াছে
প্রণয়িনী তব,
তাই কিহে ফিরিল কপাল মম?

সদানন্দ। শুনেছিস তুই?
আরে রে কুট্টনি!
তুই তারে তস্কর সাহায্যে
এনেছিস্ নরকে টানিয়া,—

তবু সপ্রতিভ—তবুও কহিস্,
কুলত্যাগ করিয়াছে সে ?

মুক্তা। [আশ্চর্য্যে] আমি তারে এনেছি নরকে
একি কহ তুমি ?
নারী আমি—বেশ্যা আমি,
ভুলায়ে নারীর মন মজায়ে কুহকে,
কুলের বাহিরে আনি কুল-কামিনীরে,
কি স্বার্থ আমার ?

সদানন্দ। স্বার্থ তোর অর্থ উপার্জ্জন।
আর কিবা ? দোসর সহায়ে,
ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ।

মুক্তা। তাই যদি স্বার্থ হয় মম,
তবে ত্যজি সেই ব্যবসায়,
তুচ্ছ করি অর্থ সমাগম,
কেন ধাই কারাগারে আমি—
বিনা দোষে, বিনা দণ্ডাদেশে
তোমারে যাইতে দেখি ?

সদানন্দ। তোদের চরিত্র-চেষ্টা
চিন্তাশীল কবির অজ্ঞাত।
কে বলিতে পারে,
সে চেষ্টায় তোর ছিল কি না ছিল
গুপ্ত কোন অভিসন্ধি—
অধিক বিচিত্র স্বার্থ ?

মুক্তা। স্বার্থ ছিল মোর,

জীবন যৌবনটুক জীবন-সম্পদ
ডালি দিয়ে উদ্দেশে তোমার,
ভিক্ষাপাত্র করিতে সম্বল।
সাধ ছিল মম—
কারাগারে কঠোর নিগ্রহে
অর্দ্ধাশনে কভু অনশনে অনিদ্রায়,
দীর্ঘশ্বাসে হতাশে দহিয়া,
মৃত্যুপথে হ'তে অগ্রসর।

সদানন্দ। ব্যর্থতায় শেষে বুঝিলি যখন
লম্পটের প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিশার স্বপন,
হ'লো তোর চৈতন্য উদয়—
হ'লো তোর পরিণাম ভয় ;
অতৃপ্তির বৃশ্চিকদংশনে
ছুটে গেলি প্রতিহিংসা নিতে,
সর্ব্বনাশ সাধিতে আমার,—
হৃদয়-পিঞ্জর ভাঙ্গি
প্রাণ-পাখী হরিলি কৌশলে !

মুক্তা। তাই যদি বুঝে থাক—
সাধিয়াছি প্রতিহিংসা আমি,
এও তবে বুঝিতে উচিত।
বেশ্যা আমি,
আছে মোর কত শত জন ;
তুমিও লম্পট,
নিত্য সাধ নবীনার প্রেমে।

কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?
না শুধালে তুমি, আমি না শুধাই ;
উপেক্ষিলে আমি,
তুমি নাহি সাধ মোর পায় ।
তবু যদি বুঝে থাক—
প্রত্যাখ্যানে তব,
প্রতিহিংসা জেগেছে আমার,
তবে, যে তোমার পরিণীতা—
তুমি যার সব,
যাহার পবিত্র প্রেম দলি পদতলে
এসেছিলে আমার দুয়ারে,
তার কি হে সে হিংসা জাগে না ?
তুমি যারে ত্যজিলে হেলায়,
সে কি তোমা ত্যজিতে পারে না ?
তুমি তারে দিয়েছ বেদনা,
কেমনে বুঝিলে,
সেই শুধু সহিয়া দহিবে ?
কেমনে বুঝিলে,
দিবে না সে কোন প্রতিদান ?
ছিঃ—ছিঃ, এই বুঝি বিচক্ষণ তুমি ?
আসিয়াছ আমারে দূষিতে !

সদানন্দ । সত্য কথা ! দিব্যজ্ঞান হইল আমার-
ভাল শিক্ষা পাইলাম আজ !
বৃথা দূষি তোরে—মিথ্যা জনরব ।

তারো নাহি কোন দোষ,
দোষ যত আমারি কেবল,—
ডুবিয়াছি স্বখাত সলিলে।

মুক্তা। ভাবিও না,—আমি তার করিব সন্ধান।
শান্ত হও, মিলাইয়া দিব অচিরায়।

সদানন্দ। নাহি আর প্রয়োজন।
উপেক্ষায় ত্যাজিয়াছে মোরে,
অস্বীকার করিয়াছে স্বামিত্ব আমার,
কি আছে আমার দাবী,—
ফিরে লব কোন অধিকারে?
দণ্ডদান? নির্য্যাতন তারে?
বিড়ম্বনা—পাপের নিমিত্ত।

মুক্তা। দূর হোক্ সে—ভুলে যাও তারে,—
পুনঃ কর দারপরিগ্রহ।

সদানন্দ। সেও তো কুলের দ্বার ভাঙ্গিয়া পলাবে।
বিমুখিবে লম্পট স্বামীরে?

মুক্তা। তবে কি করিবে?

সদানন্দ। লজ্জা হয় কহিতে সে কথা।

মুক্তা। লজ্জা? হাসাইলে দুঃখের সময়
লজ্জা বাস লম্পট হইয়া?
শুনিলাম নূতন কাহিনী।
লজ্জা যদি এত,
নির্লজ্জা গণিকা পাশে কি হেতু আসিলে?
ভাল—বুঝা গেল তবু,

আছে মোর গাম্ভীর্য্য-গৌরব,
রাজপুত্র লজ্জা পায় কহিবারে কথা।
না—না, দিতেছি অভয়,
দণ্ড নাহি দিব তব নিলর্জ্জ কথায়।
কহ—কি করিবে ?

সদানন্দ তোমা তরে হারায়েছি তারে,
তোমারেই করিব আশ্রয়।
রাখ যদি পায়, দোষ ভুলে ক্ষমা যদি কর,
জীবনের অবশিষ্ট কাল,
তোমা ছাড়া হবো না কখন।

মুক্তা। আমিও করেছি স্থির,
রিক্তহস্তে রাখিব না কারে।
ধনরত্ন অলঙ্কার আদি
দিতে হবে অগ্রিম আমারে.
তবে পাবে আশ্রয় এখানে।
শিখিয়াছি ব্যবসায় আমি,
মিষ্টবাক্যে ভুলিব না আর,
বিশেষতঃ নিঃশেষিত যৌবন আমার
মনোনীত হয় যদি তব,
বিনামুল্যে ছাড়িব না আর,
বরং অধিক মূল্য—না রাখিব বাকী,
পারিবে কি দিতে তুমি ?

সদানন্দ ক্ষমা কর্ তুই !
আর মোরে দিস্‌নে গঞ্জনা।

মুক্তা। হবে না—হবে না,
মূল্য আগে চাই।

সদানন্দ। কিছু নাই, কি দিব তোমায়?
ত্যজিয়াছি বিপদে রাজায়,
রাজ্যে নাহি দাবী।
গৃহহীন, আত্মীয় বিমুখ,
কেহ নাই, আমার আমিই আছি।

মুক্তা। তবে আমি তোমাকেই চাই।

সদানন্দ। তাহে যদি তুষ্ট হও, দিলাম তোমায়।

মুক্তা। এখনো বুঝিয়া দেখ;
দিলে তো আমায় সর্ব্বস্বত্ব সরল মনেতে?

সদানন্দ। হাঁ, করিনু শপথ।

মুক্তা। আপত্তি তো করিবে না কভু
ফিরাইয়া নিতে?

সদানন্দ। এ জীবনে নয়।

মুক্তা। কর যদি অগ্রাহ্য হইবে?

সদানন্দ। সুনিশ্চয়—বিনা বাক্যে—বিনা বিচারে।

মুক্তা। কর অঙ্গীকার—
ইচ্ছামত দান, ইচ্ছামত বিক্রয়ের
পাইব তো পূর্ণ অধিকার?

সদানন্দ। করিলাম অঙ্গীকার,
তব সনে করিলাম আত্মবিনিময়,—
বল যদি দিতে পারি স্বাক্ষর করিয়া
তোমার ওই শ্রীপদ-পল্লবে।

মুক্তা ।   রঙ্গ নয়,
চিন্তার প্রসঙ্গ ইহা।
শোন তবে বলি,
এনেছি বধূরে তব,—
তস্কর সাহায্যে নয়,
শিষ্টাচারে মিষ্ট প্রলোভনে।
কর যদি আমারে বিশ্বাস,
অবিশ্বাস করিও না তারে,—
নিষ্কলঙ্ক পতিপ্রাণা সে।
সতীর সংসর্গ-সুখ স্বর্গসুখ ভাবি,
এনেছিনু তোমারে মিলাতে।
সেই মোর একমাত্র প্রিয়।
ধনরত্ন যা' কিছু আমার
সেই পাবে সব,—
সখ্যসূত্রে তারি অধিকার।
তুমি যে আমার—
তুমিও হইবে তারি।
করিয়াছ অঙ্গীকার,
কর যদি বাক্যের অন্যথা,
নারীহত্যা পাপ লাগিবে তোমায়।

[গুপ্ত ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষে আঘাত ও পতন]

সদানন্দ ।   [আর্ত্তস্বরে] মুক্তা ! মুক্তা !
এত ছিল তোর মনে মনে।

[উপবেশন ও মুক্তার মস্তক ক্রোড়ে ধারণ]

দ্রুতপদে সুধর্ম্মার প্রবেশ।

সুধর্ম্মা। দিদি! দিদি! এ কি করলে দিদি! আমার জন্য তুমি আত্মহত্যা করলে? কেন এ কাজ করলে দিদি?

মুক্তা। [জড়িত স্বরে] ভালই করেছি বোন্! তোমার স্বামী, তোমার সংসার, তোমার সর্ব্বস্ব, জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছিলুম; গুরুর কৃপায় বুঝতে পেরে তোমার হাতে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্চি। তুমি সুখী হও—আমাকে ক্ষমা কর।

সুধর্ম্মা। কেন দিদি! আমি তো তোমার কাছে পরম সুখেই ছিলাম।

মুক্তা। তুমি ছিলে, আমার তো একটুও সুখ ছিল না। এখনও যেন ঠিক সুখী হ'তে পারিনি। যে রূপ যে যৌবন নিয়ে তোমাকে বঞ্চনা ক'রে এতদিন কাঁদিয়েছি, সেই রূপ-যৌবন যদি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে শেয়াল কুকুরকে দিতে পারতুম, তা হ'লে বোধ হয় সুখী হ'তে পারতুম। তবু তুমি যদি ক্ষমা কর, তা হ'লে বোধ হয় আমার সুখের অভাব হবে না। ইহকালের কতকটা তোমায় দিয়ে যাচ্চি, তুমি আমাকে পরকালের সবটুক্ দিও,—এই ভিক্ষা।

গীতকণ্ঠে শুদ্ধানন্দের প্রবেশ।

শুদ্ধানন্দ।—

গীত।

ফুটেছিল—ফুটেছিল পাষাণে কমল গো,
কপালক্রমে কুটিল কালে অকালে ছিঁড়িয়া নিল।
মুদিতে মুদিতে আঁখি দিনমণি পানে চায়,
যেন কত মর্ম্ম-কথা হ্লাদিনী কহিয়া যায়,

কুমুদী বিষাদী দেখি যেন কত বেদনায়,
আপনার হাসিরাশি কুমুদীরে দিয়ে গেল ॥

মুক্তা। এসেছেন গুরু! আসুন। আপনার দর্শন প্রত্যাশায় প্রাণ এতক্ষণ পাপ দেহ পরিত্যাগ করে নি। দেখুন প্রভু! আজ আমার ব্রত সাঙ্গ, শুধু আপনার উপদেশে—আপনার কৃপায়। এই নিন্ গুরু! দাসীর সাধ্যমত এই আপনার দক্ষিণা। [সদানন্দের হস্তে সুধর্ম্মার হস্ত ন্যস্ত করিল] এখন আপনিই আমার কর্ণধার। [মৃত্যু]

শুদ্ধানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

মানস-সরসে ফুটি রহ ওগো কমলিনী,
শান্তি-ধারা বহে যেথা স্নিগ্ধতোয়া মন্দাকিনী,
সিদ্ধভূত পিতৃগণ পেয়ে তোরে ধন্য মানি
বিষ্ণুপদে সমর্পিবে জন্মকল্প হবে সফল ॥

প্রস্থান

সুধর্ম্মা। দিদি! তখন তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে এলে, এখন তবে ফেলে যাচ্চ কেন ভাই? আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

সদানন্দ। সঙ্গে নেবে কি? তুমি আমি কেউ এর সঙ্গ-যোগ্য নই। দেখ্‌তে পাচ্ছ না?—ঐ দেখ, অপ্সরাগণ আকাশ থেকে মুক্তাকে যাবার জন্য ইঙ্গিত কর্‌ছে। যাও মুক্তা, তুমি ওদের সঙ্গেই মিলিতা হও; যে প্রেম নিয়ে তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে, সে প্রেমের অভিনয়-মঞ্চ এই সঙ্কীর্ণ মর্ত্ত্যধাম নয়, সে অভিনয়ের সহকারী এই ক্ষুদ্র-চেতা সদানন্দ নয়, সে অভিনয়ের সুখ্যাতি মানব-রসনায় নাই। যেখানে

যাচ্চে. সেইখানেই অভিনয়ের উপযুক্ত শ্রোতা, উপযুক্ত দর্শক, অভিজ্ঞ অভিনেতা আছেন। কেউ তাঁরা নিন্দা কর্‌বেন না, কেউ বাধা দেবেন না, কেউ তোমায় ব্যঙ্গ কর্‌বেন না। এস সুধর্ম্মা! সে তোমায় সব অধিকার দিয়ে গেছে, তুমিই তার অন্ত্যেষ্টি কর্‌বে এস। আমি তার প্রাণে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলাম, আমি শুধু আগুনটাই জ্বেলে দেবো।

[মৃক্তার মৃতদেহ বক্ষে লইয়া সস্ত্রীক প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

যুধ্যমান পঞ্চাল সৈনিকগণ ও কুরুপাণ্ডবের প্রবেশ
সৈনিকগণের পলায়ন, পরে দ্রুপদের প্রবেশ।

দ্রুপদ। বৃথা আশা ধার্ত্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবেয়গণ!
এ দক্ষিণা দিতে কেন করিলে মনন?
পারিবে না—পারিবে না দিতে।
অসিদ্ধ রহিবে শিক্ষা—
অপূর্ণ এ শিক্ষা তোমাদের।
মূর্খ দ্রোণ শস্ত্রবিদ্যা শিখাতে কি জানে?
বেদ-চর্চ্চা যজ্ঞ-হোমে পারদর্শী বটে,
ধনুর্ব্বেদে পাণ্ডিত্য কি তার?
হায়—হায় পাণ্ডব কৌরব!
পণ্ডশ্রম হ'লো তোমাদের।
বিফলে কাটালে বাল্য শুভ শিক্ষাকাল,
বিফল ক্ষত্রিয়-জন্ম তোমা সবাকার।

অর্জ্জুন। বিফল কি হয়েছে সফল,
পরীক্ষার পূর্ব্বে তাহা কিরূপে জানিলে?

কেন নিন্দা করিছ শিক্ষার ?
থাকিতে শাণিত অসি হস্তে বিদ্যমান,
অবাতির শিক্ষাবল করিতে প্রমাণ
অনুমানে কিবা প্রয়োজন ?
ভেবেছিনু রাজা,
দিয়ে তোমা শিক্ষা সমুচিত
পরিচিত হবো মোরা শিক্ষিত সমাজে,
এবে দেখি সে আশা বিফল।
পরচর্চ্চাপটু তুমি,
পরাঙ্মুখ সম্মুখ সংগ্রামে।

দ্রুপদ। আমারও আছিল আশা,
রণাঙ্গনে পাইলে সে দ্রোণে,
বুঝে নিয়ে তার বাহুবল,
বুঝিতাম তোমা সবে একসঙ্গে।
আচার্য্যেরে অগ্রে পরীক্ষিয়া,
শিষ্যগণে বুঝিতাম পরে।
তাই বড় আক্ষেপ আমার,
আচার্য্যেরে কেন না আনিলে ?

ভীম। আরে রে গর্ব্বিত ভূপাল!
মহাকাল সম্মুখে তোমার।
সহ্য কর আগে
ভীম নামে একতম শিষ্যের তাঁহার
একটী মাত্র গদার আঘাত,
তারপর শুধাইও আচার্য্যের কথা।

দ্রুপদ। এস তবে,
একে একে পরীক্ষিব সবে।

[সকলের যুদ্ধ ও দ্রুপদের পলায়ন

অর্জ্জুন। পলায়ন কেন কর রাজা?
মাত্র আমি দেখায়েছি
একটী অতি সহজ কৌশল।
এখনো অনেক বাকী,
গণনায় নাহি হয় শেষ।

সকলে বাঁধ—বাঁধ,
বেঁধে নিয়ে চল হস্তিনায়।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

রণরঙ্গিণীবেশে বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। সৈন্যগণ!
নাহি কর পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
নাহি কর পলায়ন কেহ
অসহায় ফেলিয়া রাজারে।
তোমরা ব্যতীত
কেহ নাই রাজার রক্ষক।
আছে বটে অনেক ভক্ষক
লক্ষ লক্ষ রাজপুরী মাঝে,
কিন্তু কেহ নাই
এ বিপদে আত্ম দিতে
শত্রুর কৃপাণমুখে।

তাই আমি
রাজার দুহিতা—রাজকুলবধু
স্বইচ্ছায় পশেছি সংগ্রামে,
দেখাইতে দেশভক্তি, সাহস, উত্তম
রমণীর প্রাণে—
দেখাইতে আত্মোৎসর্গ রাজার বিপদে।
এইরূপ কুলবধু এরূপ দুহিতা
ঘরে ঘরে আছে তোমাদের,
তারা তবে কি কহিবে,
প্রাণ-ভয়ে ফিরে যাও যদি ?
তাই বলি এস ফিরে,
কর প্রাণপণ—
প্রাণদান উপকার তরে।

শম্বলীর প্রবেশ।

শম্বলী। প্রাণদান উপকার তরে ?
অগ্রে তবে নিজ প্রাণ দাও লো সুন্দরি !
কর মম প্রাণরক্ষা—পরম উপকার,
পরে কহ—
কোন্ কার্য্য করিলে তোমার
উপকার কর বিবেচনা,
আমি তাহা অবশ্য করিব,—
প্রাণদান প্রতিজ্ঞা আমার !

বাসন্তী। শম্বলিন্ ! আসিয়াছ ভাই ?

পিতা বুঝি পাঠালেন তোমা ?
শুনিয়াছি, করেছেন সাহায্য স্বীকার।
যাও ভাই—ধাও দ্রুতগতি।
ঐ শোন, কাঁদে রাজা সাহায্য চাহিয়া—
ছত্রভঙ্গ সৈন্য সব, যুঝেন একাকী।
কেহ নাই, কেমনে হইবে জয় ?
সদানন্দ ছিল যে দোসর,
সেও আজ শোকেতে উন্মাদ!
যাও ভাই—
যথার্থই ভালবাস তুমি,
আসিয়াছ আসন্ন শঙ্কটে।

শম্বলী। যথার্থ ই বুঝিয়াছ তবে।
ভালবাসা—ভালবাসা ভিন্ন
বল কার এত প্রবল প্রেরণা ?
কত দেশ, কত মরু, গহন কান্তার,
কতই উন্নত গিরি করিয়া লঙ্ঘন,
প্রথমতঃ পাইলাম তোমার সাক্ষাৎ,
তুমি কিন্তু তখনও আমারে
প্রত্যাখ্যান করিলে হেলায়।
পুনঃ তুমি হ'লে অদর্শন,
পুনঃ দেখ প্রেরণার লীলা!
হেথা তুমি ক্রন্দমানা, বিপন্ন ব্যথায়,
শ্রুতি মোর দূর হ'তে শুনিল সে স্বর—
চিনে নিল পরিচিত বলি,

রক্তস্রোত ছুটিল মস্তকে,
তখনি তোমার পাশে করিল প্রেরণ।

বাসন্তী। বুঝিলাম, সৌভাগ্য আমার,
উপযুক্ত লগ্নে তোমা আনিয়াছে হেথা।
এবে শুধু ধন্যবাদ করিয়া গ্রহণ,
ধাও ত্বরা সাহায্যে রাজার।

শম্বলী। যাইতেছি,—
কিন্তু তুমি ভুলিবে না
প্রতিশ্রুত প্রতিদান তব?

বাসন্তী। না ভাই! ভুলিতে কি পারি?
ফিরে এস যুদ্ধ জয় করি,
সুন্দর বিজয়-মাল্য গাঁথিয়া আপনি,
পরায়ে তোমার গলে
জ্যেষ্ঠ ব'লে সমাদরে করিব অর্চ্চনা।

শম্বলী চাহি না সে শুষ্ক প্রতিদান।
চাহি না সে অযাচিত অর্চ্চনা তোমার।
শুন কিবা চাই
চাহি মাল্যদান,
কিন্তু জেন বর-মাল্য তাহা।
চাহি প্রাণদান,
কিন্তু তাহা প্রেম-ব্যাকুলিত!
উপস্থিত তাহার অভাবে,
পার যদি কর-পদ্ম গাঁথিয়া কৌতুকে
সুকোমল বাহুর মৃণালে

পরাইতে কণ্ঠে মোর,
পারি আমি সমরে পশিতে।
পার যদি ক্ষুধা-শান্তি করিতে আমার
দিয়ে তব অধরের সুধা,
পারি আমি নব বলে হ'য়ে উৎসাহিত—
উদ্ধারিতে শ্বশুরে তোমার।

বাসন্তী। তার চেয়ে পারি আমি
উদ্ধারিতে বিপন্ন তোমারে
দুরন্ত অন্তঃশত্রু কামের কবল হ'তে।
পারি আমি অসিমুখ হ'তে
সংগ্রহ করিয়া তব তপ্ত রক্তসুধা,
বরষিয়া তোমারি বদনে,
মিটাইতে পিপাসা তোমার;
পারি আমি, খাওয়াইয়া শৃগাল কুক্কুরে
অস্থি মজ্জা মেধ মাংস তব,
প্রেতাত্মার মিটাইতে ক্ষুধা।

শম্বলী। তার চেয়ে আমি পারি
দেখাইতে পিতারে তোমার,
খণ্ড খণ্ড দেহসহ ছিন্নমুণ্ড তব।
পারি আমি প্রতিহিংসা করিতে সাধন,
পারি আমি নৈরাশ্যের বেদনা নাশিতে।

[উভয়ের যুদ্ধ]

বাসন্তী। [নিরস্ত্রা হইয়া] অবসর দাও—
ভিন্ন অস্ত্র করিব গ্রহণ।

শম্বলী। একেবারে চিরতরে দিব অবসর।

[বাসন্তীর কেশাকর্ষণ]

বাসন্তী। চেয়ে দেখ সমাজের
ভিন্ন গোত্র থাক যদি কেহ,—
অসহায়া অবলারে নিরস্ত্রা করিয়া,
পুরুষেরা এইরূপে করে নির্য্যাতন।
এইরূপ অধম পুরুষে
সধবারে বিধবা ঘটায়,
বিধবারে বিপথে নে' যায়,—
মনস্তাপ কি বুঝিবে তারা ?
কি করিবে জাতির উন্নতি ?
পুরুষের পাপপন্থী না হ'লে রমণী,
এইরূপে করে উৎপীড়ন।
থাক যদি ধার্ম্মিক বিবেকী—
যুক্তি-তর্ক-শাস্ত্র ফেলে দাও—
বিবেকের মতে শুধু কর সুবিচার।

[বাসন্তীকে আকর্ষণ করিতে করিতে শম্বলীর প্রস্থান

বন্দী দ্রুপদকে সবলে আকর্ষণ করিতে করিতে
কুরু-পাণ্ডবের প্রবেশ।

দ্রুপদ। ছাড়—ছাড়, ক্ষমা কর মোরে।
বলহীন বয়োবৃদ্ধ আমি,
রণশ্রমে ওষ্ঠাগত প্রাণ
ক্লান্তমান বালকের মত।

হতদর্প আহত শরীর,
কিরীটশোভিত শির
অত্যুন্নত—গৌরবমণ্ডিত,
এবে অবনত হতমান হেতু।
এর চেয়ে কি আছে লাঞ্ছনা ?

দ্রুতপদে সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। এখনো অনেক বাকী—
পদে ধ'রে যাচিবে মার্জ্জনা,
তবে হবে ব্রাহ্মণের অপমান শোধ।
রাজ্যহারা—শক্তিহারা—
যষ্টির সাহায্যে
পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগি খাবে,
তবে হবে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞাপূরণ।
শোক দুঃখ অনুতাপ গ্লানিতে দহিয়া
ভগ্ন বক্ষে বিদীর্ণ হৃদয়ে
বিবেকের সহি কষাঘাত
কেঁদে কেঁদে আঁখি অন্ধ হবে,
হাহাকারে বক্ষ বিদারিবে,
উপাড়িবে মস্তকের কেশ,
ললাট হইবে ক্ষত,
তবে হবে ধাত্রীহত্যার পূর্ণ প্রতিশোধ।
হাঃ—হাঃ—হাঃ !

[বিকট হাস্য করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্রুপদ। ঐ শোন—ঐ শোন! চারিদিকে—চারিদিকে আমার শত্রুরা হাস্‌ছে—ব্যঙ্গ কর্‌ছে—বিদ্রুপ কর্‌ছে। আর কি চাও? যার কাঁদ্‌বার কেউ থাকে না, তার দুঃখে পশু পক্ষীরাও কাঁদে, কিন্তু চেয়ে দেখ, আমার দুর্দ্দশা দেখে তারাও আনন্দে নৃত্য কর্‌ছে। যথেষ্ট হয়েছে, শাস্তির চূড়ান্ত হয়েছে। এইবার আমায় ত্যাগ কর।

অর্জ্জুন। কেন রাজা?
বুঝিবে না বাহুবল আচার্য্য দেবের?
চল হস্তিনায়—
অবশ্যই পাইবে সাক্ষাৎ।
শুনিয়াছি তুমি তাঁর পরম সুহৃৎ,
অবশ্য হেরিলে তব বিষণ্ণ বয়ান
দয়াবশে পরিত্রাণ দিবেন তোমারে।
আজ্ঞাধীন মোরা,
গুরু-আজ্ঞা অবশ্য পালিব।
করিও না এবে করুণ প্রার্থনা।

দ্রুপদ। বুঝিলাম, পুণ্যবান পুরুর বংশেতে
আর কেহ রহিবে না
জ্বালাইতে সন্ধ্যার প্রদীপ।
তাই তাঁর কুলে জন্মিয়াছে এই সব
হিংসাপ্রাণ হীন কুসন্তান।
তাই আজ হিংসুকের শিক্ষাদাতা
পরমহংসরূপী পরম হিংসুক
সেই ভণ্ড দুরাচার—
দ্রোণাচার্য্য ঘোর অধার্ম্মিক।

একলব্যের প্রবেশ।

একলব্য। কে বলে অধর্ম্মাচারী আচার্য্য আমার ?
কে বলে হিংসুক তিনি—কে বলে কপট ?
মিথ্যা কথা—মিথ্যা অপবাদ।
হিত-বৃত্তি, ব্রতাচারী, সংযমী, সুশীল
আর্য্য-শীর্ষ ঋষি মহামতি—
অগাধ স্নেহের সিন্ধু।
পবিত্র হৃদয়ে
বহিতেছে করুণার পুণ্য-প্রস্রবণ,
বহিতেছে ঋক্ সাম যজু—
ন্যায় ধর্ম্ম মঙ্গলের ধারা।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে
প্রভু মোর যেন ভগবান।

দ্রুপদ। চাটুকারের ভগবান সেই—
বিবেকীর অভক্তিভাজন।
নরাধম নগণ্য ব্রাহ্মণ—
এই কি তার ধর্ম্ম-আচরণ ?
মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ রিপু হিংসাপরায়ণ
পাঠাইল শতাধিক পঞ্চ ধনুর্দ্ধরে
অসহায় আমার বিরুদ্ধে।
শিখাইল শিষ্যগণে পৈশাচিক রীতি।

একলব্য। কে—রাজা ?
একি কথা শুনি তব মুখে ?

আসন্ন বিপদে পড়ি,
কেবা কোথা দুষে দেবতায় ?
আজন্ম পাপাচারী পরম পাতকী
গতি যার নিশ্চিত নরকে.
সেও তো নিদানে
আত্মদোষ করিয়া স্মরণ
শরণ মাগিতে চায় প্রভুর চরণে।
কেন রাজা, আপনার ভাগ্যদোষ ভুলে
কিম্বা ভুলে করম আপন,
সাধকের সাধুতায় হ'লে সন্দিহান ?

দ্রুপদ। এ নহে সন্দেহ মিথ্যা,
নহে অনুমান—প্রমাণ প্রত্যক্ষ।
সাধুতার লেশমাত্র ছিল যদি তার,
শিখাল না সে সাধুতা কেন শিষ্যগণে ?
শিখাল না কেন তবে
শরণার্থী বিপন্ন শত্রুরে
হিংসা ভুলে ক্ষমা করিবারে ?

একলব্য। বিভ্রম রাজন !
গুরুর সমগ্র গুণ গ্রহণ করিতে,
কবে কোথা কোন শিষ্য হয়েছে সক্ষম ?
শুনি, চাহিয়াছ ক্ষমা,—
চেয়েছ কি গুরুর নিকটে ?
যতই যাজ্ঞা কর,
মরুভূমে কোথা পাবে জল ?

যাক্ সে বিচার—
মহাশয়গণ ! মুক্তি দিন রাজারে আমার ।
ভীম । কেন তোমার ভয়ে না কি ?
দুর্য্যোধন । আবদার পেয়েছ ?
দুঃশাসন । কে হে তুমি ?
নকুল । কোথা ছিলে বাঁধিবার আগে ?
একলব্য । ক্রোধ নাহি কর বীরগণ ।
অনুরোধ রাখুন আমার ।
অর্জ্জুন । অনুরোধ ?
কেবা তুমি ব্যাধের নন্দন ?
কি স্বার্থ তোমার ?
কেন কর হেন অনুরোধ ?
কেন তা রাখিব ?
অবহেলি গুরুর অনুজ্ঞা,
তুচ্ছ করি দক্ষিণায়,
পাসরিয়া রণ-পরিশ্রম,
হে আগন্তুক পথ-পর্য্যটক !
দিব ছাড়ি তব অনুরোধে
কবলিত প্রবল শত্রুরে ?
কি বলিছ তুমি ?
একলব্য । দক্ষিণা !
দক্ষিণার কথা কি কহ কুমার ?
নৃপতির নিগ্রহের সনে,
দক্ষিণার সংস্রব কিবা ?

অর্জ্জুন। করিয়াছি অঙ্গীকার গুরুর আদেশে,
বন্দী করি গর্ব্বিত ভূপালে
চরণ-কমলে তাঁর দিব উপহার।

একলব্য। [স্বগত] আমিও তো দিই নাই
কোন উপহার
আচার্য্যের চরণ রাজীবে।
আচার্য্যেরও নাহি অনুমতি—
জিজ্ঞাসাও করি নাই তাঁরে ;
এই কি প্রার্থনা তাঁর—
মহারাজ দ্রুপদের এরূপ লাঞ্ছনা ?
না—না,
দিব নাকো এ দক্ষিণা দিতে।
এ দক্ষিণা হ'লে সমর্পিত,
আর কিছু রহিবে না গুরুর প্রত্যাশা,—
তখন আমার দান নিষ্ফল হইবে !
নিশ্চয়—নিশ্চয়,
ক্ষুধাতুরে ভোজদান—নহে ভুক্ত জনে।
[প্রকাশ্যে] বৃথা আশা, রাজপুত্রগণ !
ফিরে যাও আপন আলয়।
প্রজা আমি থাকিতে জীবিত,
ল'য়ে যেতে নারিবে রাজায়।

অর্জ্জুন। তবে অগ্রসর হও,
রাজভক্ত ! রক্ষা কর রাজারে তোমার।

[সকলের যুদ্ধ, কৌরবগণের পরাভব ও পলায়ন।

একলব্য। ভয় নাই—ভয় নাই কুমারগুলি।
ধীর পদে করহ প্রস্থান,—
শুধু শুনে যাও একমাত্র নিবেদন মম।
কহিও গুরুরে—একলব্য নামে
আছে তাঁর শিষ্য একজন
বনমাঝে ব্যাধের তনয়।
তাহার দক্ষিণা দান যাবৎ না হবে,
তাবৎ অপর কেহ পারিবে না দিতে।
মহারাজ! প্রণমি চরণে,—
মুক্ত তুমি—যাও নিজালয়।

[দ্রুপদের বন্ধনমোচন]

দ্রুপদ। অস্ত্রমুখে দেছ পরিচয়
বীরের অগ্রণী তুমি।
রসনায় রাজভক্তি মাখা,
বুঝিলাম প্রজা তুমি মম,—
তথাপি জানিতে সাধ,
কোথায় নিবাস তব,
তব পিতা কোন্ ভাগ্যধর?

একলব্য। স্মরণ আছে কি রাজা?
একদিন যারে
করেছিলে অধিকারচ্যুত
প্রবঞ্চকে করিয়া প্রত্যয়,
সেই আমি হতভাগ্য—একলব্য নাম,
ব্যাধরাজ হিরণ্যের সুত।

দ্রুপদ এত ভক্তি—এত মহাপ্রাণ !
অবিচারে অচল অটল !
না—না, মম যোগ্য নহে সিংহাসন।
প্রজা তুমি রাজার বরেণ্য,
রাজগুণে বিভূষিত তুমি।
চল তুমি আমার সংহতি—
হৃত রাজ্য করেছ উদ্ধার,
তুমিই তা করিবে শাসন।

একলব্য। অনুতাপ ত্যজ মহামতি !
তুমি নরপতি, আমি যে কিঙ্কর তব।
করিয়াছি তুচ্ছ কর্ম্ম—কর্ত্তব্যপালন,
শাসনের নাহিক শকতি।

দ্রুপদ। তুচ্ছ নয়—তুচ্ছ নয়—নহে সাধারণ,
কঠোর কর্ত্তব্য—
প্রাণপণ রাজার কারণে।
পশুর সংসর্গে থাকি
এত যদি মনুষ্যত্ব তব,
রাজ্যজয় কিবা ছার—
করিয়াছ সংসর্গ বিজয়
স্বর্গ জয় তুচ্ছ তব কাছে।

একলব্য। মহারাজ ! প্রজা আমি—
পুত্র আমি তব,
করিও না পুত্রের প্রশংসা
প্রত্যক্ষে থাকিয়া।

দ্রুপদ । নহি আমি পিতৃ-পদবাচ্য,—
আজ হ'তে আমি পুত্র,
তুমি মম পিতা।

একলব্য । রাজা তুমি ধাতার নিয়োগে,
ক্ষিতিতলে মহতী দেবতা।
পুত্র আমি—তুমিই হে পিতা,
পালিতেছ পুত্রনির্ব্বিশেষে।

দ্রুপদ । মূর্খ আমি।
নপুংসকে করি পুত্র-সাধ,
পুত্রহত্যা করিয়াছি প্রজায় নাশিয়া।
পুত্র পেয়ে হ'লো পুত্রশোক।
এস পুত্র, হও দীর্ঘজীবী,
তুমি মম পুত্র-সাধ করিলে পূরণ।

[একলব্যকে আলিঙ্গন]

হে ঈশ্বর। মাগি তব পায়
রাজা হ'য়ে যে করিবে প্রজারে পীড়ন,
পুত্রশোক দাও তুমি তারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর প্রান্ত।

বাসন্তীর ছিন্নমুণ্ড লইয়া শম্বলীর প্রবেশ।

শম্বলী। হাঃ—হাঃ—হাঃ।
প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!
দেখ্ লো বাসন্তি!
সতীত্বের বড় গর্ব্ব করি
করিলি উপেক্ষা মোরে,
করিলি নিষ্ফল মোর সাধের যৌবন,
কোথা তোর সতীত্ব এখন? [মুণ্ডচুম্বন]
আমি তো নরকে যাবো—
কিন্তু যেন তোরে সেথা পাই। [পুনঃ চুম্বন]
এইবার—এইবার আয়,
প্রেতিনী পিশাচী কিম্বা
যে কোন ভয়ঙ্করী রূপে
আয় লো নরক হইতে উঠি—
থাক্ তুই পথ আগুলিয়া,
নির্ভয়ে করিব তোরে গাঢ় আলিঙ্গন।

[বেগে প্রস্থানোদ্যত]

সহসা শিখণ্ডীর প্রবেশ ।

শিখণ্ডি । আগে কর্ আলিঙ্গন উলঙ্গ কৃপাণ মোর,
পরে যাস্ বাসন্তীর ছায়া আলিঙ্গিতে—
পরে যাস্ প্রেম-কীর্ত্তি রাখিতে নরকে !

[শম্বলীকে আক্রমণ করতঃ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

এক হস্তে বাসন্তীর ও অন্য হস্তে শম্বলীর ছিন্নমুণ্ড
লইয়া শিখণ্ডির পুনঃপ্রবেশ ।

শিখণ্ডী । বাসন্তি ! বড়ই অভাগী তুমি,
তোমাপেক্ষা দুর্ভাগ্য আমার ।
কত কষ্টে কত সাধনায়
পুরুষত্ব পাইলাম যদি,
তোমা ল'য়ে একদিন না হইনু সুখী !
মোর তরে কত ক্লেশ সহিয়াছ তুমি ।
ধন্য তুমি পতিব্রতা দেবী-স্বরূপিনি—
কেমনে ভুলিব তব সেই সুমধুর—
আদরের—'আদর' আহ্বান ?
আর তুই মহাপাপী অধম নারকি !
কেমনে ভুলিব তোর এই ব্যভিচার—
অত্যাচার অবলার প্রতি ?
পদাঘাত—পদাঘাত করি তোর মুখে ।

[শম্বলীর ছিন্নমুণ্ডে পুনঃপুনঃ পদাঘাত]

বাসন্তি ! থাক তুমি আমার বক্ষেতে ।

যতনে রাখিব তোমা
কণ্ঠে ধরি কবচের মত।

উন্মাদ সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। ক্ষেপেছে ক্ষেপেছে—দাদা আমার ক্ষেপেছে। তাই যদি হ'তো, রক্ষাকবচ ধারণ করলেই যদি রোগ সারতো, তা হ'লে জগতে কেউ মরতো না। তা হ'লে আমার রোগ সারাবার জন্য মুক্তাকে মরতে হ'তো না। কেমন দেখলাম। ক্রমে ক্রমে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। জলে ভাসিয়ে দিলাম, তবু পোড়া বন্ধ হ'লো না। দেখবে দাদা, দেখবে কেমন পুড়ছে? তা হ'লে তুমি আমার এই পাঁজর ক'খানা তুলে ফেলে দাও। এই কাঠ ক'খানা চাপা পড়েছে ব'লে মুক্তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ধধ জ্বলছে—চিতাটা ধু-ধু জ্বলছে।

শিখণ্ডী। সদানন্দ। তুই কি পাগল হয়েছিস ভাই?

সদানন্দ। না দাদা। মানুষে কি পাগল হ'তে পারে? দেবতারাই শোকে পাগল হয়। নইলে এমন একটা সতী মনস্তাপে দেহত্যাগ ক'রে গেল, আর আমি তার দেহটা বুকে নিয়ে দিনকতক লোকজনকে দেখাতে পারলাম না যে, এ মাণিক নয় মুক্তা নয়,—এ মুক্তা—মুক্তা, মানে—যে মুক্তিলাভ করেছে।

শিখণ্ডী। সতী দেহত্যাগ করেছে? কে রে—কে সে সতী? বাসন্তী বুঝি?

সদানন্দ। না—না, তুমি শোন নি, বউদিদি নয়—বউদিদি নয়, বউদিদি এমন উল্লেখযোগ্য কি করেছে?

শিখণ্ডী। করে নি? বলিস কি তুই? বাসন্তী ব্যভিচারী লম্পটকে নরকে পাঠিয়েছে।

সদানন্দ। আর মুক্তা আমার লম্পটকে সাধু ক'রে তার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে রেখেছে। বল—বউদিদি আর কি করেছে ?

শিখণ্ডী। বাসন্তী রাজার জন্য আত্মদান করেছে।

সদানন্দ। আর মুক্তা আমার, অনাথার জন্য প্রাণত্যাগ করেছে। এইবার বল, কে বেশী বড় কাজ করেছে ? কে বড় ? বৌদিদি—না মুক্তা ?

শিখণ্ডী। তবু মুক্তা অসতী, আর বাসন্তী আমার সাবিত্রী।

সদানন্দ। হ'লোই বা সাবিত্রী, তা ব'লে বড় কিসে ? সাবিত্রী পতিকে কালের কবল হ'তে উদ্ধার করেছে, আর মুক্তা উপপতিকে অজেয় কামের কবল হ'তে ছিনিয়ে এনেছে। সাবিত্রী মৃতদেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সে পশুর প্রাণে মনুষ্যত্ব ঢেলে দিয়েছে। কে পারে বল ? তবু তাকে বড় ব'লে স্বীকার করবে না ?

শিখণ্ডী। তবু সে বেশ্যার মেয়ে।

সদানন্দ। [ব্যাঙ্গস্বরে] তবু সে বেশ্যার মেয়ে। বেশ্যা তার গায়ে লেখা ছিল ? তাই তুমি আশীর্বাদ কর দাদা জগতের বেশ্যাগুলো যেন তারই মত হয়, তা হ'লে আমার মত লম্পট পশুগুলো মনুষ্যত্ব পেয়ে নবজীবন লাভ করে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[বেগে প্রস্থান।

শিখণ্ডী। এস বাসন্তি ! আমিও তোমায় নিয়ে ওর মত পাগল হইগে—যদি শান্তি পাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনার রাজভবন।

দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন।

দ্রোণ। একি কথা কহিলে অর্জ্জুন!
পরাজিত বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
অসহায় অশিক্ষিত ব্যাধের সমরে?
এ যে আশ্চর্য্য!
মনে হয় দৈব বিড়ম্বনা।
ভার্গবের শিষ্য যারে
ক্ষত্র মধ্যে অদ্বিতীয় করিবার তরে
করিল ভীষণ পণ—করিল প্রয়াস,
সে হেন সুযোগ্য ছাত্রে—শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধরে
হীনবীর্য্য ব্যাধ এক
অনায়াসে করিল বিজয়?
ছলনা—ছলনা পার্থ, দৈবের ছলনা।

অর্জ্জুন। ছলনা—ছলনা গুরু!
বলিতে চাহি না তবে কার এ ছলনা।
কিন্তু বড় শেল সম বাজিয়াছে বুকে;
যবে পলায়িত দেখি আমা সবে,
শ্লেষপূর্ণ উচ্চৈঃস্বরে
দর্পভরে বিজয়-গৌরবে

কহিল সে নির্ভীক নিষাদ—
কহিও কৌরবগণে। কহিও গুরুরে,
আছে তাঁর গুপ্ত শিষ্য ব্যাধ একজন
বনমাঝে একলব্য নামে,—
তাহার দক্ষিণা দান হইবার আগে
তোমাদের দক্ষিণায় বিঘ্ন বাধাইবে।
তখনি পড়িল যেন
অষ্টবজ্র অর্জ্জুনের শিরে।
অভিমানে অচল চরণ,
ক্ষোভে দুঃখে জীর্ণ এ হৃদয়,—
অতিকষ্টে আসিয়াছি
নিবেদিতে শ্রীচরণে তব।
যদ্যপি অযোগ্য বলি
ভেবেছিলে অভাগা অর্জ্জুনে,
শিখিতে অক্ষম তব দিব্য অস্ত্রচয়,
রাখিতে স্মরণ
তব চমৎকার সন্ধান-কৌশল,
কেন তবে করেছিলে পণ
অদ্বিতীয় করিতে তাহারে ?
কেন বা স্বেচ্ছায়,
সত্যসিদ্ধ বাক্য তব করিলে অন্যথা ?
কেন তবে দেব !
আরোপিয়া দৈবে দোষ,
হীন জনে করিছ ছলনা ?

দ্রোণ। জান না অর্জ্জুন!
পণ মম করিতে পালন,
আপন ঔরসপুত্র অশ্বত্থামা মম—
তাহারেও তত শিক্ষা দিই নাই আমি,
দিয়াছি তোমারে যত, যেরূপ যতনে।
এসেছিল একলব্য বটে
আচার্য্য বরিতে মোরে,
কিন্তু তারে শূদ্র বলি
প্রত্যাখ্যান করেছি তখনি।
তাই মনে লয়—
মম শিষ্যে করি পরাজয়,
আমারেই করেছে বিদ্রূপ।

অর্জ্জুন। তাতেই বা অর্জ্জুনের কি শাস্তি আচার্য্য?
পরাভব মানি লবে পুরুবংশধর?
আচার্য্যের অপমান সহিবে নীরবে?
তার চেয়ে মেনে লবে মৃত্যুর শাসন।

দ্রোণ। ভবিতব্য সফলি অর্জ্জুন!
কিম্বা বুঝি দ্রুপদের এ হেন লাঞ্ছনা
বিধাতার অভিপ্রেত নয়।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। কে বলে পাপীর শাস্তি
অভিপ্রেত নহে বিধাতার?
বারেক অকৃতকার্য্য হয়েছ বলিয়া

পৌরুষে রাখিয়া দূরে পরাঙ্মুখ হ'লে,
বিধাতার কি দোষ তাহাতে ?
শুনুন ব্রাহ্মণ !
প্রত্যাখ্যাত নিষাদনন্দন
গুরুভক্তি সাধনার বলে
আপনার সব শিক্ষা করেছে আয়ত্ত।
অতএব গ্রহণ করিয়া তার ভক্তির দক্ষিণা,
চরিতার্থ করুন ভক্তেরে।

দ্রোণ। এতই সাধক সে ?
শত শত ধন্যবাদ তারে ;
ধিক্ শত জীবনে আমার,
করি নাই হেন শিষ্যে শিক্ষাদান আমি।
দক্ষিণা মাগিতে তবে
কেন কহ মোরে ?
সাধনায় শিক্ষালাভ করিল যে জন,
কি সম্বন্ধ তার সনে মম ?

সন্ন্যাসী। তবু সে সাধন-বীর
আপনারে গুরু বলি করিয়া মনন
করে সদা আপনার ধ্যান,
জপে নিত্য আপনার নাম,
পূজে নিত্য আপনারি মূরতি কেবল।
সতত প্রস্তুত সে—আছে প্রতীক্ষায়
আগমন, আদেশ তোমার।

দ্রোণ। কিন্তু সে দরিদ্র।

আমারো তো অপ্রতুল নাহি অন্য কিছু।
তবে কি কহিব তারে
দ্রুপদেরে করিতে অর্পণ ?

সন্ন্যাসী। ছিঃ—ছিঃ দ্বিজোত্তম !
কেমনে কহিবে তুমি হেন সাধু জনে
আশ্রিতেরে করিতে বর্জ্জন ?
হবে না কি ধর্ম্মহানি তার ?
পুনঃ দেখ অন্য দিকে—
কি দক্ষিণা দিবে তবে কুরুপুত্রগণ ?
মনঃক্ষুন্ন হবে না কি তারা ?

দ্রোণ। তবে কি উপায় বন্ধু ?

সন্ন্যাসী। কর তবে দুই দিক যাহে রক্ষা হয়—
কর যাহে এড়াইবে প্রতিজ্ঞার দায়—
কর যাহে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়।
দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ তার করহ প্রার্থনা,
যাহার অভাবে বাহুবল হারাইবে বীর,
পুনঃ আর শত্রুপক্ষে থাকি
পারিবে না শস্ত্র চালাইতে।

[প্রস্থান।

দ্রোণ। কি কহিলে নিষ্ঠুরহৃদয় !
অঙ্গহীন করিব তাহারে ?
হা ধিক্ ! হা রে হিংসুক !
বজ্রাঘাত হ'লো না মস্তকে,
যথনি করিলে তুমি এ পাপ কল্পনা ?

বল তো অর্জ্জুন !
ভক্তিমান সরল সাধক—
নির্দ্দোষ হৃদয় তার নিষ্পাপ শরীর,
ছলনায় তাহারে দমন
নহে কি গর্হিত ?

অর্জ্জুন । নিতান্ত গর্হিত ।
কাজ নাই দেব প্রতিজ্ঞা পালিয়া,
কাজ নাই অর্জ্জুনের প্রাধান্য স্থাপিয়া,
কাজ নাই ভক্ত জনে বিনাশিয়া ছলে ।
পূর্ব্বে যদি বুঝিতাম—
ঘটিবে এমন কোন বৈক্লব্য বিষয়,
না কহিতাম তোমার সকাশে,
কহিতাম শুধু পরাজয় আমা সবাকার ।

দ্রোণ । ঐ শোন দ্রোণ !
শিষ্যমুখে করুণ রোদন,
আক্ষেপের স্বরে ঐ বেদনার গাথা ।
হের ঐ বিষণ্ণ বয়ান, পরিম্লান
রাহুগ্রস্ত শশাঙ্ক সমান—
নিষ্প্রভ নয়ন দুটী প্রভাতের তারা সম ।
কত কাল এ দৃশ্য দেখিবে ?
কতকাল এ খেদ সহিবে ?
কেমনে সহিবে জ্বালা ?
না—না, স্থির হও মন !
হিংসুকের প্ররোচণে কি হেতু প্রত্যয় ?

সে নহে আমার শিষ্য—
ব্যঙ্গ তার ভক্তি-আচরণ।
মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ো না ফাল্গুনি !
আগামী দিবসে,
যাবো আমি তোমাদের সহ
যথা সেই ব্যাধের নন্দন।
জিজ্ঞাসিব তায়,
মম শিষ্য বলি যদি দেয় পরিচয়,
প্রবঞ্চনা—ছলনা তাহার,
আমিও তাহারে ছলনায় করিব পাতিত।
যাও তুমি গৃহে।

অর্জ্জুন। আর্য্য মোরে সতত সদয় !
প্রণমি চরণে দেব।

[প্রস্থান।

দ্রোণ। কিন্তু যদি সন্ন্যাসীর বাক্য সত্য হয়,
বাস্তবিক ভক্তি যদি করে সে আমারে,
তবে তারে এ হেন ছলনা
হবে না কি অনুচিত নিষ্ঠুর আচার
কঠিন কালের মত ?
হায়—হায় !
কে কহিবে কি মোর কর্ত্তব্য,
কে বুঝাবে কিবা শ্রেয়স্কর—
কে দেখাবে কোথা মুক্তিপথ
কালপাশ সম মোর প্রতিশ্রুতি-পাশে ?

আনন্দের প্রবেশ।

আনন্দ।—

গীত।

নাচিছে নিকটে রে ঐ সেই নিয়তি।
নাচিছে নাচিছে ঈষৎ হাসিছে,
দেখে তোর এই চেষ্টা-চরিতি।
যা হবার হইবে, ভাগ্য কে রোধিবে,
তুমি কেন ফিরাতে চাও গতি?
আশিষে না হয় অমর, হয় পুনঃ সাপে বর,
নিয়তি সবার পর, শুনে না সে কারো ভারতি॥

দ্রোণ। বাঃ—বাঃ! রে বালক! বেশ তো বুঝালি! বল্ তবে, সবই যদি নিয়তির ক্রিয়া, তবে অকার্য্য কর্‌লে মানবের দোষ হয় কেন—কলঙ্কের কারণ কি?

আনন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কলঙ্ক শশধরে, তারকায় নাহি ধরে,
কণ্টক কমলে, অনলেই বিভূতি,—
গুণে দোষ পরকাশে, দোষে দোষ যায় মিশে,
নিমিত্ত সবাই শেষে, এই তো রীতি॥

[গীতান্তে] ঠাকুর! দোষ গুণ তো মানুষের দেওয়া; মানুষের বিচারে মানুষের কি কিছু আসে যায়?

দ্রোণ। না—না—রে বালক!
নহিস্ বালক—জ্ঞানবৃদ্ধ তুই।

মনে হয়,
বুদ্ধদেব অবতীর্ণ আমারে বুঝাতে
কর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখি !
রে বালক !
আজ হ'তে আচার্য্যের গুরু তুই।

আনন্দ। শোন কথা! অমনি এক কথায় জ্ঞান পেয়ে গেলে? অমনি একবারে আমাকে গুরু ব'লে স্বীকার কর্‌লে? কেন, এই সোজা কথাটা সবাই তো জানে !

দ্রোণ। জানে তো সবাই, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হ'লে শাস্ত্রজ্ঞান, নীতির বচন স্মৃতিপথ হ'তে সব স'রে যায়। তোমার একটা কথায় সংসারের সার তত্ত্ব ব্যক্ত; তাই তুমি আমার গুরু। গুরুর মন্ত্রণা একটা বাক্য কেন, একটী অক্ষর মাত্র।

আনন্দ। বেশ, তা হ'লে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।

দ্রোণ। কি চাও?

আনন্দ। অর্জ্জুনের প্রাধান্যস্থাপন।

দ্রোণ। কেন, তাতে তোমার লাভ? অর্জ্জুন তোমার কে?

আনন্দ। লাভ-ক্ষতির ধার ধারি না। অর্জ্জুন আমার প্রিয়, আমি তার প্রিয়চিকীর্ষু।

দ্রোণ। অর্জ্জুন তোমারও প্রিয়? বেশ, তবে তাই হবে। [আনন্দ প্রস্থানোদ্যত] অর্জ্জুন আমার প্রিয়, অর্জ্জুন বিশ্বের প্রিয়। বিশ্বনাথ! অর্জ্জুন তোমারও কি প্রিয়?

আনন্দ। [ফিরিয়া] হ্যাঁ—অর্জ্জুন আমারও প্রিয়; মনে থাকে যেন !

[প্রস্থান।

দ্রোণ। তুমি আমার প্রিয়তর,
প্রিয়তম আমার নিকটে,
প্রিয় কার্য্য করিব তোমার।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আরণের কুটীর।

জয়ন্তীকে পীড়ন করিতে করিতে
আরণ সর্দ্দারের প্রবেশ।

আরণ। বোল্ শালি, সারি কাঁহা গেলো? না বল্‌বি তো চাবুকে চাম্ ফেটিয়ে দিবে—জান নিকাল দিবে।

জয়ন্তী। সারি কাঁহা গেলো, তা হামি কি জান্‌বে?

আরণ। তু জানে না তো হামি জান্‌বে? তু হামাসা ঘরকে বৈঠে রহবি, হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি কাঁড়ি চস্‌কায়ে দিবি, ভোঁড়ি মোটাবি, আড় হইয়ে গোড় ছড়িয়ে নিদ্ লাগাবি, আর হামার ঘর্‌সে চোরি হোবে, তু দেখ্‌বি না—তু জান্‌বি না?

জয়ন্তী। এ তু ক্ষেপার মোতো বল্‌ছিস্ যে! ঘরের ঝিউড়ি যদি চোরি মোৎলোব কর্‌বে তো হামি কেত্তা পাহারা দিবে?

আরণ। নেহি—নেহি! পাহারা দিবে কেন—তু নিদ্ লাগাবে—[প্রহার] নিদ্ লাগাবে—[প্রহার] নিদ্ লাগাবে! [প্রহার]

মর্—মর্—মর্! তু কেতো দিনে মর্বি, তু কেতো দিনে মর্বি! [অঙ্গুলি মট্‌কাইতে লাগিল]

আরণ। বদ্‌মাস্ মাগী! গালি দেতেহেঁ! [পুনঃ প্রহার] রাঁড়ি! কোস্‌মি! ডাইনি! [পুনঃ পুনঃ প্রহারে জয়ন্তীর পতন]

জয়ন্তী। [আঘাত-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে] ওরে একোল রে! ওরে সুবোল রে! ওরে বাপ্ রে! আমায় খুন কর্‌লে রে! [ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছা]

আরণ। ডাক্ তোর্ শূয়ার বাচ্চাকে! যে শালা ঠেকাবে, হামি তেয়ার জান্ নিকাল্‌বে। [প্রহারোদ্যোগ, ইত্যবসরে সুবল দ্রুতপদে আসিয়া পিছন দিক হইতে আরণের টুঁটি টিপিয়া ধরিল]

সুবোল। কোন্ শালা জান্ নিকাল্‌বে রে?

আরণ। [রুদ্ধস্বরে] কে রে—সুবোল? তু হামার কথাটা শোন্—আগারি হাম্‌কো ছোড় দে।

সুবোল। সব শুনেছি। সারি তোর ঘর থেকে চুরি ক'রে পালিয়েছে,—বেশ করেছে! তুই তাকে ময়নার কাছে বিক্রী করেছিলি নয়? সে তবে কি কর্‌বে? তুই তাকে বেচে মজা লুট্‌বি, আর সে সেখানে বেশ্যাবৃত্তি কর্‌বে, নয়? তার সঙ্গে যে আমার বিয়ে দিবি বলেছিলি—কৈ? কি হয় এখন? দূর নেমকহারাম! দূর হ'। তোকে ছুঁলেও পাপ হয়। [গলাধাক্কা দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল]

আরণ। [লাঠি লইয়া] তবে রে শালা চুয়াড়! [আঘাতোদ্যোগ]

সুবোল। তবে আজ তোকে নিপাত কর্‌বো। [উভয়ের লাঠালাঠি চলিতে লাগিল]

নেপথ্যে সারি। [মাথায় বস্তা লইয়া] রাজত্ব আর রাজকন্তে! বুঝ্‌বো সুবল! যদি মার্‌তে পারিস্, তবে এই একছালা কড়ি, আর

আমাকে পাবি। রাজত্ব আর রাজকন্যে! লেগে যা, লড়াই লেগে যা। রাজত্ব আর রাজকন্যে! বউরি—আর কড়ি! বউরি—আর কড়ি! [অন্তরালে গমন]

সুবোল। আমি তোকে মেরে তবে জলস্পর্শ করবো।

[উভয়ের লাঠালাঠি করিতে করিতে প্রস্থান।

সারীর প্রবেশ।

সারী। [জয়ন্তীর মুখে চোখে জলসিঞ্চন করিয়া] মা! মা!

জয়ন্তী। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] কে—সারি? সারি! কেন তু পেলিয়ে ছিলি মা! কেনো তু চোরি করলি মা! দেখ্ দেখি, তুয়ার তরে হামার দশাটা একবার দেখ্ দেখি! না—না, তু দেখিস্ না—তু থাকিস্ না! তু পালা—পালা! লুকায়ে পড়্,—নেহি তো সেরদার তোকে কেটে কুচিয়ে ফেল্‌বে! তু পালা মারি!

সারী। ভয় নেই মা! সরদার এখানে নেই। আর তাকে ফিরে আস্‌তে হবে না; সুবোল তাকে যমের বাড়ী পাঠাতে নিয়ে গেছে।

জয়ন্তী। সুবোল জিয়ে থাক্। সে হামার বড় বেটা আছে।

সারী। মা! আরণকে জব্দ করতে গিয়ে আমি তোমাকে কাঁদিয়েছি। মা! আমায় তুমি মাপ কর। কেন আমার এমন কুবুদ্ধি হ'লো মা! [ক্রন্দন]

জয়ন্তী। তু কাঁদিস্ না বেটী! তুয়ার কুচ্ছু দোষ নেহি। সভি হামার পোড়া কোপাল! নইলে পেটের বেটাকে ভাগিয়ে দিয়ে, বেইমান্ ভুষমণকে ঘরের ভেতর সর্‌দারি দিবে কেন? হামার খুব হোয়েছে—আচ্ছি হোয়েছে! এখনো হামি জীয়ে আছি, হামার জান এত কড়া আছে—হাঃ—হাঃ! হামি একশো বেটার মা রে সারি!

আজ হামি আরণের মার খাইয়ে জীয়ে আছি ! হা রে হামার কোপাল !
[বক্ষে ও ললাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত]

হেমের সহিত একলব্যের প্রবেশ ।

একলব্য । মা ! মা ! কৈ তুমি ?

সারী । দাদা ! দাদা ! এসেছ ?

একলব্য । এসেছি সারি ! তোকে দেখ্‌ছি, মা কোথা ?

সারী । এই যে মা শুয়ে আছেন ।

একলব্য । এঁ্যা ! এই আমার মা ? না—না, আমার মা এমন মূর্চ্ছিতার ন্যায় মাটীতে প'ড়ে থাক্‌বে কেন ? আমার মা যে কিরাত-রাজ্যের রাণী ! [জয়ন্তীর পদতলে পড়িয়া] মা ! মা !—একি ! মা যে কথা কয় না সারি ? কোন অসুখ হয়েছে না কি ?

সারী । মা ! মা ! দাদা এসেছে, দেখ না মা ! কথা কও না মা !

জয়ন্তী । [মূর্চ্ছাভঙ্গে] কে, সুবোল ? এলি রে বাপ্‌ ! জিয়ে থাক্‌—জিয়ে থাক্‌ ।

একলব্য । না মা ! চেয়ে দেখ, আমি যে তোমার একলব্য ।

জয়ন্তী । না—না, হামি একোলের মা নই, একোল হামার বেটা নয় ।

একলব্য । অভিমান ক'রো না মা ! আমি তোমার কুপুত্র বটে, কিন্তু তুমি তো আমার স্নেহময়ী জননী ।

জয়ন্তী । ওরে, একোল রাজার বেটা ! কাঠকুড়ানির বেটা কি যে, হামি তেম্নার মা হোবো ?

একলব্য । তুমি কাঠকুড়ানি নয় মা, তুমি যে কিরাতের রাণী—ভারতেশ্বরের জননী ।

জয়ন্তী। তবু বিশ্‌ওয়াস্ কর্‌বি না। বল্ তু, যা তোর খুসী। হামি যদি রাজার মারি হ'বে, তবে সয়তানের লাথি খাইয়ে মাটীতে মু রগ্‌ড়াবে কেন ?

একলব্য। [আঘাত-চিহ্ন দেখিয়া] তাই তো ! মায়ের অঙ্গে এত সব কাল কাল চিহ্ন কিসের ? একি ! এ যে আঘাত-চিহ্ন ! ক্ষত স্থানে রক্তের জমাট বেঁধে গেছে ! কে এমন কর্‌লে রে ? আমার মাকে এমন ভাবে প্রহার কর্‌লে রে ? বল্ সারি ! কে আমার মাকে মেরেছে ? দেবতা হ'লেও তার নিস্তার নাই—পাতালবাসী হ'লেও পরিত্রাণ পাবে না,—আমি তাকে মাটী চিরে টেনে বার কর্‌বো। বল্—বল্ সে কোন্ দুর্ব্বৃত্ত ?

সারী। আরণ সর্দ্দার।

একলব্য। আরণ সর্দ্দার ! উঃ—কি পরিতাপ ! কি ভয়ঙ্কর ! আরণ ! আরণ ! বিশ্বাসঘাতক ! সয়তান ! তোর এই কাজ ? যাঁর অভয় পেয়ে এখনও তুই ধরাতলে জীবিত, তাঁরই উপর তোর এই অত্যাচার ? আজ তোর শেষ দিন। মা—মা ! এখনও কি তোমার ক্ষমার শেষ হয় নি ? বল মা ! আজ আমি তাকে বিনাশ কর্‌তে পারি ? বল—বল, একটী বার আমায় আদেশ কর। তোমার বরেই তার এত দর্প ; তোমার আশ্রিত ব'লেই তার অত্যাচার পৃথিবীও এতকাল সহ্য ক'রে আস্‌ছেন। কিন্তু আজ পৃথিবী টলেছে ; তবে তোমার ধৈর্য্য কি পৃথিবীর চেয়েও বেশী ?

জয়ন্তী। কাজ নেহি বাপ্ ! তু দুষমণের সাথ লড়াই দিতে নার্‌বি। তু এলি, ঠাণ্ডা হ'। হামার আউর কুছু দরদ নেহি। তুকে আর দাদ নিতে হোবে না।

একলব্য। সে ভয় তোমার নেই মা ! তোমার পুত্র আর সেই

ক্ষীণপ্রাণ পাথ্‌যারা নয়, আজ তোমার পুত্রের ভয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরগণ কম্পমান। তুমি আমায় আদেশ দাও!

জয়ন্তী। তব্‌ তু যা খুসী কর্‌।

একলব্য। তবে আর কি? পদধূলি দাও মা! আরণ! আর বেশীক্ষণ নয়। [বেগে প্রস্থানোদ্যোগ]

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। ক্ষান্ত হও বৎস! আমার কথায় আরণকে তুমি ক্ষমা কর। সে একদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছে।

একলব্য। ক্ষমা করুন দেব! আরণকে ক্ষমা—আমার শরীরে নেই।

দীক্ষাদাতা শিক্ষাদাতা যেই হও তুমি—
স'রে যাও সম্মুখ হইতে।

সন্ন্যাসী। গুরু-আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন?

একলব্য। আশ্চর্য্য কি আছে?
গুরু তুমি—তোমা হ'তে গরীয়সী মাতা।
মাতৃ-আজ্ঞা আরণে নাশিতে,—
মরেছে আরণ,
কিম্বা মরিয়াছি আমি।

সন্ন্যাসী। জেনে রাখ তবে—
আজ্ঞা মোর করিলে লঙ্ঘন,
কীর্ত্তি তব অপকীর্ত্তি বলি
লোক মধ্যে করিব প্রচার,
কেহ না গহিবে তব গৌরব-কাহিনী

একলব্য। কোন দুঃখ নাই।
কীর্ত্তিলোপ, কর্ম্মলোপ, কর জন্ম লোপ –
কেহ নাহি জানে যেন,
একলব্য নামে
ধরায় ব্যাধের কুলে জন্মেছিল কেহ।
শুধু মিনতি আমার,
আজ্ঞা তব কর প্রত্যাহার।

আরণের ছিন্নমুণ্ডহস্তে সুবোলের প্রবেশ

সুবোল। মিনতির কিবা প্রয়োজন,
প্রত্যাহার কেহ না করিবে,
আমি তারে করেছি সংহার—
আরণবধের পাপ সমস্ত আমার।
একলব্য। শুভক্ষণে এসেছিস্ ভাই।
আজীবন হিংসিয়াছি তোরে,
এনেছি হিংসার দান,
হিংসা-ব্রত আজি সমাধান,—
নাও ভাই। মাতৃপদে দাও উপহার।

একলব্য। সুবোল! সুবোল! [উভয়ের আলিঙ্গন] দুঃখ ক'রো না ভাই। তোমার ঘৃণাই আমার উন্নতির মূল। তুমি যদি আমায় ঘৃণা না কর্‌তে, মা যদি আমায় গৃহছাড়া—লক্ষ্মীছাড়া ক'রে না দিতেন—আর এই গুরুর যদি কৃপা না পেতুম, তা হ'লে আমার এত সৌভাগ্য কিছুতেই পেতুম না।

সন্ন্যাসী। আর তা হ'লে আর্য্যের ইতিহাসে আর্য্যলেখকগণ অনার্য্য

ব্যাধ জাতির কোন উল্লেখ্ করতেন না। একলব্য! তুমি স্বনামধন্য, আর তোমাকে মন্ত্রণা দিয়ে আমিও ধন্য। তুমি আমার প্রাণদান দিয়েছ, আমার অপহৃতা কন্যাকে আশ্রয় দান করেছ। তোমায় আমি কি দেবো? আমার এই প্রাণাধিকা কন্যাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করলাম। তোমরা চিরজীবন শান্তি লাভ কর। [হেম ও একলব্যের প্রণামকরণ) আয় মা আদরিণি! মাতৃপুণ্যে মায়ের মত সতী-সীমন্তিনী, পতি-সোহাগিনী হও, কিন্তু মাতৃভাগ্য যেন তোকে আশ্রয় না করে। তোমায় আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবো বৎস, তুমি দিগ্বিজয়ী যশস্বী হও!

একলব্য। তার চেয়ে বল গুরু!

অচিরায় পাই যেন
আচার্য্যের চরণদর্শন
এই জীর্ণ পর্ণের কুটীরে,—
পারি যেন মনোমত দক্ষিণা অর্পিতে।

সন্ন্যাসী। অবশ্যই পূর্ণ হবে মনোরথ তব।

জয়ন্তী। আজু হামার কি সুখ রে! কি সোয়াস্তি রে! বেটা পেইছি, বউরি পেইছি, লোক পেইছি, লছমি পেইছি। সুবোল! তু হামার বড় বেটা! সারি হামার বেটী আছে; তু ইয়াকে বিহা কর্, হামি দেখিয়ে মরি। [সারীকে সুবোলের হস্তে সমর্পণ] গড় লে গুরুজি! তুয়ার মেহেরবাণীতে আজু হামার আঁধার ঘরে মাণিক জ্বললো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

একলব্যের পৈতৃক-ভবন।

অর্জ্জুন ও দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। আর্য্য! এই সেই আশ্রম।

দ্রোণ। এঁ্যা, এই সে আশ্রম?
আসিনু কি মোরা পার্থ পবনগতিতে?
অথবা কি রাজধানী হ'তে,
এ অরণ্য অতি স্বল্পদূর?

অর্জ্জুন। সে কি প্রভু!
আসিনু যে বহুদূর পথ।
বাহিরিয়া উষাকালে বেগগামী রথে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বেলা মধ্যাহ্ন অতীত,
এ দূরত্ব স্বল্পবোধ কেন হ'লো দেব?
অন্যমনা হয়েছেন বুঝি?

দ্রোণ। সত্য অনুমান পার্থ!
ভাবিতে আছিনু—
ভাষা চতুরতাময়ী,
কোন্ হেন ভাষা,
যা ব'লে যাচিব মম প্রার্থিত দক্ষিণা।
তাই অন্যমনা পার্থ—বড় অন্যমন।
[উভয়ে অগ্রসর হইয়া]

কে আছ আশ্রমে ?
ব্রাহ্মণ অতিথি !

একলব্য। [নেপথ্যে] আছে—আছে হে ব্রাহ্মণ !
আছে সেবাদাস।
ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

একলব্যের প্রবেশ।

এঁ্যা—কি সুপ্রভাত !
অরুণেরে অগ্রে করি
উদিত ভানুর মত
উপাগত উপাধ্যায় আচার্য্যপ্রবর !
প্রভু ! ধন্য আমি,
কোটী কোটী প্রণাম চরণে।
ধন্য তুমি রাজেন্দ্র নন্দন !
কৃপা করি জানায়েছ গুরুরে আমার—
নিবেদন করিলাম যত।
মা—মা ! পাদ্য-অর্ঘ্য ল'য়ে এস ত্বরা।

দ্রোণ। বৎস ! ব্যস্ততায় নাহি প্রয়োজন,
পরিতুষ্ট আমি তব মধুর আহ্বানে।

একলব্য। আজই তাহা নহে তো কেবল—
চিরদিন পরিতুষ্ট প্রভু মোর প্রতি।

[ইতিমধ্যে হেম আসিয়া আচার্য্যের পদ প্রক্ষালন করিয়া প্রণাম করিল]

দ্রোণ। এস, মাতা ! আয়ুষ্মতী, হও পতিব্রতা।

[জয়ন্তী আসিয়া প্রণাম করিল]

এস বীরমাতা !
বীর-পুত্র করি কোলে,
লভিয়া বিশ্রাম,
শান্তি-সুখ লভ শান্তি-ধামে ।

একলব্য । নমি পুনঃ রাজীব চরণে ।
না জানি কি সৌভাগ্য সুকৃতির বলে,
পর্ণাবাসে পাইলাম পদধূলি তব ।
এবে আকিঞ্চন—
করিয়াছি বহু দিন আগে
শিক্ষা সমাধান আপনার আশীর্ব্বাদে,—
আছে বড় সাধ,
দিবে দাস গুরুর দক্ষিণা ।
আজ্ঞা তাই মাগি শ্রীচরণে—
কোন্ দান কিবা দ্রব্য করি আহরণ ?

দ্রোণ । [স্বগত] ভেবে দেখ দ্রোণ !
কেবা তোর অধিক আপন ?
এই পাণ্ডুর তনয়,
কিম্বা এই ব্যাধের নন্দন ?
ভেবেছিলি কি ব'লে চাহিব,
কিন্তু ভক্ত তোর চাহিবার আগে
চাহে দিতে যাহা কিছু অভিলাষ মত ।
হোস্ যদি ভক্তিমান্,

বুঝে নে ভক্তের প্রাণ,
দিস্ নে বেদনা হেন ভক্তের হৃদয়ে।
ভুলে যা রে শ্রুতিশ্রুতি,
ভুলে যা রে জাতির বড়াই,
ভুলে যা রে অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্বস্থাপন।
না—না, হবে তাহা ঈশ্বর ইচ্ছায়!
আমি কেন হইব বিরোধী?
[প্রকাশ্যে] আছে প্রাণাধিক!
আছে মোর একটী প্রার্থনা,
কিন্তু অতি প্রিয় বস্তু তব।
চাহি যদি, পারিবে কি দিতে?

একলব্য। তব পদে থাকে যদি মতি,
ভেবে নাহি থাকি যদি কভু
গুরু ব'লে তোমা ভিন্ন অন্য কোন জনে—
থাকে যদি আশীর্ব্বাদ গুরুর প্রসাদ,
কেন না পারিব দেব?
হোক প্রার্থিত তব
মোর পক্ষে যত প্রিয়—যত আদরের,
প্রাণের অধিক সে তো প্রিয়তর নয়?
কর অনুমতি,
ফুল্লমুখে দিব বলিদান প্রাণ মম,
দেবতার রাতুল চরণে।

দ্রোণ। উঠ তবে ভীমনাদে ভীম প্রভঞ্জন!
বধিরিয়া জীবসঙ্ঘ, উঠহ আকাশে।

দেখো যেন অন্তরীক্ষবাসী
আকাশে পাতিয়া কাণ
কেহ নাহি শুনে—
দ্রোণের এ দক্ষিণা-কাহিনী।
পশিলে এ পৈশাচিক ভাষার গর্জ্জন,
সিদ্ধভূত আদিত্য বা দৈত্যের শ্রবণে,
মূরছি পড়িবে তারা—
মুহুর্মুহু কাঁপিবে মেদিনী,
পঞ্চভূত রোমাঞ্চ হইবে,
গ্রহগণ নিষ্প্রভ হইবে
অষ্টবজ্র পাইবে তরাস।
দাও বৎস! দাও ভক্তবীর!
দাও তবে গুরুর দক্ষিণা—
দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ তব করিয়া ছেদন।

একলব্য। জ্বল তবে গ্রহেশ্বর দ্বাদশ মূর্ত্তিতে!
জ্বল হে নক্ষত্রগণ!
সহস্রাংশু সমান প্রভায়।
জ্বল তবে জ্যোতির্ম্ময় অনল দেবতা!
আলোকিয়া দিক্‌চয় শূন্য নভস্তল,
উদ্ভাসিত কর বনস্থল।
আর সবে সিদ্ধভূত সুরাসুরগণ!
হয়েছ বধির যারা গুরুর আদেশে,
হও আরও দিব্যচক্ষু সহস্র-লোচন।
দেবরাজ সহস্রাক্ষ!

হও তুমি দ্বিসহস্র-অর্ব্বুদ-লোচন,
দাও দৃষ্টি অন্ধ জনে ক্ষণেকের তরে
দেখুন সকলে মিলি উজ্জ্বলনয়নে
বিখ্যাত কিরাতপতি হিরণ্যধনুর পুত্র
দ্রোণ-শিষ্য একলব্য আজ
দিতেছে আদেশ মত গুরুর দক্ষিণা—
দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ তার।

[অঙ্গুষ্ঠ ছেদনোদ্যোগ ও জয়ন্তী কর্ত্তৃক বাধা প্রদান]

জয়ন্তী। থাম্ বাবা! কি বল্‌লি বাঁমন! আঁগুল কাটিয়ে দিবে? কেনো—কেনো রে ঠাকুর! আর কুচ্ছুটী তুয়ার মাঙ্গবার নেহি? সোনা মাং, কৌড়ি মাং, বেটা হামার গতোর খাটিয়ে হোক্—ভিখ্ মাঙ্গিয়ে হোক্, যেমন করিয়ে হোক্ আনিয়ে দিবে। আঁগুলটী লিয়ে তোর কি হোবে ঠাকুর? হোবার মধ্যি বাপি হামার খাবার তুলিয়ে খাতি নারবে। ঠাকুর! হামি তুয়াকে গড় ক'চ্ছি, তু দোস্‌রা কুছ্ মাঙ্গিয়ে লে।

দ্রোণ। দেখ্ রে—দেখ্ রে অর্জ্জুন!
দেখ চেয়ে একবৎসা জননীর পানে।
বদনে বিষাদ-মেঘ,
বহে বায়ু দীর্ঘশ্বাস,
মনস্তাপ হেতু—
অবিলম্বে বরষিবে মুষল-ধারায়।
ভাসাইয়া ভূমিপৃষ্ঠ,
বুঝি বা ভাসায় বজ্রদৃঢ় বক্ষ মম;
বুঝি ভেসে যায়,
তৃণখণ্ড সম মোর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি।

একলব্য। মা! স্থির হও।
পায়ে ধরি, কাঁদিও না তুমি।
চেয়ে দেখ আচার্য্যের ছল-ছল আঁখি,—
তোমারে কাঁদিতে দেখি
কাঁদিছেন গুরু।
মাগো! বুঝে দেখ তুমি—
পড়িলে গুরুর অশ্রু কুটীরে তোমার,
পুড়ে যাবে পাপানলে সব—
ধ্বংস হবো অচিরাৎ আমি।
ভাবনার কি আছে জননি?
এক হস্তে পঞ্চাঙ্গুলি দেছেন ঈশ্বর,
একটা তাহার
রোগবশে যদি খ'সে যায়,
কিম্বা অসাবধানে
অস্ত্রাঘাতে যদি কেটে যায়,
কি ক্ষতি, কিবা আসে যায়?
ভোজনের অসুবিধা হ'লে,
তুলে দিবে তুমি মোর মুখে।
ভেবে দেখ মাতা!
ধন-ধান্য যদি কিছু চাহিতেন গুরু,
পাইতাম কোথা আমি,
দিতাম কেমনে?
গুরু মোর বড় দয়াবান্,
তুষ্ট তাই অঙ্গুষ্ঠ যাচিয়া।

হেম। হ্যাঁ, দয়াবান্ বটে। যেহেতু একটা বাহুর পরিবর্ত্তে একটী অঙ্গুলি মাত্র প্রার্থনা ক'রে মৃত্যুটাকে অনিশ্চিত রেখেছেন।

জয়ন্তী। মায়ি! বোল্ তো—হামাকে বুঝা তো, আঙ্গুল যে দিবে, কেন দিবে? লড়াই শিখায়েছে বোলে? তীর চালাতে শিখায়েছে বোলে? ভাল—একোল! দে, তোর ধনুক দে—তীর দে—তোর গুরুয়াকে সব ফিরে দে। এই লে ঠাকুর! খুসী হ; হামার বেটাকে মাপ কর্। [একলব্যের ধনুর্ব্বাণ লইয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান]

একলব্য। তা হয় না মা! সে শিক্ষা ফিরে দিতে হ'লে এই এক অঙ্গুষ্ঠ দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই অঙ্গুষ্ঠহীন হ'লে আমি আর পূর্ব্বশক্তিতে জ্যাকর্ষণ কর্‌তে পার্‌বো না; তা হ'লে অর্জ্জুনের নিকট আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—আচার্য্যও পূর্ণ-মনোরথ।

জয়ন্তী। কি বল্‌লি? এ সব ফিরে দিলে দেওয়া হোবে না। তব্ গুরুজি! দোয়া ক'রে তু হামার বেটাকে ঘরে লিয়ে যা, ও তুয়ার গোলামী কর্‌বে। তোর যেতো দিন খুসী, তু উয়াকে রাখিয়ে দে, তা হ'লে তো তোর ধার শুধিয়ে যাবে? তু তাই কর্ ঠাকুর! হামি তোর গোড় পড়্‌ছি।

দ্রোণ। ভয় নাই পুত্রপ্রাণা ভক্তের জননি!
তাজ খেদ, ত্যজ এ বিলাপ।
চাহি না—চাহি না আমি এ ছার দক্ষিণা;
তার চেয়ে,
অজেয় অক্ষত রাখি বীর পুত্রে তোর
তুলে দিয়ে তোর ওই
সুকোমল সুখময় ক্রোড়ে,
ফিরে যাবো আপন আলয়ে।

অৰ্জ্জুন। চাহি না—চাহি না গুরু,
শ্রেষ্ঠ বীর হ'তে,—
ক'রো না বঞ্চনা আর হেন ভক্ত জনে,
দিও না বেদনা প্রভু জননীর প্রাণে।

একলব্য। এ কি কথা কহিছ কুমার?
বুঝিতে না পারি,
এ বা কোন্ ধৰ্ম্ম তোমাদের?
ভিখারীর মত আসি গৃহীর দুয়ারে,
মাগি ভিক্ষা,
ফিরে যাও না করি গ্রহণ—
ডুবায়ে গৃহীরে ঘোর দুষ্কৃতি-দুস্তরে?
ভাগ্যবান তুমি হে অৰ্জ্জুন!
তাই আজ প্রতিষ্ঠিতে শ্রেষ্ঠতা তোমার,
করিবারে বীরের অগ্রণী,
সচেষ্ট স্বয়ং স্বামী পূজ্যপাদ প্রভু।
কিন্তু ভেবে দেখ,
তোমা হ'তে ভাগ্যবান আমি।
তাই আজ তব
সৌভাগ্যের অপূর্ণ ভাগ পূরণ করিতে,
আগত আচার্য্যরূপী প্রভু ভগবান
ভিখারীর বেশে এই দীনের কুটীরে।
[জয়ন্তীকে] মাগো! শোন নিবেদন,
যাঁহাদের কেহ কভু দেখে নি অভাব,
সেই রাজা, সেই ঋষি,

উভয়েই অভাবে পড়িয়া
এসেছেন তোমার দুয়ারে।
আজ্ঞা কর মাতা !
করি আমি তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ !

জয়ন্তী। তুয়ার যো খুসী, তা কর্। হামি এ সব আঁখ্মে দেখ্তে নার্বে ; মোরণ হুয় তো হামি বাঁচে। আয় মায়ি ! হাম্রা চলিয়ে যাই।

[হেমের সহিত প্রস্থান।

একলব্য। আর তবে কালক্ষেপে নাহি প্রয়োজন।
গুরুদেব ! আজ্ঞাধীনে হউন প্রসন্ন।
[অঙ্গুলি ছেদনোদ্যোগ]

দ্রোণ। থাক্ বৎস ! দেওয়াই হয়েছে।
যখনি প্রার্থনা মাত্র
দিব বলি করিলি স্বীকার,
তখনি হয়েছে দেওয়া।
কাজ নাই অঙ্গুলিতে মোর,
থাক্ রে মায়ের প্রাণ মায়ের হৃদয়ে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। [নেপথ্য হইতে] থাক্ তবে
শত্রু তব অক্ষতশরীরে,
থাকুক্ অপূর্ণ তবে প্রতিজ্ঞা তোমার,
থাক্ তবে পিতা তব নিরয় মাঝারে।

দ্রোণ। থাক্ সব, থাক সবে যে আছ যেখানে।

না হয় বলিবে লোকে—
দ্রোণাচার্য্য মহাপাপী, চণ্ডাল-অধম,—
কিন্তু কেহ কহিবে না কভু,
ভক্তের হিংসুক দ্রোণ, শিষ্যের শমন।
কিবা সুখ কিবা তৃপ্তি আছে হে সন্ন্যাসি,
প্রতিহিংসা চরিতার্থ হ'লে ?
যত সুখ যত তৃপ্তি হয় মনে মনে
হেরিলে শিষ্যের মুখ প্রফুল্ল সর্ব্বদা!

একলব্য। কেন দেব বিষাদে মগন ?
বিতর্কের কিবা প্রয়োজন ?
অক্ষম কি অনুগত জন ?
দিব আমি দক্ষিণা তোমার।
হোক্ তাহে কৌরবের দক্ষিণা পূরণ,
পূর্ণ হোক্ পণ তব—
হোক্ প্রতিষ্ঠিত
বীরশ্রেষ্ঠ নাম অর্জ্জুনের—
বাক্য রক্ষা হউক তোমার—
অধমের ব্যাধ-জন্ম হউক সফল।
[অঙ্গুলি ছেদন করিয়া]
এই নিন গুরুদেব! [প্রদান]

দৈববাণী। [নেপথ্যে] সাধু—সাধু তুমি নিষাদনন্দন!
ধন্য তব গুরুভক্তি ধন্য তব দান,
ধন্য তুমি ভাগ্যবীর ধানুষ্ক-প্রধান।

সন্ন্যাসী। ঐ শোন বৎস! দেবতারা তোমার যশোকীর্ত্তন কর্-

ছেন। আর ঐ দেখ, তাঁরা তোমার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ কর্‌ছেন একলব্য! তুমি ধন্য! তোমার সংসর্গে আমরাও ধন্য!

দ্রোণ। একলব্য! মাগ বর, যেবা ইচ্ছা হয়।

একলব্য। প্রসন্ন যদ্যপি দেব!
দেবে যদি বর,
তবে দাও এই বর—
ভুলে যেন যায় এ জগৎ
জনম-কাহিনী মোর জীবন-চরিত,
হয় যাহে সাধ পূর্ণ
আমার এই সন্ন্যাসী গুরুর।

দ্রোণ। তথাস্তু।
তথাপি বৎস! করি আশীর্ব্বাদ—
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রবে,
যত দিন ইতিহাস রবে,
তত দিন মোর এই হীন অপকীর্ত্তি
ঘোষিবে ভুবনময়
তোর এই সুকীর্ত্তি সুখ্যাতি।

সন্ন্যাসী। অর্জ্জুন! যাও এইবার—
অবিলম্বে বন্দী করি
ল'য়ে এস দাম্ভিক দ্রুপদে।

একলব্য। তা হ'লে এখনও গুরু,
আমি তাঁর হইব সহায়।
যদিও হয়েছে লঘু
দূরগতি শরের ক্ষিপ্রতা,

তথাপি পাঞ্চালপতি আশ্রিত আমার।
প্রাণান্তের পূর্ব্বাবধি
আমি তাঁরে রক্ষিব নিশ্চয়।

দ্রুপদের প্রবেশ।

দ্রুপদ। না ভদ্র! আর আমায় রক্ষা কর্‌তে হবে না; আমি নিজেই এসেছি। যেদিন তোমার হস্তে কুরু-পাণ্ডবের পরাজয় হয়েছে, আমি সেই দিনই বুঝেছি, আচার্য্য তোমার অতিথি হবেন; তাই আজ দূতের মুখে তাঁর আগমন শুনে প্রমাণ কর্‌তে এসেছি যে, তোমার গুরুর প্রাণে কতটা হিংসা। কৈ—কৈ তোমার গুরু?

দ্রোণ। এই যে দ্রুপদ! এখন বোধ হয় আমায় তুমি চিন্‌তে পার? বল তো আমি কে?

দ্রুপদ। তুমি? তুমি দেবতা।

দ্রোণ। শোন সবে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-আকাশনিবাসী,
শরীরী কি অশরীরী,
প্রাণী কি অপ্রাণী,
যে শুনেছ সেই দিন দ্রোণের প্রতিজ্ঞা,
সেই শুন পুনঃ—
দ্রোণাচার্য্য প্রতিশ্রুতি করেছে পালন,
দেবতা কহিছে মোরে দাম্ভিক দ্রুপদ।

দ্রুপদ। ভাগ্যবান ভেবো না আচার্য্য!
পৌরুষ নাহিক কিছু দেবতা-আখ্যায়।
দেবের চরিত্র চেয়ে,
অধিক প্রশংসনীয় দানব-চরিত্র।

দেবগণ ভক্তজনে
বরদানে তুষিয়া প্রথমে,
পরিণামে প্রতারণা করেন যেমতি.
তুমিও তেমতি
ছলিলে এই ভক্ত শিষ্য ধনুর্দ্ধরে।
ধিক্ তোমা,—
অধিক কি কব ?

দ্রোণ। অধিক কহিব আমি।
পরাজিত তুমি—
আজি মম করায়ত্ব অধিকার তব ;
তথাপি সমগ্র ভাগ না করি গ্রহণ,
বন্ধুত্বের রাখি নিদর্শন
উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাংশ মাত্র করিনু স্বীকার।
নহে তাহা রাজ্যলোভ হেতু,
হেতু তার—
দর্পনাশ করিবারে তব।

দ্রুপদ। রাজ্যাধিকার নাও, আর নির্য্যাতনই কর. আমি চিরকাল তোমার শত্রুতা করবো। তবে ক্ষাত্রবলের সাহায্যে নয়, তপোবলের সাহায্যে। বুঝিয়াছি দ্রোণ। সাধনাই সিদ্ধি—সাধনাই বল।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। সাধনাই কর, আর সিদ্ধিলাভই কর, নারীহত্যার শাস্তি তোমার জন্য ঈশ্বরের হাতে তোলা আছে।

[প্রস্থান

আনন্দের প্রবেশ।

আনন্দ। কি ঠাকুর! বড় যে বড়াই ক'রে শূদ্রকে শিক্ষা দিতে, চাও নি! এখন শূদ্রের দানটা তো অম্লানবদনে নিতে পারলে? তবে তোমার জাতের বড়াই থাক্‌লো কোথায়?

দ্রোণ। বামন যার কাছে প্রার্থী, তার তো দর্প থাকতে পারে না। দান তো আমি নিই নি, নিয়েছ তুমি! তুমি নয় আমার কাছে প্রার্থনা করেছিলে? তুমি তো বালক নও—ছদ্মবেশী দর্পহারী! হে বামন-রূপী ভগবান! আমি তোমায় প্রণাম করি। [প্রণাম]

লীলার প্রবেশ।

লীলা। ব্রাহ্মণ! ধার্ম্মিক হ'য়ে তুমি যেমন ছলনা করেছ, তেমনি ধার্ম্মিকের ছলনায় তোমার মৃত্যু হবে। আমার পুত্রের প্রাণে যেমন ব্যথা দিয়েছ, তেমনি পুত্রশোকে তোমার লীলা সাঙ্গ হবে।

দ্রোণ। লীলাময়ি দেবি! আমি তোমার অভিসম্পাত আশীর্ব্বাদের মত মস্তকে নিলাম।

গীতকণ্ঠে শুদ্ধানন্দের প্রবেশ।

শুদ্ধানন্দ—

গীত।

কেশব! ছাড় ছলনা।
তুমি চেনা নাহি দিলে চিদানন্দ ঘন,
কে চেনে তোমারে বল না?
তুমি ধরা নাহি দিলে কে ধরে তোমারে,
ধরিতে যশোদা পড়িল ফাঁপরে,

ফাঁকি দাও তারে, যে ধরে উদরে,
তুমি ধ্যানের অতীত ধারণা।

গীত।

আনন্দ।— আমি আনন্দ,
লক্ষ্মী।— আমি লীলা,

গীতকণ্ঠে পুষ্পমাল্যহস্তে হেমের প্রবেশ।

হেম।— আমি যতনে গাঁথিয়া দিব যুগল চরণে মালা ॥
শোন হে আনন্দ ঘন, পতিতের নিবেদন,
নিরানন্দ অন্ধকারে রেখো না ফেলে কুপথে—
ঘনায়ে আসিবে যবে আমায় সে ঘোর অকাল,
হে যোগেশ, হে সুরেশ, হে সুরেন্দ্র নন্দলাল,
বালকে বিপাকে রেখো সেবক শ্রীমন্মথে,—
রথে নাহি যেতে চাই সাথে নিও যাবার বেলা ॥

[আনন্দ-লীলার যুগলরূপ]

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।